বাংলার সমবায় আন্দোলন, ১৯০৪-১৯৪৭

এম.ফিল. গবেষণা অভিসন্দর্ভ

জুলাই, ২০০৭

GIFT

428194

গবেষক

মোঃ এনামুল কবীর মোল্লা

এম.ফিল. রেজিঃ ১১৬/১৯৯৭-৯৮

ইতিহাস বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

428194

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

বাংলায় সমবায় আন্দোলন, ১৯০৪-১৯৪৭

এম.ফিল. গবেষণা অভিসন্দর্ভ

জুলাই, ২০০৭

তত্ত্বাবধায়ক

(ড: এম. মোফাখ্খারুল ইসলাম)
অধ্যাপক ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।

গবেষক

(মো: এনামুল কবীর মোল্লা)
এম.ফিল. রেজি: ১১৬/১৯৯৭-৯৮
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।

428194

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

বিষয়			পৃষ্ঠা
সারণী তালিকা	ঃ		I
ভূমিকা	ঃ		II-IV
প্রথম অধ্যায়	ঃ	সমবায় আন্দোলনের সূত্রপাত	১-২৬
দ্বিতীয় অধ্যায়	ঃ	বাংলায় সমবায় আন্দোলনের প্রসার	২৭-৫৪
তৃতীয় অধ্যায়	ঃ	সমবায় সমিতির ঋণদান কার্যক্রম	৫৫-৮২
চতুর্থ অধ্যায়	ঃ	সমবায় আন্দোলনের মূল্যায়ন	৮৩-৯৩
পঞ্চম অধ্যায়	ঃ	উপসংহার	৯৪-৯৬
পরিশিষ্ট	ঃ		৯৭-১০০
গ্রন্থপঞ্জী	ঃ		১০১-১০৭

428194

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

সারণী তালিকা

	পৃষ্ঠা
সারণী- ১ঃ সমিতি ও সদস্য সংখ্যা, ১৯০৫-১১	২৯
সারণী- ২ঃ সমিতি ও সদস্য সংখ্যা, ১৯১১-৩৬	৩০
সারণী- ৩ঃ সমিতি ও সদস্য সংখ্যা, ১৯৩৭-৪৩	৩২
সারণী- ৪ঃ কৃষিঋণদান সমিতির চলতি মূলধনের উৎস, ১৯০৬-১০	৩৪
সারণী- ৫ঃ কৃষিঋণদান সমিতির চলতি মূলধনের উৎস, ১৯১১-৩৬	৩৬
সারণী- ৬ঃ মূলধনের উৎস, ১৯৩৬-৪১	৩৭
সারণী- ৭ঃ মূলধন গঠনে বিভিন্ন উৎসের অবদান	৩৯
সারণী- ৮ঃ শেয়ার মূলধন বৃদ্ধির হার, ১৯২০-৪৪	৪২
সারণী- ৯ঃ মূলধন গঠনে সদস্যদের অবদান, ১৯২০-৪৪	৪৪
সারণী- ১০ঃ মূলধন গঠনে ঋণের অবদান	৪৭
সারণী- ১১ঃ লাভ এবং লোকসানের হিসাব, ১৯১১-৩৬	৪৯
সারণী- ১২ঃ সংরক্ষিত তহবিলের বৃদ্ধির হার, ১৯২০-৪৪	৫১
সারণী-১৩ঃ সমবায় সমিতি ও মহাজন কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ(১৯২৯সাল পর্যন্ত)	৬০
সারণী-১৪ঃ মাথাপিছু শতকরা বার্ষিক ঋণ হ্রাসের হার	৬২
সারণী-১৫ঃ প্রতি পাঁচ বছরে ঋণ গ্রহণকারী পরিবারের শতকরা হার	৬৪
সারণী-১৬ঃ সুদের হার, ১৯০৭-০৮	৬৬
সারণী-১৭ঃ ঋণ পরিশোধের হিসাব	৬৯
সারণী-১৮ঃ ঋণ পরিশোধের বছরওয়ারী হিসাব	৭১
সারণী-১৯ঃ কৃষি ঋণদান সমিতির নিরীক্ষিত শ্রেনী	৭৪
সারণী-২০ঃ বিভিন্ন শ্রেনীর সমিতির শতকরা হার	৭৫
সারণী-২১ঃ কৃষিঋণদান সমিতির জেলাওয়ারী হিসাব	৭৭

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

বাংলায় সমবায় আন্দোলন দেশের আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বাংলাদেশের মত একটি অনুন্নত দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় আন্দোলনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। অথচ এ বিষয়ে তেমন কোন গবেষণা কর্ম হয়নি বললেই চলে। তাই বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বলা যায় সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

বক্ষ্যমান গবেষণাকর্মে বৃটিশ সরকার ১৯০৪ সালে সমবায় আইন পাশের মাধ্যমে যে সমবায় আন্দোলন শুরু করেন তার সার্বিক পর্যালোচনা করা হয়েছে। এতে বিশেষ করে উপমহাদেশে সমবায় আন্দোলনের সূত্রপাতের পটভূমি, আন্দোলনের প্রসার, ঋণদান কার্যক্রম এবং মূল্যায়ণ ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন তথ্যের আলোকে সমবায় কৃষিঋণদান ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এ গবেষণার জন্য মৌলিক ও অন্যান্য অনেক সহায়ক গ্রন্থ ব্যবহার করা হয়েছে। সরকারি বিভিন্ন রেকর্ড পত্রের মধ্যে বাংলাদেশের জাতীয় আরকাইভসে সংরক্ষিত অপ্রকাশিত প্রসিডিংস (Unpublished proceedings) সমূহ থেকে সযত্নে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

বর্তমান গবেষণার সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে ১৯০৪ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত। ১৯৪৭ সালে ভারত উপমহাদেশ থেকে বৃটিশ শাসনের অবসান হয়। অর্থাৎ ভারতীয় উপমহাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে ইংরেজ শাসনের নাগ পাশ থেকে। এক্ষেত্রে ১৯৪৭ সাল ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে যুগান্তকারি দিক চিহ্ন হিসেবে বিবেচিত। অপরদিকে ১৯০৪ সালে যেহেতু সমবায় আইন পাশ হয় সেহেতু এই সময়কাল হল গবেষণার ক্ষেত্রে যথার্থ সময়। তাই ১৯০৪ সাল বিবেচনায় রেখেই ১৯০৪ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়কে বেছে নেয়া হয়েছে।

বাংলায় সমবায় আন্দোলন, ১৯০৪-১৯৪৭ বিষয়ক গবেষণা চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম সমবায় আন্দোলনের সূত্রপাত। এখানে ইউরোপীয় কয়েকটি দেশে সমবায়ের

Dhaka University Institutional Repository

উদ্ভব-বিকাশ, উপমহাদেশে ১৯০৪ সালের সমবায় আইন পাশের পটভূমি ও পরবর্তীকালের সমবায় সম্পর্কিত অন্যান্য সমবায় আইনের ধারাসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে যে শোষণমূলক মহাজনি কৃষিঋণদান ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পাশাপাশি এ উপমহাদেশে বৃটিশ সরকারের সমবায় আন্দোলন প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাংলায় সমবায় আন্দোলনের প্রসার শিরোনামে সমবায় সমিতির সংখ্যা, সদস্য সংখ্যা এবং বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত মূলধনের অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে সমবায় সমিতির ঋণদান কার্যক্রম শিরোনামে বাংলায় সমিতির কৃষিঋণদান পদ্ধতি, দেয় ঋণের হার ও ঋণ আদায়ের হার এবং অগ্রগতির ভিত্তিতে সমবায় সমিতির শ্রেণীবিভাগ প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে মূল্যায়ন শিরোনামে বাংলায় সমবায় আন্দোলনের অর্জিত অগ্রগতি, সমবায় সমিতির বিস্তৃতির জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা এবং সমবায় আন্দোলনের পতনের জন্য দায়ী বিষয়সমূহ সম্পর্কে সার্বিক পর্যালোচনা করা হয়েছে।

বাংলায় সমবায় আন্দোলন, ১৯০৪-১৯৪৭ শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমি প্রথমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক রতন লাল চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে শুরু করি। কিন্তু তিনি চাকুরী ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার পরে ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক এম. মোফাখ্খারুল ইসলামের তত্ত্বাবধানে রচনা করতে প্রয়াস পেয়েছি। গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে তিনি তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ দিক নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে আমাকে এ গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে সহায়তা করেছেন। সার্বক্ষনিক তত্ত্বাবধানের জন্য আমি তাঁর নিকট আন্তরিকভাবে ঋণী।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা কর্মের প্রথম পর্যায়ে গবেষণার শিরোনাম নির্বাচনে মূল্যবান উপদেশ ও পরামর্শ প্রদান করে আমাকে ঋণের দায়ে আবদ্ধ করেছেন ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক রতন লাল চক্রবর্তী।

এ গবেষণা কর্মে আমাকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও লাইব্রেরী ব্যবহার করতে হয়েছে। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস্, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী, এশিয়াটিক সোসাইটি এবং বাংলা একাডেমি লাইব্রেরী।

পরিশেষে কম্পিউটার কম্পোজ এর দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করার জন্য মাহমুদ কম্পিউটারের মো: মামুনকে ধন্যবাদ জানাই।

মো: এনামুল কবীর মোল্লা

ইতিহাস বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
২০০৭ খ্রিঃ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

সমবায় আন্দোলনের সূত্রপাত

বক্ষ্যমান অধ্যায়ে ১৯০৪ সালে উপমহাদেশে সমবায় আন্দোলনের সূত্রপাতের পটভূমি ও ১৯০৪ সালের পরবর্তীকালে সমবায় সম্পর্কিত অন্যান্য আইনের ধারাসমূহ আলোচনার প্রয়াস পেয়েছি। তবে প্রসঙ্গক্রমে এর আগে সমবায়ের সংজ্ঞা, ইউরোপীয় কয়েকটি দেশে সমবায়ের উদ্ভব সম্পর্কে কিছু ধারনা দেয়া হয়েছে।

সমবায়ের সংজ্ঞা:

সমবায় অর্থ সমশ্রেনী বা সমপেশাভুক্ত কতগুলো মানুষ সৎ উদ্দেশ্যে নিজেদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য যৌথ উদ্যোগে যে সংস্থা গঠন করে এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তা পরিচালনা করে, তাকেই বলা হয় "সমবায় সংগঠন" বা সমবায় সমিতি। G. I. Holyouke-এর মতে "একাধিক লোকের স্বতঃস্ফূর্ত অংশ গ্রহণের মাধ্যমে ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে গঠিত ও পরিচালিত কর্ম প্রচেষ্টার নাম সমবায়।" Sir Horace Plunkett -এর মতে, "কোন সংগঠনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত আত্মসাহায্যের নামই সমবায়।" International Co-Operative Alliance -এর মতে সমবায় হচ্ছে, "এমন কতকগুলো লোকের একটি সংস্থা, যাদের আয় সীমাবদ্ধ এবং এমন একটি প্রতিষ্ঠান যারা গণতান্ত্রিক উপায়ে নিয়ন্ত্রিত সংগঠনের মাধ্যমে স্বতঃস্ফূর্তভাবে একত্রিত হয়ে কোন সাধারণ অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় তহবিলে ন্যায্যভাবে অংশ প্রদান করে, আর প্রচেষ্টাজনিত ঝুঁকি ও সুযোগ সুবিধার ন্যায্য অংশ গ্রহন করে।" কালভার্টের মতে, " ইহা এমন এক ধরনের সংগঠন, যাতে মানুষ স্বেচ্ছায় অন্যান্য সকলের সাথে তাদের প্রত্যেকের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সমঅধিকারের ভিত্তিতে সহযোগিতা করে।"

Dhaka University Institutional Repository

সমবায়ের উদ্ভব ও বিকাশ

সমবায়ের উদ্ভব কোন একদিনে হঠাৎ করে হয়নি। সুদূর অতীত থেকেই ঐতিহ্যগত প্রথা, ধর্ম এবং প্রতিষ্ঠান মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হতে অনুপ্রাণিত করে। এমনকি আধুনিক সমবায় আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা বুচেজ (Buchez), হুবার (Huber), রাইফাইসেন (Raiffeisen), লুজ্জাটি (Luzzati) এবং চার্লস গাইড (Charles Gide) ধার্মিক ছিলেন। প্রায় সব যুগে এবং সব দেশের মানুষের জীবনে পারস্পরিক সাহায্যের ঐতিহ্য, যৌথ কর্ম, যৌথ অংশিদারিত্ব এবং যৌথ ব্যবস্থাপনার ধারনা পরিলক্ষিত হয়। আর এই ঐতিহ্যগত ভাবনাই আধুনিক সমবায়ের উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এভাবে স্কটল্যান্ডের কেনউইকে ১৭৬১ সালে, গোভানে ১৭৭৭ সালে, ডারভেলে ১৮৪০ সালে, ফ্রান্সের লিয়নে ১৮৩৫ সালে, ইংল্যান্ডের রচডেলে ১৮৪৪ সালে এবং জার্মানীর কেমনিটজে ১৮৪৫ সালে প্রথম সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়।[১]

ইংল্যান্ড ঃ

সমবায় আন্দোলনের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া যায় তা থেকে এটা স্পষ্টভাবেই ধারনা করা যায় যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জনগণ তাদের নিজস্ব বিশেষ কিছু স্থানীয় অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য স্বত:স্ফূর্তভাবে সমবায় আন্দোলন শুরু করে। যেমন- ইংল্যান্ডের রচডেল নামক একটি শহরের ২৮ জন বেকার ও স্বল্প বেতন ভোগী তাঁতি ও কারিগর প্রথমে সমবয়ের কথা চিন্তা করেছিল। তারা লক্ষ্য করল যে, তারা কেবল শ্রমের

Dhaka University Institutional Repository

কাজ করছে এবং তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কারখানার দোকান থেকে ধারে কিনছে। সেখানে তারা ভাল জিনিসও পেত না এবং দামও বেশি দিতে হত। তাই তারা উপলব্ধি করল সবাই যদি একত্রে কিছু কিছু পয়সা জমিয়ে নিজেরাই কারখানা থেকে সারাসরি জিনিসপত্র নিয়ে আসে তাহলে তাদের অনেক লাভ হবে। এভাবে ১৮৪৪ সালে জনপ্রতি এক পাউন্ড জমা করে তারা মাত্র ২৮ পাউন্ড দিয়ে রবার্ট ওয়েন (Robert Owen) এর নেতৃত্বে ইংল্যান্ডের রচডেলে একটি সমবায় সংগঠন করল এবং এ থেকেই শুরু হল সমবায় আন্দোলন। [২]

জার্মান ঃ

এরপর উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে Raiffeisen এবং Schulze Delitzsch এর নেতৃত্বে জার্মানীতে সুসংগঠিত ব্যবস্থা হিসেবে সমবায়ী ঋণের উদ্ভব হয়। তবে এই দুজনের সংগঠিত সমবায়ী ব্যবস্থার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। রাইফাইসেন ১৮৪৭-৪৮ সালে গ্রামীণ সমবায় ব্যাংক স্থাপন করেন।[৩] অন্যদিকে প্রায় একই সময়ে স্কুলজ ডিলিটজ শহর ব্যাংক স্থাপন করেন।

রাইফাইসেন উদ্ভাবিত গ্রামীণ সমবায় ব্যাংকের সাতটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এগুলো হল: প্রথমত: যৌথদায়, দ্বিতীয়ত: অবৈতনিক কর্মকর্তা, তৃতীয়ত: আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতা, চতুর্থত: অবিভাজ্য সংরক্ষিত তহবিল, পঞ্চমত: ধারকৃত মূলধন থেকে ঋণপরিশোধের ব্যবস্থা, ষষ্ঠত: শেয়ার এবং লভ্যাংশ বিহীন সমিতি, সপ্তমত: সমিতি কর্তৃক কমিউনিটির নৈতিক উন্নয়ন।[৪]

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামাঞ্চলের হতদরিদ্র সাধারণ জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য প্রতিষ্ঠিত রাইফাইসেনের গ্রামীণ ঋণদান সমিতির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল যে, এটি ক্ষুদ্র অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। একটি বৃহৎ গ্রাম অথবা দুইটি অথবা তিনটি ছোট একত্রিত নির্দিষ্ট গ্রামীণ অঞ্চলের মধ্যে বসবাসকারীরা এর সদস্য হতে পারত এবং রাইফাইসেন গ্রামীণ সমিতি অঞ্চলের লোকসংখ্যা নিম্নে ৪০০ জন এবং উর্ধ্বে ২০০০ জনের মধ্যে হতে হত। এই সমিতি ছিল যৌথ দায় বিশিষ্ট। এই দায় সসীম এবং অসীম দুই ধরনেরই হতে পারত। জার্মানিতে গ্রামীণ ঋণদান সমিতির শতকরা ৯২ ভাগ অসীম দায় বিশিষ্ট সমিতি ছিল।[৫]

Schulze Delitzsch শহরের অধিবাসীদের প্রয়োজন অনুযায়ী শহর ব্যাংকের উদ্ভাবন করেন। এই ব্যাংকের কার্যক্রম ব্যাপক অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল এবং বিভিন্ন পেশার মানুষ এই শহর ব্যাংকের সদস্য হতে পারত। বিশেষ করে কারিগর, শ্রমজীবী এবং দোকানদারদের সহজলভ্য ঋণদানের উদ্দেশ্যে স্কুলজ ডিলিটজ স্যাক্সসনি প্রদেশের একটি ছোট শহরে যৌথ অসীম দায় বিশিষ্ট সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। সঞ্চয় এবং মিতব্যয়ের উপর স্কুলজ ডিলিটজ ব্যাংক বেশি গুরুত্বারোপ করে প্রচুর মূলধন সংগ্রহ করে এবং উচ্চহারে লভ্যাংশ প্রদান করে। এই ব্যাংকের শেয়ার মূল্য ছিল নিম্নে ১৫ পাউন্ড এবং উর্ধ্বে ৭৫ পাউন্ড। এটা মূলতঃ শিল্প ব্যাংক হিসেবে পরিচিত ছিল। এর ব্যবস্থাপনা নীতিও বেশ ব্যয়বহুল ছিল। তবে এই ব্যাংকের কার্যক্রম অনেকটা সফল হয়েছিল।[৬] কিন্তু এই ব্যাংককে আদর্শ ব্যাংক বলা যায় না।

ইতালি ঃ

ইতালিতে সমবায় আন্দোলন প্রতিষ্ঠায় যিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তিনি হচ্ছেন Signor Luzzatti। তিনি ইতালিতে সমবায়ী ঋণদান ব্যবস্থা প্রবর্তনের পূর্বে

Dhaka University Institutional Repository

Schulze Delitzsch প্রবর্তিত শহর ব্যাংক সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেন এবং এই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ইতালির প্রয়োজন অনুযায়ী সমবায়ী ঋণদান ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। তিনি অসীম দায়ের পরিবর্তে সসীম দায় এবং দীর্ঘ মেয়াদী দেয় বড় শেয়ারের পরিবর্তে সর্বোচ্চ দশ মাসের মধ্যে পরিশোধযোগ্য ক্ষুদ্র শেয়ার প্রচলন করেন। তবে একজন সদস্য একাধিক শেয়ার গ্রহণ করতে পারত। ঋণ সাধারণতঃ তিন মাসের জন্য স্বল্প মেয়াদে দেয়া হত এবং এই মেয়াদ প্রয়োজনে আরও তিন মাসের জন্য নবায়ন করা যেত। সিগনর লুজ্জাতির এই সমবায়ী ঋণদান ব্যাংক ইতালিতে বেশ সফল হয়েছিল।[৭]

Signor wollemborg ১৮৮৩ সালে ইতালির (Lorreggia) লরিগিয়ার রাইফাইসেন পদ্ধতিতে গ্রামীন ব্যাংক চালু করেন। তবে এই ব্যবস্থার সাথে রাইফাইসেন ব্যবস্থার যথেষ্ট মিল থাকলেও কিছু পার্থক্য বিদ্যমান ছিল। যেমন- (১) এই ব্যাংকের শেয়ার মূলধনের ক্ষেত্রে ইতালিয়ান আইন প্রয়োগ করা যেতনা। (২) কোন সরকারী সাহায্য গ্রহণ করা হত না এবং (৩) দীর্ঘ মেয়াদি ঋণের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু তিন মাস পর তা নবায়ন করতে হত। তবে ঋণ যে উদ্দেশ্যে দেয়া হত সেই উদ্দেশ্যে ব্যয় না করলে তা বাতিল করা হত। ১৮৮৭ সালে এই ব্যাংকের সংখ্যা হয় ২৭ টি, মূলধন হয় ২৬,১১৬ পাউন্ড এবং এই ব্যাংক ২৫,৫৪০ পাউন্ড কৃষি ঋণ বিতারণ করেন। এভাবে wollemborg Raiffeisen - এর 'Casse Rurali' ইতালিতে যথেষ্ট সফল হয়েছিল।[৮]

এছাড়া ফ্রান্স, আয়ারাল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, হল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি দেশ ভাল চাষাবাদ, গবাদিপশুর উন্নয়ন এবং দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যসহ কৃষিপণ্য বিক্রয়ের সুসংগঠিত সংগঠন গড়ে তোলার জন্য প্রধানতঃ সমবায় নীতি বাস্তবায়ন করে।[৯]

Dhaka University Institutional Repository

সমবায় আইন পাশের প্রেক্ষাপট

ভারতীয় উপমহাদেশে সমবায় আন্দোলন সুসংগঠিত হয় সরকারী উদ্যোগে ১৯০৪ সালে।[১০] উপমহাদেশে কৃষিতে যে বহুবিধ সমস্যা ছিল, তার মধ্যে কৃষিঋণ সমস্যাই ছিল প্রধান সমস্যা। তাই বৃটিশ সরকার ভারতীয় উপমহাদেশের গ্রামীণ সাধারণ অসহায় কৃষকের ঋণ সমস্যা সমাধানের জন্য জার্মানীর রাইফাইসেন মডেলে সমবায়ী ঋণদান ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। তবে সুপ্রাচীন কাল থেকেই এ উপমহাদেশে ঋণদান ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। বৈদিকযুগে খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ সাল থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে ঋণ দানের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু কোন শ্রেণীর পেশা হিসাবে অথবা ঋণদান সম্পর্কে বিস্তারিত কোন প্রমান পাওয়া যায় না। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বন্ধুদের নিকট থেকে টাকা ধার অথবা পাশা খেলার জন্য ঋণ নিয়ে তা পরিশোধে ব্যর্থ হয়ে ঋণকারীকে মাঝে মাঝে দাসত্ব গ্রহন করতে হত বলে জানা যায়।[১১] ভারতের প্রাচীন আইন প্রনেতা "মনু" টাকা ধার দিয়ে জীবিকা নির্বাহকারী শ্রেণীর উল্লেখ করেছেন। সমসাময়িক লেখক "কৌটিল্য" তাঁর "অর্থশাস্ত্রে" টাকা ধার, সুদ এবং মুনাফা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। "মনু" এবং "কৌটিল্য" সুদের উচ্চহার লক্ষ্য করে এ ব্যাপারে আইন প্রনয়নের প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন। বুদ্ধিষ্ট যুগে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টিয় চতুর্থ শতাব্দীর বৌদ্ধ ধর্ম শাস্ত্র ত্রিপিটক, মহাভারত, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এবং প্রাথমিক ধর্ম শাস্ত্র থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে ঋণদান সম্পর্কে বিস্তারিত সুনির্দিষ্ট প্রমান পাওয়া যায়। মহাভারত থেকে জানা যায় যে, সে সময় রাষ্ট্র কর্তৃক কৃষকদের দেয় ঋনের সুদের হার ছিল শতকরা বার্ষিক ১২ ভাগ।[১২] কৌটিল্য তার অর্থশাস্ত্রে বর্ণ বৈষম্য ব্যতীত নিরাপদ (জামিন, বন্ধকী প্রভৃতি ঋণ) ঋণের আইন সংগত সর্বোচ্চ সুদের হার শতকরা ১৫ ভাগ এবং ঝুঁকিপূর্ণ (জামিন ব্যতীত) ঋণের সুদের হার শতকরা ৬০ ভাগ নির্ধারনের

Dhaka University Institutional Repository

সুপারিশ করেন। দশম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের লেখনী থেকেও ঋণদান পেশা সম্পর্কে অপর্যাপ্ত তথ্য পাওয়া যায়। ময়মনসিংহ গীতিকা থেকে জানা যায় যে, মহাজন বন্যা এবং দুর্ভিক্ষের সময় কৃষককে অগ্রিম ঋনদান করত। দীন বন্ধুমিত্র তাঁর নীল দর্পন নাটকে অত্যন্ত চমৎকারভাবে ঋণকারী এবং ঋণদানকারীর সম্পর্ককে চিত্রায়িত করেছেন। এভাবে প্রাপ্ততথ্য থেকে দেখা যায় যে, এই সময় এই অঞ্চলে সুদের হার ছিল শতকরা ৩৭$^{১}/_{২}$ ভাগ থেকে ৫০ ভাগ। তবে অতিরিক্ত ব্যয় বা কম শস্য সংগ্রহের কারণে ঋণ পরিশোধে কৃষক ব্যর্থ হলে পরর্বতীতে তাকে বকেয়া সুদসহ আসল পরিশোধ করতে হত।[১৩] শুধু তাই নয়, দরিদ্র কৃষক বাড়তি ঋণের এই বোঝা পরিশোধ করতে না পারলে শেষ পর্যন্ত তা তার সন্তানকে পরিশোধ করতে হত।[১৪]

বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত বিবরণেও অষ্টাদশ শতক থেকে চড়া সুদে বিভিন্ন প্রকারের ঋণদান ব্যবস্থা বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।" রিসালা-ই-জিরাত" শীর্ষক ফার্সী গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, কৃষক জমির খাজনা, অতিরিক্ত কর এবং উৎসবাদিতে ধার্য টাকা পরিশোধ করতে যেয়ে প্রধানত ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়ত।[১৫] সুতরাং দেখা যায় যে, প্রাক-বৃটিশ আমল থেকেই কৃষি পণ্য উৎপাদনের জন্য ঋণদান ব্যবস্থা ভারতের কৃষির একটি সুপরিচিত বৈশিষ্ট্য ছিল। কিন্তু সেই মহাজনি ঋণের সুদের হার যেমন উচ্চ ছিল, ঠিক তেমনিভাবে সম্প্রদায়গতভাবে এই ঋণের সুদের হারের মধ্যেও বেশ বৈষম্য বিরাজমান ছিল। যেমন ঃ[১৬]

ব্রাহ্মন (ধর্ম যাজক) ঃ ২৪% বার্ষিক
ক্ষত্রিয় (যোদ্ধা) ঃ ৩৬% ,,
বৈশ্য (বনিক) ঃ ৪৮% ,,
শুদ্র (কৃষক /শ্রমিক) ঃ ৬০% ,,

Dhaka University Institutional Repository

সময়ের পরিবর্তনে ঋণদান ব্যবস্থায় নতুনত্ব এলেও মৌলিক দিক দিয়ে সমবায়ী ঋণদান ব্যবস্থার পূর্ব পর্যন্ত এ উপমহাদেশের ঋণদান ব্যবস্থার স্বরূপ ছিল একই ধরনের শোষণমূলক। যেমন- ফ্রান্সিস বুচানান হেমিলটনের মূল্যবান লেখণী থেকে উনিশ শতকের প্রথম দশকে দিনাজপুর, পূর্নিয়া এবং বাংলার অন্যান্য জেলার অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। তিনি বলেন যে, এই সময় এই জেলাগুলোয় ঋনের গড় সুদের হার ছিল শতকরা ১২ থেকে ১৮ ভাগ। সাধারনভাবে মহাজণরা মধ্য জুন থেকে মধ্য নভেম্বরে চাষীদের ৩৭$^{১}/_{২}$ শতাংশ সুদ ও ৫ শতাংশ লাভসহ মোট ৪২$^{১}/_{২}$ শতাংশ সুদে ঋণ দিত।[১৭]

বাংলার অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল ভিত্তি ছিল কৃষি এবং কৃষির উপর ভিত্তি করেই শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। কিন্তু কৃষি শিল্পের চেয়ে একটু বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় ঋণদান সংস্থাগুলো কৃষির চেয়ে শিল্পে ঋণদানে বেশি উৎসাহী ছিল। যেমন- প্রথমতঃ কৃষি পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে তেমন কোন সুশৃংখল ব্যবস্থা ছিল না। কৃষির উৎপাদন ব্যবস্থা ছিল বিক্ষিপ্ত ও ব্যক্তি কেন্দ্রিক।[১৮] ফলে কৃষি পণ্য উৎপাদনের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কম ছিল। অনেক সময় কৃষক তার নিজের চাহিদা মিটিয়ে তেমন কোন উদ্বৃত্ত ফসল উৎপাদন করতে পারত না। এর ফলে কৃষি উৎপাদনের জন্য নিয়োজিত মূলধন তারা জীবিকা নির্বাহে ব্যয় করতে বাধ্য হত। তাই কৃষিক্ষেত্রে ঋণদান বেশ ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। অন্যদিকে শিল্পপণ্য অত্যন্ত সুশৃঙ্খলতার সাথে কেন্দ্রীয়ভাবে উৎপাদন করা হত বলে দিন দিন এর উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয়তঃ শিল্পপণ্য উৎপাদনের চেয়ে কৃষিপণ্য উৎপাদনে অনেক বেশি অনিশ্চয়তা বিরাজমান ছিল। কারণ কৃষি পণ্য উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করতে হত। তৃতীয়তঃ কৃষিপণ্য সাধারনত পচনশীল বিধায় তা বেশী দিন সংরক্ষন করা সম্ভব হত না। চতুর্থতঃ শিল্পের চেয়ে কৃষিপণ্য উৎপাদনে অনেক বেশি সময়ের প্রয়োজন হত।

Dhaka University Institutional Repository

মাঝে মাঝে শস্য ঘরে তুলতে কৃষককে প্রায় এক বছর অপেক্ষা করতে হত। স্বল্প সময়ের মধ্যে বিকল্প শস্য তারা উৎপাদন করতে সমর্থ হয়নি। ফলে কৃষক কৃষিক্ষেত্রে তাদের মূলধন শিল্পের মত দক্ষভাবে ব্যবহার করতে পারেনি ।[১৯] মোট কথা কৃষি ব্যবস্থা ছিল অসংগঠিত ও বিশৃংখলাপূর্ণ এবং কৃষিপণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণদান সংস্থা ছিল না ।[২০]

কৃষি ও কৃষকের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা শুধুমাত্র এটাই নয়। এর বাইরেও কৃষককে ঋণদান সংস্থার বিভিন্ন শোষণ ও ব্যবসায়ী কৌশল মোকাবেলা করতে হত। উনবিংশ শতাব্দীতে ব্যবসা-বানিজ্যের ব্যাপক বিস্তার ঘটায় ঋণদান সংস্থাগুলো পণ্য রপ্তানি বাণিজ্যে এবং স্থানীয় শিল্পে ঋণদানে বেশী উৎসাহী হয়। ফলে উনবিংশ শতাব্দীতেও গ্রামীণ কৃষি ব্যবস্থায় ঋণের শূণ্যতা দেখা দেয় এবং তা পূরণ করে উচ্চ সুদের মহাজনি ঋণ। [২১]

সরকারী উৎস থেকে দেখা যায় যে, কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ এর সাথে সাথে কৃষকদের উৎপাদন ও ঋণ গ্রহন ব্যবস্থার উপর প্রভাব পড়ে। কারণ ঋণের সাথে পণ্যের মূল্যের ও একটা সম্পর্ক ছিল। পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেলে ধনী কৃষকরা উপকৃত হলেও গরীব কৃষকরা দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হত। গরীব কৃষকরা বাধ্য হয়ে ব্যাপারী বা ফরিয়াদের নিকট তাদের উঠতি ফসল বিক্রয়ের শর্তে দাদন বা ঋণ গ্রহন করত ।[২২] সোনালী আঁশ পাটের মূল্যের ব্যাপক হ্রাস-বৃদ্ধিও বাংলায় কৃষি ঋণের একটি বড় কারণ ছিল।[২৩] বিশেষ করে পাটের মূল্য হঠাৎ কমে গেলে কৃষকের জীবন যাপনের মান এতটাই কমে যেত যে, সে কৃষির প্রয়োজনে ঋণ গ্রহন করতে বাধ্য হত।এছাড়া খরা, বন্যা, সাইক্লোন, অতিবৃষ্টি, রোগ, গবাদিপশু ক্রয়, বিবাহ ও শেষকৃত্যানুষ্ঠানের ব্যয় প্রভৃতি কারণে কৃষক অর্থনৈতিক সচ্ছলতা অর্জন করতে না

Dhaka University Institutional Repository

পেরে মহাজনের নিকট থেকে ঋণ গ্রহন করতে বাধ্য হত।[২৪] মিঃ উইলিয়াম ক্রুক এর মতে, শতকরা ৫৬ থেকে ৭৮ ভাগ কৃষক ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়েছিল। স্যার থিয়োডোর মরিসন-এর মতে, সমস্ত কৃষকদের মধ্যে গড়ে দুই-তৃতীয়াংশ কৃষক মহাজনদের নিকট থেকে সাধারণত উচ্চহার সুদে টাকা ধার নিয়েছিল।[২৫] যদিও মহাজনি ঋণদান ব্যবস্থা কৃষককে অর্থের যোগান দিয়ে উৎপাদনে সহায়তা করত। কিন্তু এই অর্থের সুদ অত্যন্ত উচ্চাহারে ধার্য করায় কৃষক ঋণ পরিশোধ করতে যেয়ে নিঃশেষ হয়ে যেত। যেমন- জমি জামিন রেখে যে ঋণ দেয়া হত তার বাৎসরিক সুদ ছিল শতকরা ১৮$\frac{৩}{৪}$ থেকে ৩৭$\frac{১}{২}$ ভাগ । আর জামিন ব্যতীত ঋণের সুদের হার ছিল অত্যন্ত বেশী। মাঝে মাঝে এই সুদের হার ছিল শতকরা প্রায় ৩০০ ভাগ।[২৬] বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেও মহাজনি ঋণের সুদের উচ্চহার বিরাজমান ছিল। যেমন-১৯০৬ সালে সিমলায় অনুষ্ঠিত সমস্ত ইন্ডিয়ার রেজিষ্ট্রারদের এক সভায় উল্লেখিত তথ্যে দেখা যায় যে, গ্রামীণ মহাজন কর্তৃক সাধারণ কৃষকদের দেয় ঋণের উপর সুদের হার ছিল ঃ পূর্ব বাংলায় শতকরা ১৮ থেকে ২৪ ভাগ, বাংলায় শতকরা ১৮ থেকে ২৫ ভাগ। মিঃ আসকোলী এর মতে, সর্বোচ্চ সুদের হার ছিল ঢাকা জেলায়, শতকরা ১৫০ ভাগ, যেখানে সকল অঞ্চলে গড় সুদের হার ছিল শতকরা মাত্র ৭৫ ভাগ।[২৭] সুতরাং উনিশ শতক ও বিশ শতকের প্রথমার্ধের এই মহাজনি কৃষি ঋণের উচ্চহার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা যায় যে, এই সময়ে বাণিজ্যিক অর্থনীতির জন্য প্রয়োজনীয় নগদ অর্থের প্রকট সমস্যাই সুদের এই উচ্চ হারের প্রধান কারণ।

মহাজনি ঋণের এরূপ শোষণ থেকে মুক্তির জন্য সরকার মহাজনি ঋণের বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে ১৮৭১ সালের XXVI আইনে বিভিন্ন কৃষিকাজ এবং চাষাবাদ বিস্তৃতির জন্য নিয়মিত তাকাভী ঋণ অগ্রিম প্রদানের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তাকাভী ঋণ ভারত উপমহাদেশের সব চাইতে পুরাতন সংগঠিত পল্লী ঋণের উৎস হওয়া সত্ত্বেও প্রয়োগিক ক্ষেত্রে এই আইন ব্যর্থ

Dhaka University Institutional Repository

হয়। কারণ বাস্তব ক্ষেত্রে এই আইন কার্যকর করার সময় ঋণ দেয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়। যেমন ঃ কৃষকদের ঋণ প্রাদনে বিলম্ব করা হয় এবং দুর্নীতির আশ্রয় নেয়া হয়।[২৮] তাছাড়া আবার এই ঋণ পরিশোধ করতে হত অতি দ্রুত এবং কিস্তি ছিল ঘন ঘন। এর ফলে কৃষকরা এই ঋণ গ্রহণের জন্য আবেদন করতে তেমন উৎসাহী ছিল না। তাই ১৮৭৮-৮০ সালের *Indian Famine Commission* পরামর্শ দিয়েছিল যে, তাকাভী ঋণ পাশের কার্য প্রনালী সহজবোধ্য করতে হবে, কিস্তি পরিশোধের সময় দীর্ঘ করতে হবে, প্রথম কিস্তি বিলম্বে দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে এবং সুদের হার কমাতে হবে। অর্থাৎ তাকাভী ঋণ অগ্রিম প্রদানের পদ্ধতি আরো সহজ, উদার এবং নমনীয় হতে হবে। ফেমিন কমিশনের সুপারিশের প্রেক্ষিতে ১৮৮৩ সালে ভূমি উন্নয়ন আইন XIX এবং ১৮৮৪ সালে কৃষক ঋণ আইন XII পাশ করা হয়।[২৯] ১৮৮৩ সনের ভূমি উন্নয়ন আইন অনুযায়ী স্থাবর সম্পত্তি জামানত শর্তে দীর্ঘ মেয়াদী ভূমি উন্নয়ন ঋণ দেয়া হত এবং ১৮৮৪ সনের কৃষক ঋণ আইন অনুযায়ী স্বল্প মেয়াদী ঋণ কৃষকদের দেয়া হত। এই ঋণ সাধারণত বন্যা, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির সময় হালের গরু, বীজ ও কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় করার জন্য দেয়া হত।[৩০]

কিন্তু ১৮৮৩ এবং ১৮৮৪ সালের আইন দুটি ১৮৭১ সালের XXVI আইনের চেয়ে ভাল হওয়া স্বত্বেও প্রয়োগিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়ায় শোষণমূলক ঋণদান ব্যবস্থা এবং স্থায়ী ভূমি হস্তান্তর অব্যাহত থাকে ।[৩১] *Indian Irrigation Commission-* এর মতে, ১৮৮৩ এবং ১৮৮৪ সালের আইনের ফলাফল সন্তোষজনক হয়নি।[৩২] এরূপ পরিস্থিতিতে কিরূপ প্রতিষ্ঠান গড়ে পল্লী ঋণ সমস্যার যথার্থ সমাধান করা সম্ভব তা নিয়ে সরকারি , বেসরকারি পর্যায়ে গবেষণা চলতে থাকে ।

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে গ্রামীণ ঋণদান সমস্যার গুরুত্ব উপলব্দী করে পাক-ভারত উপমহাদেশের ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস এর খ্যাতনামা সদস্য মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা স্যার ফ্রেডারিক নিকলসন ১৮৯০ সালের প্রথম দিকে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্যতা যাচাই করার জন্য এক অনুসন্ধান পরিচালনা করেন।[৩৩] বিভিন্ন তথ্য প্রমাণ যাচাই করে ১৮৯৫ সালে তিনি তার পর্যালোচনা মূলক বিবরণে গ্রামীণ ঋণ ও দারিদ্র সমস্যা সমাধানের জন্য জার্মানীর রাইফাইসেন মডেলের কৃষি ব্যাংক বা সমবায় ঋণদান সমিতি প্রতিষ্ঠার সুপরামর্শ দেন।[৩৪] এ সময় পাঞ্জাব এবং সংযুক্ত প্রদেশে সাধারন কোম্পানী আইন অনুযায়ী কিছু সমিতি নিবন্ধন করা হয়েছিল।[৩৫]

এরপর ডুপারনেক্স তাঁর পিপলস ব্যাংক (১৯০০) সম্পর্কিত রিপোর্টেও উত্তর পশ্চিম প্রদেশে অনুরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সুপারিশ করেন। তবে তিনি প্রথমে শহর ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পক্ষে মত দেন এবং পরে গ্রামে এই ব্যাংকের শাখা চালুর প্রস্তাব করেন। ডুপারনেক্সের প্রস্তাবের উপর মন্তব্য করতে যেয়ে নিকলসন শহর ব্যাংকের কিছু সুবিধার সাথে একমত পোষণ করেন সত্যি, কিন্তু তিনি শহর ব্যাংকের মাধ্যমে গ্রামীণ সমবায় ঋণদান ব্যবস্থা যথার্থভাবে বাস্তবায়নের বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে সরাসরি গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পক্ষে মত দেন।

নিকলসন এবং ডুপারনেক্স এর অভিজ্ঞতা গ্রহণ করে কিভাবে সমগ্র ভারতবর্ষে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা যায় তার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯০০ সালের ১৯ ডিসেম্বর স্যার এডওয়ার্ড-ল- এর সভাপতিত্বে নিকলসন, ডুপারনেক্স এবং বোস কলকাতায় একটি "অনানুষ্ঠানিক কমিটি" তে মিলিত হন এবং তারা পারস্পরিক ঋণদান সংস্থার ক্ষেত্রে

Dhaka University Institutional Repository

রাইফাইসেন মডেলের গ্রামীণ ঋণ দান ব্যবস্থার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন। তাদের এই মতামত বিবেচনা করার জন্য সিমলা কমিটিতে উপস্থাপন করা হয়।[৩৬]

১৯০১ সালের ১ জুন থেকে ১০ জুলাই পর্যন্ত স্যার এডওয়ার্ড ল এর সভাপতিত্বে মিঃ ফুলার, মিঃ নিকলসন, মিঃ ডুপারনেক্স, মিঃ মুরে এবং মিঃ আর বুথনট ৪০ দিনে ১৬ বার সিমলা কমিটিতে মিলিত হন এবং তারা গভীর চিন্তা ভাবনা করে মত দেন যে, ব্যাংক এর পরিবর্তে নাম হবে "সমবায় ঋণ দান সমিতি", তা না হলে এই সমিতির উদ্দেশ্য ভুলুণ্ঠিত হবে। কমিটির মতে, এই সংগঠনের চলতি মূলধন অবশ্যই সংগৃহীত হবে সদস্যদের চাঁদা, সদস্যদের জমাকৃত অর্থ এবং বাইরের ঋণের মাধ্যমে। এছাড়া সরকার সমিতিকে ঋণ প্রদান করবে যা সুদসহ ফেরৎযোগ্য। রাজস্ব থেকে সমিতিকে অব্যাহতি দিয়ে উৎসাহিত করতে হবে, তহবিলের বিষয়ে ব্যক্তিগত দায় থেকে সদস্যদের অব্যাহতি দিতে হবে, কার্যপ্রনালীর সারমর্মের মাধ্যমে সমিতির মেয়াদ পূর্তি আদায় ব্যক্ত করতে হবে। সমিতির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সমতির সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত ৩ জন সদস্যের উপর থাকবে।[৩৭]

১৯০১ সালের *Indian Famine Commission*ও রাইফাইসেন মডেলের কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য জোরালো সুপারিশ করে। কমিশন আশা করে কৃষি ঋণ সমস্যা দূর করার জন্য এমন একটি ঋণদান সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে, যে সংস্থা কৃষি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ঋণদান করে উপযুক্ত উন্নয়ন সাধন করবে এবং জনপ্রিয় ঋণদান সংস্থায় সুসংগঠিত হবে।[৩৮] তাই ঐতিহাসিকভাবে বলা যায় যে, ১৯০১ সালের ফেমিন কমিশনের সুপারিশেই ভারতবর্ষে সমবায় আন্দোলনের উদ্ভব হয়েছিল।[৩৯]

Dhaka University Institutional Repository

কৃষি ঋণ সমস্যা দূর করার জন্য প্রাদেশিক সরকাররা যে মতামত দেন, তার মধ্যেও অধিকাংশ প্রাদেশিক সরকার শহর এবং গ্রামীণ উভয় সমিতি প্রতিষ্ঠার পক্ষে মত ও উৎসাহ দেন।[৪০]

এ সুপারিশের প্রেক্ষিতে ভারত সরকার লর্ড ম্যাকডোনাল্ডকে চেয়ারম্যান করে উপমহাদেশে সমবায় ঋণদান সমিতি প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে একটি পরীক্ষামূলক কমিটি নিয়োগ দেন। এ কমিটিও জার্মানীর রাইফাইসেন মডেলের সমবায় আন্দোলন সংগঠনের পরামর্শ দেন। তাই ১৯০১ সালে বেঙ্গল সরকার P.C. Lyon'কে বিশেষ কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেন এবং কৃষিক্ষেত্রে অর্থায়নের জন্য কিছু ব্যাংক পরীক্ষামূলকভাবে শুরুর নির্দেশ দেন।[৪১] এসময় বাংলায় রাইফাইসেন মডেলের বেশ কয়েকটি সমবায় ব্যাংক বা সমিতি গড়ে ওঠে।

মিঃ ইবেটসন ভারতে সমবায় ঋণদান সমতির সাফল্যের ব্যাপারে আশাবাদী ছিলেন না। তার মতে, সমবায় ঋণদান সমিতি বাস্তবায়ন করার মত অভিজ্ঞতা ভারতের নেই। যে অভিজ্ঞতা নিয়ে এটা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে সেটা অন্ধকারে হাতরে বেড়ানোর সামিল। লর্ড কার্জন ও প্রায় একই রকম মতামত ব্যক্ত করেন। তবে তিনি বর্তমান অবস্থায় অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য অপেক্ষা না করে, এটা দ্রুত ও সহজ শর্তে বাস্তবায়নই উত্তম বলে মত প্রকাশ করেন।[৪২]

সমবায় সমিতি বাস্তবায়ন কমিটি বিভিন্ন তথ্য প্রমাণ ও মতামত যাচাই করে সিদ্ধান্ত নেয় যে, শহর এবং গ্রামীণ উভয় সমিতি শুরু হবে এবং প্রদেশে সমিতির কার্যক্রম দেখা ও নতুন সমিতির প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করার জন্য প্রত্যেক প্রদেশে একজন রেজিষ্ট্রার নিয়োগ করা

Dhaka University Institutional Repository

হবে। সরকার প্রাথমিকভাবে সুদ বিহীন পরিমানমত অগ্রিম সাহায্য প্রদান করবে এবং ৩ বছর পর এর উপর নামমাত্র সুদ গ্রহণ করবে। সমিতি কৃষকের প্রয়োজনে ঋণ প্রদান করবে। শুরুতে সমিতি আয়কর, রাজস্ব এবং নিবন্ধন ফি থেকে অব্যাহতি পাবে। অর্থ সংক্রান্ত কাজকর্ম অবশ্যই অফিসিয়াল নিরীক্ষার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হবে।[৪৩] এছাড়া সমিতি পরিচালনার জন্য একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকবে , যাতে একজন প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারী স্বেচ্ছায় ক্লারিকাল দায়িত্ব পালন করবেন।

সমবায়ের এই নিয়মকানুন রাষ্ট্রের সচিব কর্তৃক গৃহীত হয় এবং এ বিষয়ে একটি বিল তৈরী করে উপস্থাপণ করা হয় এবং এই বিল আন্তরিকভাবে গ্রহণ করা হয় ও পরে সার্বসম্মতভাবে ১৯০৪ সালে সমবায় আইন X পাশ হয়।[৪৪]

সুতরাং দেখা যায় যে, ভারতীয় উপমহাদেশের দরিদ্র কৃষকদের কৃষি ঋণ সমস্যা থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য বৃটিশ সরকার ইতিবাচক ঋণদান সংগঠনের প্রযোজনীয়তা উপলব্দি করে এ উপমহাদেশে বিভিন্ন সময়ে এ বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য বিভিন্ন কমিটি নিয়োগ করেন এবং এ কমিটিগুলোর সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯০৪ সালে তদানীন্তন বৃটিশ ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড কার্জনের সময়ে সমবায় ঋণদান সমিতি আইন X পাশ করে ভারতীয় উপমহাদেশে সমবায় আন্দোলনের শুভ সূচনা করেন।

তবে ১৯০৪ সালের সমবায় আইন পাশের পর ভারতীয় উপমহাদেশে সরকারিভাবে সমবায় আন্দোলনের শুরু হলেও এর পূর্বেই ১৮৮২ সালে পুনার ম্যাজিষ্ট্রেট স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ন এবং জাস্টিস এম. জি. রনদ কৃষি ও ভূমির উন্নয়নের জন্য কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার যে সুপারিশ করেছিলেন তা সরকার গ্রহণ না করলেও ১৮৯৪ সাল থেকেই তারা মহিশুর এবং উত্তর প্রদেশে ব্যাংকের কার্যক্রম শুরু করেছিলেন এবং ১৯০২ সালে এর সংখ্যা হয়

Dhaka University Institutional Repository

২০৩ টি।[৪৫] এরও পূর্বে ১৮৫০ সালে ভারতবর্ষে নিস্পেষণকারী মহাজনদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কিছু সংখ্যক কর্মচারী মিলে " NIDHIS" নামে সমিতি গড়ে তোলে এবং ১৯০১ সালে এই সমিতির সংখ্যা হয় ২০০টি এবং সদস্য সংখ্যা হয় ৩৬,০০০টি ও চলতি মূলধন হয় দুই কোটি রুপি। এই " NIDHIS" সমিতির বেশির ভাগই ছিল উত্তর প্রদেশ এবং বাংলায়।[৪৬] এছাড়াও বাংলায় সমবায় আইন পাশের পূর্বে বেশ কিছু সমবায় সমিতি গড়ে উঠেছিল। কিন্তু ১৯০৪ সালের পূর্বে বাংলায় সমবায় সমিতি গড়ে উঠলেও সমবায় আইন পাশের পরই বাংলায় সমবায় আন্দোলন সুবিস্তৃত হতে থাকে ।

১৯০৪ সালের ২৫শে মার্চ প্রনীত এই সমবায় আইনের মূল বিষয়গুলি ছিল ঃ[৪৭]

প্রথমত: সদস্যদের মিতব্যয় এবং আত্মনির্ভরতায় উৎসাহিত করার জন্য একই গ্রাম অথবা শহর অথবা একই শ্রেণী অথবা সম্প্রদায়ের পাশাপাশি বসবাসকারী ১৮ বছর বয়সী যে কোন দশজন লোক একত্রিত হয়ে সমবায় সমিতি নিবন্ধন করতে পারত। দ্বিতীয়ত ঃ সমবায় সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সদস্যদের জমা, অ-সদস্য ও সরকার থেকে প্রাপ্ত ঋণ এর মাধ্যমে তহবিল বৃদ্ধি করা এবং অর্জিত অর্থ ঋণ হিসেবে সদস্যদের মধ্যে বন্টন করা অথবা রেজিষ্ট্রারের বিশেষ অনুমতি নিয়ে অন্যান্য সমবায় ঋণদান সমিতিকে ঋণদেয়া। তৃতীয়ত: প্রতিটি প্রদেশে সংগঠন এবং সমবায় ঋণদান সমিতি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব ছিল বিশেষ সরকারী কর্মকর্তার উপর, যিনি সমবায় ঋণদান সমিতির রেজিষ্ট্রার হিসেবে পরিচিত ছিলেন। চতুর্থত: রেজিষ্ট্রার অথবা তার অধীনস্থ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাধ্যমে বিনা ব্যয়ে সমিতির নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হত । পঞ্চমত ঃ গ্রামীন সমিতির সদস্যদের পাঁচভাগের চার ভাগ কৃষক এবং শহর সমিতির পাঁচভাগের চারভাগ অকৃষক হতে হত। ষষ্ঠত: গ্রামীন সমিতির সদস্যদের দায় ছিল অসীম এবং শহর সমিতির সদস্যদের দায় সসীম এবং অসীম ছিল। সপ্তমত: গ্রামীন সমিতির লাভ থেকে কোন লভ্যাংশ পরিশোধ করা হত না। কিন্তু বছর শেষে লভ্যাংশ

Dhaka University Institutional Repository

সংরক্ষিত তহবিলে জমা করতে হত। অষ্টমত: বছরে এক চতুর্থাংশ লাভ সংরক্ষিত তহবিলে জমা না হওয়া পর্যন্ত শহর সমিতির কোন লভ্যাংশ পরিশোধ করা যেত না। নবমত: সমিতির যে কোন সদস্যের শেয়ার মূলধনের সুদ সীমিত ছিল। দশমত: এই আইন অনুযায়ী গঠিত সমিতিকে ষ্ট্যাম্প ফি, নিবন্ধন ফি এবং আয়কর থেকে অব্যহতি দেয়া হয়েছিল। এছাড়া ১৯০৪ সালের সমবায় আইন ছিল সহজ, স্থিতিস্থাপক এবং গণতান্ত্রিক। তাই সমবায় আইন পাশের পর পরই সমবায় সমিতি সংগঠিত হতে থাকে এবং বছরের পর বছর এর সংখ্যা বাড়তে থাকে।

কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই এই আইনের কিছু দোষত্রুটি এবং সীমাবদ্ধতা দেখা দেয়। যেমন-[৪৮] প্রথমত : এই আইনে কৃষিঋণদান সমিতি গঠনের উপর বেশী জোর দেয়া হয় এবং এতে সসীম দায় বিশিষ্ট কৃষিঋণদান সমিতি ও ননক্রেডিট সমবায় সমিতি গঠন করার ব্যবস্থা ছিল না । এর ফলে আইন একটি মাত্র বিশেষ ক্ষেত্রে অর্থাৎ ঋণদান কার্যক্রমের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত: ১৯০৪ সালের আইনে প্রাথমিক ঋণদান সমিতি নিয়ন্ত্রন ও সুশৃংখলভাবে পরিচালনার জন্য কোন কেন্দ্রীয় সংস্থা ব্যাংক বা ইউনিয়ন গঠনের ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু এরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে ১৯০৯ সালে তৎকালীন বাংলার মেদেনীপুর প্রদেশের খেলারে ভারতের সর্ব প্রথম কেন্দ্রীয় ব্যাংক ইউনিয়ন স্থাপিত হয় । এর পর বর্তমান বাংলাদেশের খুলনা ও ঢাকায় কেন্দ্রিয় ব্যাংক ইউনিয়ন স্থাপিত হয় । এই তিনটি ব্যাংকই প্রায় কোন সুসংগঠিত আইন কাঠামো দ্বারা স্থাপিত হয়নি ।[৪৯]

এমনি ধরণের আরও আইনগত শূন্যতা পূরণের জন্য ১৯০৪ সালে পাশকৃত সমবায় আইনের বিভিন্ন ত্রুটি পরিমার্জন করে ১৯১২ সালে সমবায় আইন II পাশ করা হয়। উক্ত আইনে ক্রেডিট ও ননক্রেডিট সমবায় সমিতি গঠন এবং সসীম ও অসীম দায় বিশিষ্ট সকল প্রকার সমিতি গঠনের বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাছাড়া এতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শীর্ষ

Dhaka University Institutional Repository

সমিতি বা ব্যাংক গঠন করার বিধানও সন্নিবেশিত করা হয়।[৫০] এতে বলা হয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক গ্রামীণ ব্যাংকগুলোকে শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় অর্থেরই নিশ্চয়তা দেবে না, সাথে সাথে এটা সমবায় সমিতির কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন এর ব্যবস্থা করবে।[৫১] শুধু তাই নয়, এই আইনে সদস্য গ্রহণ, সমিতির কার্য পরিচালনা, সাধারণ সভার কার্যক্রম প্রভৃতি প্রদেশের নিজস্ব আইন অনুযায়ী পরিচালিত হবে বলে বলা হয়। সমবায় আইন অনুযায়ী নিবন্ধিত নয় এমন সমিতিকে সমবায় হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। এই আইনে আরও বলা হয় যে, রেজিষ্ট্রারের মঞ্জুরী পেতে হলে বার্ষিক নীট লাভের একচতুর্থাংশ সংরক্ষিত তহবিলে জমা এবং শতকরা দশভাগ দাতব্য উদ্দেশ্যে ব্যয় করতে হবে, সমবায় সমিতির শেয়ার এবং মুনাফা একত্রিত করা যাবে না এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মেয়াদপূর্ন ঋণ আদায়ের জন্য শক্তি প্রয়োগের উপর জোর দেয়া হয়।[৫২]

ফলে দেশের সর্বত্র কৃষি ও অকৃষিক্ষেত্রে সসীম ও অসীম দায় বিশিষ্ট বিভিন্ন প্রকার সমবায় সমিতি গড়ে উঠতে শুরু করে। এভাবে ১৯১২ সালের সমবায়ী আইন পাশের মাধ্যমে সমবায় আন্দোলন অগ্রগতির দ্বিতীয় ধাপে প্রবেশ করে এবং এর দ্রুত বিস্তৃতি হতে থাকে ।[৫৩] কিন্তু এই আইনে সমবায়ের সদস্য হওয়ার ব্যাপারে যে সীমাবদ্ধতা ছিল তা দুর করার জন্য ১৯১৪ সালের এক সিদ্ধান্তে ঠিক হয় সমাজের বা গ্রামের উপজাতি এবং বিভিন্ন পেশার লোক যে কোন সমবায়ে যোগদান করতে পারবে।

এরপর সমবায়ের সুবিস্তৃতির ক্ষেত্রে যে সমস্যাটি অত্যন্ত প্রকট হয়ে দেখা দেয় তা হল ১৯১৪-১৮ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এই যুদ্ধের ফলে ব্যবসা-বানিজ্যের ক্ষেত্রে মন্দাভাব নেমে আসে এবং অনেক সমবায় সমিতি দেউলিয়া হয়ে পড়ে। সমবায় সমিতির এ দুরাবস্থা

Dhaka University Institutional Repository

পর্যবেক্ষন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সুপারিশ পেশ করার জন্য তদানীন্তন ভারত সরকার ম্যাক্লাগান কমিটি গঠন করে। ১৯১৫ সালে স্যার ম্যাক্লাগান কমিটি প্রতিবেদন দাখিল করে, যে প্রতিবেদনকে নানা করণে ভারতীয় সমবায়ের বাইবেল বলে গন্য করা হয়। কমিটি গুনগত দিক দিয়ে দুর্বল ও সত্যিকারের সমবায়ের বৈশিষ্ট্য বিহীন অসংখ্য সমবায়ের অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করে কতিপয় সুপারিশ পেশ করে। ম্যাক্লাগান কমিটির রির্পোট প্রকাশের মধ্য দিয়ে সমবায় আন্দোলন উন্নয়েনের তৃতীয় ধাপে প্রবেশ করে।[৫৪] সুপারিশ সমূহের মধ্যে কেবল নিখুঁত সমবায়ী লোকদের নিয়ে সমবায় গঠন, সমবায় ঋণের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করণ, সমবায়ীদের উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক সমূহকে সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রন করার জন্য প্রাদেশিক পর্যায়ে সমবায় ব্যাংক স্থাপন, সুব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য কেবল একটি গ্রাম নিয়ে একটি সমিতি গঠন, সঞ্চয় বৃদ্ধির প্রতি দৃষ্টি রাখা, ঋণ আদায়ের সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ ইত্যাদি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ম্যাক্লাগান কমিটির সুপরিশমালা যথাসময়ে প্রাদেশিক সরকার সমূহ আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করে নেয়।[৫৫] এ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সরকার ভারতের সংবিধানকে পরিবর্তন করে সাংবিধানিকভাবে ১৯১৯ সালে সমবায় সমিতিকে প্রাদেশিক সরকারের নিয়ন্ত্রনে নিয়ে আসে। ফলে সমবায় সমিতির অগ্রযাত্রায় এক নতুন প্রাণের সঞ্চার হয় এবং সমবায় আন্দোলন অগ্রগতির চতুর্থ ধাপে প্রবেশ করে।[৫৬] এ পর্যায়ে বাংলায় সমবায় আন্দোলন কিছুটা দ্রুতগতিতে বিস্তৃত হতে থাকে। যেমন- ১৯২০-২১ সালে সমবায় সমিতির সংখ্যা যেখানে ছিল ৩৮,৩৩৭ টি, সেখানে ১৯২৫-২৬ সালে এই সংখ্যা বেড়ে হয় ৬৬,০০০ টি।[৫৭] কেন্দ্র থেকে প্রদেশের সরকারের হাতে সমবায় সম্পর্কিত ক্ষমতা দেয়ার কারণ হল জনগণের ভাল জীবন যাপন, সুষ্ঠুভাবে ব্যবসা পরিচালনা করা এবং ভাল উৎপাদন করা। ইহা ছিল Sir Horace Plunkett এর বিখ্যাত Formula: "Better farming, Better business and Better living."[৫৮]

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু ১৯২৯-৩০ সাল থেকে অর্থনৈতিক মহামন্দা ও বিশ্ব অর্থনীতির সংকটাবস্থা এ উপমহাদেশে সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে অর্জিত সাফল্যকে অনেকটা ম্লান করে দেয় এবং চলতি অর্থসংকটসহ নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি করে। বিশেষ করে ঋণ আদায় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ঋণের অবস্থা উন্নয়নকল্পে বেঙ্গল প্রাদেশিক সরকার ১৯৩৪ সালে জমি বন্ধকী ব্যাংক স্থাপন করে মেয়াদী ঋণের বন্দোবস্ত করে। ঠিক এই সময়ে ১৯৩৫ সনে ঋণগ্রস্থ পল্লীবাসীকে স্বস্তি দেয়ার জন্য বেঙ্গল কৃষিঋণ খাতক আইন ও ১৯৩৯ সালে বেঙ্গল মহাজনি আইন পাশ করা হয়। এই উভয় আইনই অনাদায়ী কৃষিঋণে জর্জরিত অসংখ্য সমবায় সমিতিকে ক্ষতিগ্রস্থ করে।[৫৯] ফলে তদানীন্তন সরকার সমবায়ের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি সংস্কার কমিটি গঠন করে। ১৯৩৯ সালে এ কমিটি তাদের সুপারিশ সরকারের নিকট পেশ করে। সংস্কার কমিটির এ সুপারিশের প্রেক্ষিতে ১৯৪০ সালে বেঙ্গল আইন সভায় এবং আইন পরিষদে দীর্ঘ বিতর্কের পর উপরোক্ত আইনের ব্যাপক সংশোধন ও পরিবর্তন সাধন করে বঙ্গীয় আইন পরিষদ "The Bengal Co-Operative Societies Act – 1940" পাশ করে। এই আইনে সকল প্রকার সমবায় সমিতির যথার্থভাবে উন্নয়নের সুযোগ দেয়া হয় এবং আইনের অপব্যবহার রোধ করা হয়। নতুন এই সমবায় আইনের প্রধান ধারাগুলি হল- প্রথমতঃ সংবিধিবদ্ধ এই আইন ইচ্ছাকৃতভাবে উপেক্ষা অথবা অস্বীকার করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। দ্বিতীয়তঃ সমবায় সমিতির রেজিষ্ট্রারকে সমবায় ব্যবস্থাপনা কমিটির অব্যবস্থাপনার উপর কর্তৃত্বের ক্ষমতা দেয়া হয় এবং সদস্যদের উপেক্ষা অথবা প্রতারণার কারণে লোকসানের উদ্ভব হলে রেজিষ্ট্রারকে অতিরিক্ত করারোপের ক্ষমতা দেয়া হয়। তৃতীয়ত ঃ এই আইনের বিশেষ কিছু ধারায় সমিতিকে একজন সদস্যের সম্পদ এবং দায়ের সঠিক তথ্য লাভের ক্ষমতা দেয়া হয় এবং যে উদ্দেশ্যে ঋণ অনুমোদন দেয়া হত সে অনুযায়ী ইচ্ছাকৃতভাবে ঋণ ব্যবহার না করলে শর্ত ভংগকারীর বিরুদ্ধে তাৎক্ষনিকভাবে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেত। চতুর্থত ঃ এই আইনে নিরীক্ষা কার্যক্রমের গতিকে উন্নত করা হয় এবং নিরীক্ষা ও পরিদর্শনে প্রকাশিত দোষক্রটি সংশোধন নিশ্চিত করা হয়।[৬০] কিন্তু ১৯৪০

Dhaka University Institutional Repository

সালে বঙ্গীয় সমবায় আইন জারী হওয়ার পর সকল প্রকার সমবায় সমিতি উক্ত আইন দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হলেও উক্ত আইন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বলে এর দ্বারা সব সময় সকল প্রকার সমিতি পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রন করা কঠিন হয়ে পড়ায় উক্ত আইনের বিশেষ বিশেষ ধারার কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ফলে ১৯৪২ সালে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক *"The Bengal Co-operative Societies Rules – 1942"* প্রনয়ণ করা হয়। উক্ত রুলস বা বিধিমালায় সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় তথা সমবায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে আংশিকভাবে সংশোধিত হয়। তবে সংশোধিত বিধিসমূহ সরকারী গেজেটে প্রকাশের পরই তা কার্যকর হয়। ১৯৪২ সালে রচিত সমবায় বিধিমালা ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পরও পূর্ব পাকিস্তান এবং পরে বাংলাদেশে ১৯শে জানুয়ারী ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত কার্যকর ছিল।[৬১]

এভাবে বাংলা তথা ভারতীয় উপমহাদেশে সংগঠিত সমবায় আন্দোলনের প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, এ উপমহাদেশে দীর্ঘদিন ধরে প্রধানত কৃষিক্ষেত্রে যে মহাজনি শোষণমূলক ঋণদান ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তা থেকে দরিদ্র কৃষকদের মুক্তি দিয়ে ইতিবাচক ঋণদান ব্যবস্থা শুরু করার জন্য ১৯০৪ সালে বৃটিশ সরকার সমবায় আইন X পাশ করে এ উপমহাদেশের কৃষকদের ঋণদান সমস্যার সমাধান করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের শুভ সূচনা করেন। এখানে আরও একটি বিষয় বিশেষভবে উল্লেখ্য যে, সমবায় আন্দোলন জনগণের আন্দোলন হলেও ভারতীয় উপমহাদেশে মূলত: সরকারী উদ্যোগেই সমবায় আন্দোলন সুসংগঠিত ও সুবিস্তৃত হতে থাকে। Sir Horace plunkett যথার্থই বলেন, "Co-operative movement in India is not a movement, it is an official policy".[৬২]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

1. International Labour Office, *Co-operation, A Workers' Education Manual* (Geneva, 1956), pp. 1-8.
2. Panchanandas Mukherji, *The Co-operative Movement in India* (Calcutta and Simla, 1923), pp. 237-38. ডঃ আখতার হামিদ খানের বক্তৃতা সংকলন, *পল্লীউন্নয়ন ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা* (কুমিল্লা, ১৯৭৭), পৃষ্ঠা ৩৮-৩৯।
3. Panchanandas Mukherji, *op. cit.*, p. 12.
4. *Report on the Working of the Co-operative Credit Societies in Bengal for the Year 1907-1908* (Calcutta, 1908), p.9.
5. Panchanandas Mukherji, *op. cit.*, pp.14-16.
6. *Ibid*, pp. 24-27.
7. *Ibid*, pp. 28-29.
8. *Ibid*, p. 30.
9. *Ibid*, p. 10.
10. *Report on the Indian Central Banking Enquiry Committee, 1931* (Calcutta, 1931), Vol.1 (Majority Report), p.111.
11. *Report of the Bengal Provincial Banking Enquiry Committee 1929-30* (Calcutta, 1930), Vol.1, p.177.

Dhaka University Institutional Repository

12. *Ibid*, p. 178.

13. *Ibid*, pp. 179-81.

14. *Report of the Indian Famine Commission, 1901(Calcutta, 1908)*, p. 94.

15. Dr. Ratan Lal Chakraborty, *Rural Indebtedness in Bengal-1928-1947* (Calcutta, 1997), p. 11.

16. V.V. Borkar and R.M. Ambewadikar, *Co-operative Movement and The Weaker Section* (Delhi, 1989), p. 40.

17. *Bengal Provincial Banking Enquiry Committee 1929-30, op. cit.*, p. 182.

18. *Indian Central Banking Enquiry Committee,1931, op. cit.*, p. 45.

19. M.Mufakharul Islam, *Bengal Agriculture 1920-1946: A Quantitative Study*(Cambridge University press, 1978), pp.157-158.

20. *Central Banking Enquiry Committee,1931, op. cit.*, p. 46.

21. Mufakharul Islam, *op. cit.*, p. 158.

22. Ratan Lal Chakraborty, *op. cit.*, p. 14.

Dhaka University Institutional Repository

23. *Report of the Royal Commission on Agriculture in India* (Bombay, 1927), Vol.IV (Evidence taken in Bengal), p.129.

24. Bangladesh National Archives, *Government of Bengal, B-proceedings, Co-operative Department*, Bundle No-01, 30th June, 1929.

25. Panchanandas Mukherji, *op. cit.*, p. 33.

26. Mufakharul Islam, *op. cit.*, p. 158.

27. Panchanandas Mukherji, *op. cit.*, pp. 33-34.

28. Borkar and Ambewadikar, *op. cit.*, p. 35.

29. *Report of the Indian Famine Commission, 1901, op. cit.*, pp. 99-101.

30. ডঃ আজিজুর রহমান খান, *পল্লী অর্থব্যবস্থা ও ব্যাংকিং* (ঢাকা, ১৯৮৯), পৃঃ ৭৫-৭৬।

31. Mufakharul Islam, *op. cit.*, p. 161.

32. *Report of the Indian Irrigation Commission, 1901-1903* (Calcutta, 1903), Part- II, pp. 178-79.

33. V.C. Bhutani, *The Apotheosis of Imperialism* (New Delhi, 1976), p. 100.

Dhaka University Institutional Repository

34. Maniruddin Ahmed: *Co-operatives in Bangladesh: An Overview* (Dhaka, 1989), p. 09.
35. *Royal Commission on Agriculture in India, op. cit.,* p. 51.
36. Bhutani, *op. cit.*, pp. 101-103.
37. *Ibid,* p. 103.
38. *Report of the Indian Famine Commission, 1901, op. cit.,* pp. 94-95.
39. *Royal Commission on Agriculture in India, op. cit.,* p. 51.
40. Bhutani, *op. cit.*, p. 106.
41. Ratan Lal Chakraborty, *op. cit.,* p. 68.
42. Bhutani, *op. cit.*, pp. 107-108.
43. *Ibid.*
44. *Ibid.*
45. Borkar and Ambewadikar, *op. cit.,* pp. 35-36.
46. *Ibid,* p. 36.
47. Eleanor M. Hough, *The Co-operative Movement In India* (London, 1960), pp. 48-49.
48. *Ibid,* p. 49.
49. আজিজুর রহমান খান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

50. *Royal Commission on Agriculture in India*, *op. cit.*, p. 51.
51. J.P.Niyogi, *The Co-operative Movement in Bengal* (London, 1940), p.03.
52. Hough, *op. cit.*, pp. 49-50.
53. *Central Banking Enquiry Committee,1931, op. cit.*, p. 112.
54. *Ibid.*
55. আজিজুর রহমান খান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৮৫।
56. *Central Banking Enquiry Committee, 1931, op. cit.*, p. 112.
57. অধ্যাপক মফিজুর রহমান, *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন* (ঢাকা, ১৯৭৩), পৃষ্ঠা ১২৯।
58. Borkar and Ambewadikar, *op. cit.*, p. 38.
59. আজিজুর রহমান খান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৮৬।
60. Ratan Lal Chakraborty, *op. cit.*, pp. 106-107.
61. এম,এম, আলী, *সমবায় সমিতি সমূহ অধ্যাদেশ ১৯৮৪* (ঢাকা, ১৯৯৫), পৃষ্ঠা ০৯।
62. Borkar and Ambewadikar, *op. cit.*, p. 39.

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলায় সমবায় আন্দোলনের প্রসার

সমবায় আইন পাশের পূর্বেই বাংলায় সমবায় আন্দোলন শুরু হয়। কিন্তু সে আন্দোলন তেমন সংগঠিত ছিল না। তাই সরকারী উদ্যোগে ১৯০৪ সালে সমবায় আইন পাশের পর বাংলায় সমবায় আন্দোলন আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়।[১] বৃটিশ সরকার কর্তৃক গৃহীত এই সমবায় আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মহাজনি ঋনের শোষণ এবং কৃষি ঋণ সমস্যার সমাধান করে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে কৃষকের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা। এ জন্যই প্রথমত বাংলায় রাইফাইসেন মডেলের কৃষি ঋণদান সমিতি প্রতিষ্ঠার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়।[২] পরে অবশ্য প্রয়োজনের তাগিদে অকৃষি ঋণদান সমিতিও প্রতিষ্ঠা করা হয়। তবে কৃষি ঋণদান সমিতিই ছিল বাংলার সমবায় আন্দোলনের প্রাণ এবং সেজন্যই মূলতঃ কৃষিকে কেন্দ্র করে বাংলায় সমবায় আন্দোলন বিস্তৃত হতে থাকে। যেমন- বাংলায় সমবায় আন্দোলন শুরুর প্রায় দেড়দশক পরও ১৯২১ সালে সংগঠিত ৫৪০৮টি ঋণদান সমিতির মধ্যে ৯২ শতাংশই ছিল কৃষি ঋণদান সমিতি।[৩] কিন্তু বাংলায় কৃষি ঋণদান সমিতি সমবায় আন্দোলনের শুরুতে কৃষকের প্রয়োজনীয় ঋণের কিছুটা ব্যবস্থা করতে সক্ষম হলেও পরবর্তীতে বিভিন্ন কারণে কৃষি ঋণ সমস্যার সার্বিক সমাধানে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করতে পারেনি। যার ফলে একটি পর্যায়ে বাংলায় সমবায় আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে।

কৃষিঋণদান সমিতি ঃ কৃষিঋণদান সমিতি সাধারনত: গ্রামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই কৃষি ঋণদান সমিতির দুটি গুরুত্বপূর্ন বৈশিষ্ট্য ছিল, যেমন-নিজেদের মধ্যে নৈকট্য এবং

Dhaka University Institutional Repository

পারস্পরিক সমঝোতা। এছাড়াও সাধারণভাবে গ্রামের জনগণের ভাবধারা একই গ্রামকে বিভক্ত করে একের অধিক সমবায় সমিতি গঠনের বিপক্ষে ছিল। কিন্তু তারপরও গ্রামগুলি কখনও কখনও একাধিক সমবায় সমিতিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্প্রদায়, পেশা বা অন্যপ্রকারে বিভক্ত হয়ে পড়ত এবং তখন সকল শাখা একই সমিতিতে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হত না। এভাবে ভারতীয় উপমহাদেশে সংগঠিত তিন ধরনের গ্রামীন কৃষি ঋণদান সমিতি দেখা যায়।[৪] যেমন - প্রথমত : রাইফাইসেন মডেলের অসীম দায় বিশিষ্ট ঋণদান সমিতি, যার কোন শেয়ার এবং লভ্যাংশ নেই। বাংলায় এই ধরনের সমিতির অস্তিত্ব বিরাজমান ছিল। দ্বিতীয়ত: রাইফাইসেন মডেলের অসীম দায় বিশিষ্ট সমিতি, যা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে গঠিত হত, কিন্তু কোন লভ্যাংশ ছিল না। এই ধরনের কোন সমিতি বাংলায় ছিল না। শুধু মাত্র পাঞ্জাব, বার্মা এবং সেন্ট্রাল প্রদেশে এই সমিতি দেখা যায়। তৃতীয়ত : অসীম দায় বিশিষ্ট ঋণদান সমিতি, যা অংশীদারিত্ব এবং লভ্যাংশ নিয়ে গঠিত ছিল। ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত এই সমিতিও বাংলায় বিদ্যমান ছিল। গ্রামীণ এই কৃষি ঋণদান সমবায় সমিতির সংঘ সংক্ষেপে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক হিসেবে পরিচিতি ছিল। এই সংঘের প্রধান কার্যালয় সচারাচার জেলা, মহাকুমা এবং গুরুত্বপূর্ণ গ্রাম যেখানে অনেক প্রাথমিক সমিতি একত্রে ছিল সেখানে অবস্থিত ছিল।[৫]

সমবায় আইন পাশের পর ১৯০৫ সাল থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত বাংলায় সমবায়ের প্রাথমিক অগ্রগতি সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া যায় তা থেকে দেখা যায় যে, বাংলায় সমবায় আন্দোলনের শুরুতে কৃষি ঋণদান সমিতির অগ্রগতি খুব দ্রুত না হলেও একেবারে কম নয়। তাছাড়া এসময় বাংলায় যে হারে সমবায়ের অগ্রগতি হয়েছে পরবর্তীকালে সে হারে অগ্রগতি হয়নি। সারণী-১ এ ১৯০৫ সাল থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত বাংলায় সমবায়ের অগ্রগতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হল ঃ

Dhaka University Institutional Repository

১৯০৪ সালে সমবায় আইন পাশের পর পরই ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় বৃটিশ বিরোধী যে প্রবল রাজনৈতিক আলোড়ন সৃষ্টি হয় তা সমবায়ের অগ্রগতিতে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। এর ফলে ১৯০৫ সালে বাংলার উত্তর এবং পূর্ব জেলায় গ্রামীণ

সারণী - ১

সমিতি ও সদস্য সংখ্যা, ১৯০৫-১১

বৎসর	সমিতির সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা	মূলধন - রুপি
১৯০৫-৬	৩০	..	..
১৯০৬-৭	৬৭	..	..
১৯০৭-৮	২০৪	৫,০৪২	১,৮০,৯০৪
১৯০৮-৯	২৭৪	৯,১৩৯	৩,৫২,৪৮৩
১৯০৯-১০	৪১৫	১৫,৪৩৭	৫,৭৫,১৮৬
১৯১০-১১	৬৫৬	২২,১২৬	৮,৬৫,২৪৯

উৎস ঃ J.P. Niyogi, *The Co-operative Movement In Bengal* (London, 1940), p.09.

সমিতি বিস্তৃত হয়েছিল খুবই সামান্য। সমগ্র বাংলায় ৩০টি গ্রামীণ সমিতির মধ্যে ৮টি এই জেলাগুলোয় ছিল (সরণী-১) ।এই ৮টি সমিতির মধ্যে একটি আদৌ গঠিত হয়নি এবং ৪টি সমিতি কোন কাজ করেনি। কিন্তু বঙ্গভঙ্গের নেতিবাচক প্রভাব সত্বেও বাংলায় ১৯০৬-০৭ সালে সমবায় সমিতির সংখ্যা দ্বিগুনেরও বেশী হয়। অর্থাৎ ১৯০৫- ০৬ সালে যেখানে সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল ৩০টি, সেখানে ১৯০৬-০৭ সালে তা বেড়ে হয় ৬৭টি। ১৯০৭-০৮ সালে সমবায় সমিতির এই সংখ্যা প্রায় চারগুন বেড়ে হয় ২০৪টি এবং সদস্য পদ হয় ৫,০৪২টি ও মূলধন হয় ১,৮০,৯০৪ রুপি। এভাবে সমবায় সমিতির সংখ্যা, সদস্য পদ ও মূলধন বৃদ্ধি পেয়ে ১৯১১ সাল নাগাদ হয় ৬৫৬টি এবং সদস্য পদ হয় ২২,১২৬টি ও মোট মূলধন হয় ৮,৬৫,২৪৯ রুপি।

প্রথম দিকে সমবায়ের যে অগ্রগতি বাংলায় সম্পন্ন হয়, তার ধারাবাহিকতা যদি পরবর্তীকালে বজায় থাকত তাহলে বাংলার সকল অঞ্চলে সমবায় আন্দোলন অল্পকালের

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যেই সুবিস্তৃত হয়ে পড়ত। কিন্তু পরবর্তীতে সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতির এই ধারাবাহিকতা বজায় না থাকায় সমবায় আন্দোলন আশানুরূপ সফলতা লাভ করতে পারেনি। সারণী- ২এর মাধ্যমে বাংলায় ১৯১১-১২ সাল থেকে ১৯৩৫-৩৬ সাল পর্যন্ত কৃষি ঋণদান সমিতির সংখ্যা, চলতি মূলধন, সদস্য সংখ্যা এবং লাভ লোকসানের চিত্র তুলে ধরা হলঃ

সারণী – ২

সমিতি ও সদস্য সংখ্যা, ১৯১১-৩৬

বৎসর	ঋণদান সমিতির সংখ্যা	চলতি মূলধন রুপি	সদস্য সংখ্যা	লাভ এবং লোকসান রুপি
১৯১১-১২	৮৬৯	১৪,৭১,৬৭০	৩০,৬৫৮	+৮৯,৭৭৩
১৯১২-১৩	১,০৩৪	২২,৭৬,৬৭৩	৪২,৪৫৫	+১,১৪,৬০৬
১৯১৩-১৪	১,৫৪১	৪৪,১১,৪৯৩	৭১,১৬৮	+১,৫৪,৩৬৩
১৯১৪-১৫	১,৮৫০	৫২,৭৪,৯৬৯	৮৫,৪১৫	+২,০৮,৪৪১
১৯১৫-১৬	২,০৫৮	৫৬,৯৩,৫২১	৯৩,৮৭৫	+১,৯২,৪২৮
১৯১৬-১৭	২,৮৪৫	৬৭,০১,৬৪৯	১১০,৫৪১	+১,৯৬,৯৯৬
১৯১৭-১৮	৩,৩৫২	৭৭,৬০,৩৪১	১২০,৩৮৭	+২,২৫,৯৫৪
১৯১৮-১৯	৩,৮৯০	৮৪,৬৬,২৮০	১২৮,১৬৯	+২,৩১,৬১৯
১৯১৯-২০	৪,৯২০	১,০৪,০৮,২০১	১৪৭,৬২৩	+২,৬৩,৫৩৪
১৯২০-২১	৫,৭৬৯	১,২২,৬২,১৮৮	১৬১,৭৯৩	+৩,৩৪,০৩৪
১৯২১-২২	৬,০২৯	১,৩০,৮০,৮১১	১৬৫,৫৩৪	+৩,৬৩,৩৭৬
১৯২২-২৩	৬,৯৯২	১,৪৮,৬২,০২১	১৮৬,৪৪৫	+৪,৩৬,৩২৪
১৯২৩-২৪	৮,৩৪৭	১,৭৯,৩৩,০৮৪	২১৫,৪৮৬	+৪,৯০,২২৮
১৯২৪-২৫	৯,৮১১	২,১৩,৮১,৬৬১	২৪৫,১৬৬	+৬,১২,৮৪৪
১৯২৫-২৬	১১,১৩৬	২,৫৬,৫৩,৭৫৩	২৭৯,৪৭৭	+৬,৪৩,০৯৮
১৯২৬-২৭	১৩,৩৬৬	৩,২০,৮৩,৯৩১	৩২৮,৪৩৮	+৯,৭২,৪৮০
১৯২৭-২৮	১৫,৬৫৭	৩,৭৭,৮৩,৮৬০	৩৮০,৮৩৮	+১২,৩৭,৯৬০
১৯২৮-২৯	১৬,৮৮৯	৪,২১,১৯,১১৯	৪০৭,৫৫২	+১৫,০৪,০৭২
১৯২৯-৩০	১৯,১৫৬	৪,৯০,৩২,৮৯৭	৪৫৬,১৩৯	+১৭,২৬,১৬০
১৯৩০-৩১	২০,১৩৯	৫,৩৮,১৭,৬২১	৪৭৫,৬৪০	+১৯,৭১,৩৯৫
১৯৩১-৩২	২০,১৫৯	৫,৫৬,২৫,৪৫৪	৪৬৯,৫৯৭	+১৮,৪২,৯০৭
১৯৩২-৩৩	১৯,৯৭৬	৫,৬৯,০০,৪৫৬	৪৬৪,০০৫	+১৬,৯৩,৭২৮
১৯৩৩-৩৪	১৯,৮৫৯	৫,৭৩,১১,৪২২	৪৫৫,৭৯৪	+১৫,৮৬,৬৩৮
১৯৩৪-৩৫	১৯,৭৭৪	৫,৮৪,৩০,৪৯৮	৪৫১,৪২৭	+১২,৪৮,৬১৫
১৯৩৫-৩৬	১৯,৭৯০	৫,৯১,২৪,৩৯২	৪৪৭,৪৫১	+ ৯,৬৯,৭৮৫

উৎস ঃ Niyogi, *op. cit.*, p.11.

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ২-এ বর্ণিত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, বাংলায় কৃষি ঋণদান সমিতির সংখ্যা ১৯১১-১২ সাল থেকে ১৯৩১-৩২ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বাড়তে থাকে। যেমন - ১৯১১-১২ সালে বাংলায় সমবায় কৃষিঋণ দান সমিতির সংখ্যা যেখানে ছিল ৮৬৯টি, সেখানে ১৯৩১-৩২ সালে এটা বেড়ে হয় ২০,১৫৯ টি। কিন্তু অর্থনৈতিক মন্দার কারণে এরপর সমবায় সমিতির সংখ্যা হ্রাস পেয়ে ১৯৩৫-৩৬ সাল নাগাদ হয় ১৯,৭৯০টি। অনুরূপভাবে বাংলায় কৃষিঋণদান সমিতির সদস্য সংখ্যাও ১৯১১-১২ সাল থেকে ১৯৩০-৩১ সাল পর্যন্ত ধারা বাহিকভাবে বাড়তে থাকে। ১৯১১-১২ সালে সদস্য সংখ্যা যেখানে ৩০,৬৫৮ টি ছিল, সেখানে ১৯৩০-৩১ সালে তা বেড়ে হয় ৪৭৫,৬৪০টি। এরপর ১৯৩১-৩২ সাল থেকে সদস্য সংখ্যা ক্রমান্বয়ে কমে ১৯৩৫-৩৬ সাল নাগাদ দাঁড়ায় ৪৪৭,৪৫১ টি। তবে বাংলায় কৃষিঋণদান সমিতির সংখ্যা এবং সদস্য সংখ্যা একটি পর্যায়ে হ্রাস পেলেও চলতি মূলধনের বিষয়টি এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যাতিক্রম ছিল। অর্থাৎ কৃষিঋণদান সমিতির চলতি মূলধন ১৯১১-১২ সাল থেকে ১৯৩৫-৩৬ সাল পর্যন্ত কোন রূপ পতনের সম্মুখীণ না হয়ে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯১১-১২ সালে বাংলায় কৃষিঋণদান সমিতির চলতি মূলধন যেখানে ১৪,৭১,৬৭০ রুপি ছিল, সেখানে ১৯৩৫-৩৬ সাল নাগাদ তা বেড়ে হয় ৫,৯১,২৪,৩৯২ রুপি। অন্য দিকে বাংলায় কৃষিঋণদান সমিতি ১৯১১-১২ সাল থেকেই কোনরূপ লোকসানের সম্মুখীণ না হয়ে অব্যাহতভাবে লাভ করে। তবে বাংলায় কৃষিঋণদান সমিতির এই লাভ বৃদ্ধির গতি বেশ কিছুটা উত্থান-পতনের সম্মুখীণ হয়েছিল। যেমন- ১৯১১-১২সালে লাভের পরিমাণ যেখানে ছিল ৮৯,৭৭৩ রুপি, সেখানে ১৯১৪-১৫ সাল নাগাদ তা বেড়ে হয় ২,০৮,৪৪১ রুপি। এর পর ১৯১৫-১৬ সালে এটা কমে হয় ১,৯২,৪২৮ রুপি। ১৯১৬-১৭ সালে আবার বেড়ে হয় ১,৯৬,৯৯৬ রুপি এবং এর পর ধারাবাহিকভাবে ১৯৩০-৩১ সাল পর্যন্ত এটা বেড়ে হয় ১৯,৭১,৩৯৫ রুপি। আবার ১৯৩১-৩২ সাল থেকে বাংলায় কৃষিঋণদান সমিতির লাভের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে এবং ১৯৩৫-৩৬ সাল নাগাদ এটা কমে দাড়ায় ৯,৬৯,৭৮৫ রুপি। এসময়ে মুনাফা বৃদ্ধির গতি কমার একটি বিশেষ কারণ ছিল

Dhaka University Institutional Repository

কৃষিতে মন্দাভাব। কৃষি পণ্যের মূল্য হঠাৎ পড়ে গেলে সমিতির সদস্যরা সুদ সহ আসল পরিশোধ করতে পারেনি। ফলে বাংলার কৃষিঋণদান সমবায় সমিতির লাভের বৃদ্ধির পরিমান বেশ কমে আসে। এভাবে বাংলায় এ সময় কৃষিঋণদান সমিতির অগ্রগতি স্তিমিত হয়ে পড়ে। এখানে আরও উল্লেখ্য যে, সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতি পরবর্তীতে শুধুমাত্র ধীরগতি সম্পন্ন হয়েই পড়েনা, অর্জিত অগ্রগতিও হ্রাস পেতে থাকে। সারণী- ৩ এর মাধ্যমে ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত বাংলার সমবায় কৃষি ঋণদান সমিতির অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরা হলো ঃ

১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত বাংলায় সমবায় কৃষিঋণদান সমিতির সংখ্যা যে হারে বেড়েছিল, ১৯৪০ সালের পর থেকে তা স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং ১৯৪১ সালে এই সংখ্যা কিছুটা হ্রাস পায়। যেমন-১৯৩৭ সালে যেখানে সমিতির সংখ্যা ছিল ২০.০ হাজারটি, সেখানে ১৯৪০ সালে তা বেড়ে হয় ৩৫.৩ হাজারটি এবং ১৯৪১ সালে হ্রাস পেয়ে হয় ৩৫.০ হাজারটি, আবার ১৯৪৩ সালে এই সংখ্যা কিছুটা বেড়ে হয় ৩৫.৮ হাজারটি (সরণী-৩)।

সারণী – ৩

সমিতি ও সদস্য সংখ্যা, ১৯৩৭-৪৩

বৎসর	ঋণদান সমিতির সংখ্যা (হাজার)	সদস্য সংখ্যা (হাজার)	মোট মূলধন রুপি (হাজার)
১৯৩৭	২০.০	৪৩৭.২	৫৮৮৬০
১৯৩৮	২৬.১	৫২৯.৩	৫৯৭০৩
১৯৩৯	৩২.৭	৬৭৮.৮	৫৯৫৪৭
১৯৪০	৩৫.৩	৭৭৪.৩	৫৮৯১৫
১৯৪১	৩৫.০	৮৮০.৭	৫৮৫৫৫
১৯৪২	৩৬.২	৮৬৬.২	৫৭৩৮০
১৯৪৩	৩৫.৮	৮৭২.২	৫৬০৬৭

উৎস ঃ M. Mufakharul Islam, *Bengal Agriculture 1920-1946:A Quantitative Study* (Cambridge University Press, 1978), p. 262.

Dhaka University Institutional Repository

অনুরূপভাবে সমবায় কৃষিঋণদান সমিতির চলতি মূলধনও ১৯৩৭-৩৮ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং এরপর থেকে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে। যেমন - ১৯৩৭ এবং ১৯৩৮ সালে চলতি মূলধন বেড়ে হয় যথাক্রমে ৫৮৮৬০ ও ৫৯৭০৩ হাজার রুপি এবং এরপর চলতি মূলধন ধারাবহিকভাবে হ্রাস পেয়ে ১৯৪৩ সালে হয় ৫৬০৬৭ হাজার রুপি। অন্যদিকে সদস্য সংখ্যা ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধিপায় এবং এরপর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির গতি হ্রাস পায়। যেমন- উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, ১৯৩৭ সালে সদস্য সংখ্যা যেখানে ছিল ৪৩৭.২ হাজারটি, সেখানে ১৯৪১ সালে তা বেড়ে হয় ৮৮০.৭ হাজারটি এবং এরপর সদস্য সংখ্যা হ্রাস পেয়ে ১৯৪৩ সাল নাগাদ হয় ৮৭২.২ হাজারটি। সমগ্র বাংলায় ১৯২০ সাল থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত সদস্য বৃদ্ধির এই গড় হার ছিল শতকরা ৬.৯ ভাগ মাত্র।[৬] সমিতি প্রতি সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির হার পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধি না হওয়ায় সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতি দারুনভাবে ব্যাহত হয়। কারণ সদস্যরাই ছিল সমবায় আন্দোলনের মূল চালিকা শক্তি। এভাবে প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, সমবায় আন্দোলনের প্রথম দিকে বাংলায় সমবায় কৃষিঋণদান সমিতির অগ্রগতি যে হারে হয়েছিল পরবর্তীতে অগ্রগতির সে ধারাবাহিকতা বজায় না থাকায় বাংলায় সমবায় আন্দোলন এতটাই নিস্প্রাণ হয়ে পড়ে যে, ১৯২০ সাল থেকে ১৯৪৪ সালের মধ্যে শতকরা বার্ষিক মাত্র ৭.৮ ভাগ হারে সমবায় সমিতির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২৯.৯ হাজারে পরিণত হয়।[৭] বিশেষ করে ১৯৩২ -৩৩ সাল থেকে ১৯৩৫-৩৬ সালের মধ্যে সমবায় সমিতির বৃদ্ধির গতি ছিল খুবই মন্থর। কারণ এই সময়ে মহামন্দার প্রভাবে কৃষি অর্থনীতিতে যে ধ্বস নামে তার ফলে কৃষি অর্থনীতির বিকাশ না হওয়ায় সমবায় সমিতির ঋণ প্রদান ও আদায়ের ক্ষেত্রে এক প্রকট সমস্যার সৃষ্টি হয়। শুধু তাই নয়, ১৯৩০ সালের দিকে ভারতীয় উপমহাদেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিকাশ যেভাবে সংগঠিত হতে থাকে, তাতে বৃটিশ শাসক গোষ্ঠী ভীত হয়ে সমবায়ের প্রতি তাদের আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। এর ফলে পঞ্চাশ দশকের শেষের দিকে সমবায় সমিতির অর্জিত অগ্রগতি হ্রাস পেয়ে ১৯৪৮ সাল নাগাদ বাংলায় কৃষিঋণদান সমিতির সংখ্যা ও সদস্য সংখ্যা হয় যথাক্রমে ২৫,৮৪৩টি ও

Dhaka University Institutional Repository

৬,৩৩,৭৯৩টি এবং মোট চলতি মূলধন হয় ৩৬৭.৬১ লাখ রুপি।[৮] এভাবে ১৯৫০ সাল নাগাদ সমবায় আন্দোলনের গতি এতটাই হ্রাবিড় হয়ে পড়ে যে, এ সময় Credit Enquiry Commission সমবায় আন্দোলনকে প্রাণহীন দেহ বলে আখ্যায়িত করে।[৯]

চলতি মূলধনের উৎস

প্রাথমিক কৃষিঋণদান সমবায় সমিতির আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন উপাদান হচ্ছে চলতি মূলধন। মূলতঃ এই চলতি মূলধনের উপর নির্ভর করেই সমবায় সমিতির ঋণদান ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। প্রাথমিক কৃষিঋণদান সমিতির চলতি মূলধনের প্রধান উৎসগুলো হল ঃ ১। শেয়ার মূলধন, ২। সদস্য এবং অ-সদস্যদের জমা, ৩। সমিতি, কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং সরকারের নিকট থেকে গৃহীত ঋণ এবং ৪। সংরক্ষিত তহবিল।[১০] এছাড়া সমবায় আন্দোলনের প্রথম দিকে ১৯০৬ -১৯০৭ সাল থেকে ১৯০৯-১৯১০ সাল পর্যন্ত সমবায় সমিতিগুলি যে সকল উৎস থেকে মূলধন সংগ্রহ করত সে সম্পর্কে নিম্নে সারণীর মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করা হল:

সারণী-৪

কৃষিঋণদান সমিতির চলতি মূলধনের উৎস, ১৯০৬-১০

মূলধনের উৎস	১৯০৬-০৭ রুপি	১৯০৭-০৮ রুপি	১৯০৮-০৯ রুপি	১৯০৯-১০ রুপি
১৯০৪ সালের ২৯ এপ্রিল গৃহীত সিদ্ধান্তের ২৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকারের নিকট থেকে গৃহীত ঋণ	৮,৪৪৬	১৩,৩৮৪	১৭,৮৪৭	৩৪,৭৪২
খাস মহল থেকে প্রাপ্ত ঋণ	৪,০৩৫	৫,১২০	৪,৭৯৫	৪,৪৬৫
কৃষি ঋণ আইন অনুযায়ী গৃহীত ঋণ	...	৩,৪১০	২,৮৯৭	১,৭৭৩
নিরাপত্তা বিনিয়োগ	৭,৮৮৭	৮,৪৩২	১১,৫৬০	১১,২০৫
সমবায় ইউনিয়ন ঋণদান সমিতি	...	...	...	৮০,০৪৮
বিনিয়োগকারী	...	৮৩,৬৪২	১,১৫,৭৭১	১,৮৯,৬০৬
জমা এবং পেয়ার	১৪,৫৩৫	২৩,৫৬৯	২৪,৪৭১	৬৬,৯৯৮
স্থানীয় বিনিয়োগকারী	২১,৫৪৬	৩,৩৬০	৬,০৯৩	৩,৯৫০
অগ্রিমদাতা	১৪,৮৬২	২৬,৯২১	৫৪,৮৯৪	১৫,৪৫৬
সংরক্ষিত তহবিল	৪,৬৫২	১৭,০৬০	২১,৮৯৪	৩২,৩৫৫

উৎস: *Report on the Working of the Co-operative Credit Societies in Bengal, 1906-1907 to 1909-1910* (Calcutta, 1907-1910).

Dhaka University Institutional Repository

উর্পযুক্ত সারনী-৪ থেকে দেখা যায় যে, বাংলায় সমবায় আন্দোলনের প্রথমদিকে সমবায় সমিতিগুলি বিভিন্ন উৎস থেকে যে মূলধন সংগ্রহ করে ১৯০৬-১৯০৭ সাল থেকে ১৯০৯-১৯১০ সাল পর্যন্ত তার মোট পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও কিছু কিছু উৎস, যেমন- খাসমহল থেকে প্রাপ্ত ঋণ, কৃষিঋণ আইন অনুযায়ী গৃহীত ঋণ, স্থানীয় বিনিয়োগকারী এবং জামিনদারদের নিকট থেকে মূলধন সংগ্রহের পরিমাণ ধারাবাহিকভাবে না বেড়ে বরং কমে গিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমবায় আন্দোলনের প্রথমদিকে মূলধন বৃদ্ধির গতি অব্যাহত ছিল। তবে পরবর্তীতে সমবায় ঋণদান সমিতির মোট মূলধন বৃদ্ধির অগ্রগতি হলেও তা আশানুরূপ হয়নি এবং কিছু কিছু উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থের পরিমান না বেড়ে বরং ব্যাপকভাবে কমে গিয়েছিল। এ সম্পর্কে সারনী -৫ এর মাধ্যমে ১৯১১ সাল থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত কৃষি ঋণদান সমিতির চলতি মূলধনের উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থের বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করা হল:

কৃষিঋণদান সমিতির চলতি মূলধনের উৎসগুলি থেকে ১৯১১-১২ সালে প্রাপ্ত মোট চলতি মূলধন ছিল ১৪,৭১,০৫৪ রুপি, যা ১৯৩৫-৩৬ সালে বেড়ে হয় ৫,৯১,২৪,৩৯২ রুপি (সারণী-৫)। চলতি মূলধন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যে বিষয়টি লক্ষ্যনীয় তা হল - সমবায় আন্দোলন বিভিন্ন সময়ে বাধাগ্রস্থ হলেও মোট চলতি মূলধন কোন রূপ পতনের সম্মুখীন না হয়ে ধারাবাহিকভাবে বেড়েছিল। তবে এই বৃদ্ধির গতি খুব একটা দ্রুত ছিলনা। এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, মোট চলতি মূলধন ক্রমাগতভাবে বাড়লেও, মোট চলতি মূলধনের উৎসগুলির অর্থ ধারাবাহিকভাবে বাড়েনি। যেমন- পরিশোধিত শেয়ার মূলধন ১৯১১-১২ সালে যেখানে ছিল ২৪,৩১৯ রুপি, সেখানে ১৯৩৩-৩৪ সাল পর্যন্ত তা ক্রমাগতভাবে বেড়ে হয় ৫৫,৮৮,৭৮৪ রুপি। কিন্তু ১৯৩৪-৩৫ সালে এই অর্থের পরিমাণ কমে হয় ৫৫,৪৪,৫৪৮ রুপি। তেমনিভাবে সদস্য, অ-সদস্য, সমিতি এবং প্রাদেশিক ও

Dhaka University Institutional Repository

কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত অর্থের চিত্র ও প্রায় একই ধরণের ছিল। অর্থাৎ এই উৎসগুলি থেকেও প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ ১৯১১-১২ সাল থেকে ১৯৩৩-৩৪ সাল পর্যন্ত বাড়ে এবং ১৯৩৪-৩৫ সালে এই অর্থের পরিমাণ না বেড়ে বরং হ্রাস পায়। একমাত্র সংরক্ষিত তহবিলের পরিমাণ ১৯১১-১২ সাল থেকে ১৯৩৫-৩৬ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বেড়ে

সারণী – ৫

কৃষিকণদান সমিতির চলতি মূলধনের উৎস, ১৯১১-৩৬

বৎসর	পরিশোধিত শেয়ার মূলধন (রুপি)	জমার উৎস				সরকারের নিকট থেকে প্রাপ্ত ঋণ (রুপি)	সংরক্ষিত তহবিল (রুপি)	অন্যান্য তহবিল (রুপি)	মোট রুপি
		সদস্য (রুপি)	অ-সদস্য (রুপি)	সমিতি (রুপি)	প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক (রুপি)				
১৯১১-১২	২৪,৩১৯	২,৬১,৫৮৭	১,৬৫,১৫৪	৭,০৪,৪২৮		১,৮২,৬৪২	১,৩২,৯২৪	..	১৪,৭১,০৫৪
১৯১২-১৩	৪০,৭৪২	৩,৫৩,৮৯২	২,১২,৩৭৬	১৩,৩১,৬৭২		১,৬১,৭৪৫	২,২১,৬৩৪	..	২৩,২২,০৬১
১৯১৩-১৪	৫৭,৫৬৪	৪,৯১,৩৫১	৩,৬০,০২৯	৩০,৫৫,৩৯৯		১,১৪,২৭৪	৩,৩২,৮৭৬	..	৪৪,১১,৪৯৩
১৯১৪-১৫	৫০,৪৮৭	৪,৯০,৮৮৩	৩,৯৫,৭৮০	..	৩৭,৮২,৭০৪	১,০০,৩১৭	৪,৫৪,৭৯৮	..	৫২,৭৪,৯৬৯
১৯১৫-১৬	৬০,২২৭	৫,০৬,৮০১	৩,৭৪,৮৭৯	৯,২৩৯	৪০,২২,৫৮১	৯১,৭৭৭	৬,২৮,০১৭	..	৫৬,৯৩,৫২১
১৯১৬-১৭	৫১,৯৫১	৫,৩২,২৯২	৩,৩৮,২৫৩	৯২,৬৯৬	৪৮,৩৮,২০৮	৫৬,০৮০	৭,৯২,১৬৬	..	৬৭,০১,৬৪৯
১৯১৭-১৮	৫১,০৮৪	৪,৮৭,০১৮	৪,১৮,০১৩	৯৩,৯৯১	৫৬,৯৭,৯৭১	৩৫,৩২৪	৯,৭৬,৯৪০	..	৭৭,৬০,৩৪১
১৯১৮-১৯	৬২,২৫২	৫,১৭,৫৮৭	৪,৩৯,৭২০	৯৭,৫৭৯	৬১,৫৬,৭৭৯	২৪,৮০৩	১১,৬৪,৫৬০	..	৮৪,৬৬,২৮০
১৯১৯-২০	১,৫২,৯৪৯	৫,৭৬,৪৭৫	৪,৭৩,০৯৯	৫৮,৮১৫	৭৭,৫৪,৯৯৩	২০,৮৮৪	১৩,৭০,৯৮৬	..	১,০৪,০৮,২০১
১৯২০-২১	৩,০২,১৩৪	৬,২৬,৮৬৮	৫,৫৬,৬৩৮	৯২,৭২৪	৯০,৯৭,৭৭৩	১২,৭৯৪	১৫,৭৩,২৫৭	..	১,২২,৬২,১৮৮
১৯২১-২২	৪,৬৮,৮০১	৬,৩৯,০৬৬	৬,০৭,৯৫১	৯৪,৮২১	৯৪,৩০,৩৩৫,	৭,৪৩২	১৮,৩২,৪০৫	..	১,৩০,৮০,৮১১
১৯২২-২৩	৭,০৩,৭৬৯	৬,৯৮,১০৩	৬,৯৪,৭০১	১,০৪,৭৮৬	১,০৪,৯৩,৭৭৪	৩,০৮৬	২১,৬৩,৮০২	..	১,৪৮,৬২,০২১
১৯২৩-২৪	১০,২৭,৯৮২	৭,৮৩,৪৬৩	৮,০৭,১৯৪	১,১৭,৬০৯	১৪,৭৯,১৩৪	৩,৪২৮	২৫,৭০,৪৪১	..	১,৭৯,৩৩,০৮৪
১৯২৪-২৫	১৪,৭১,৬৩৩	৯,৩৩,৪৫৫	৮,৫০,৮৭৩	৭৭,৫৫৩	১,৪৯,৭৪,৪২৪	১,৮০৪	৩০,৭১,৯১৯	..	২,১৩,৮১,৬৬১
১৯২৫-২৬	১৯,৯৯,৯১৬	১১,২১,০৮০	১০,২৩,৮৭৪	৯৭,২১৪	১,৭৮,৭৬,০৮৩	২,০৪৬	৩৫,৩৩,৫৪০	..	২,৫৬,৫৩,৭৫৩
১৯২৬-২৭	২৬,০২,০২৮	১২,৭৬,৪৬৭	১২,২৮,১১১	৬২,২৯৬	২,২৫,৬৪,১৩৫	১,৬৭৩	৪৩,৪৯,২২১	..	৩,২০,৮৩,৯৩১
১৯২৭-২৮	৩২,৮২,৪১২	১৪,৯০,৯২৯	১৩,৬০,১০৩	৬৩,৫৮৭	২,৬২,৩৬,৯০০	১,২৪৩	৫৩,৪৮,৬৮৬	..	৩,৭৭,৮৩,৮৬০
১৯২৮-২৯	৪০,২০,৫৩৭	১৬,৬৭,০১৭	১৫,২৫,১৩৯	৫৯,৬৪৭	২,৮২,৯৩,৬৯৭	১,৭৪৩	৬৫,৫১,৩৩৯	..	৪,২১,১৯,১১৯
১৯২৯-৩০	৪৭,৮৯,৫৬৮	১৮,৮২,৩৬১	১৪,৯৯,৪৬৯	৫৬,৫৪১	৩,২৮,৫৪,৯৫৪	৪৭৭	৭৯,৪৯,৫২৭	..	৪,৯০,৩২,৮৯৭
১৯৩০-৩১	৫২,৫১,৪৯১	২১,৯৫,০৪২	১৪,৬৪,৭৯৪	৮৫,৮৮৩	৩,৫১,৪৪,৩৩৭	২৭৮	৯৬,৭৫,৭৯৬	..	৫,৩৮,১৭,৬২১
১৯৩১-৩২	৫৪,২৮,৬৫২	২০,০৪,৪৫৭	১৬,৯৭,১৮৭	৯৬,১২৪	৩,৪৮,১২,২৪৭	২৪০	১,১৫,৮৬,৫৪৭	..	৫,৫৬,২৫,৪৫৪
১৯৩২-৩৩	৫৫,২৭,৯২৪	১৯,৮৩,৩১৭	১৭,০৮,৯৯৪	৯১,০০৮	৩,৪২,২৪,৮৭২	২৪০	১,৩৩,৬৪,১০১	..	৫,৬৯,০০,৪৫৬
১৯৩৩-৩৪	৫৫,৮৮৭৮৪	১৯,৭৮,৬৮২	১৭,২৯,৭৭৫	৯৫,৭৫০	৩,২৮,৭২,৩৬৯	১৬২	১,৫০,৪৫,৯০০	..	৫,৭৩,১১,৪২২
১৯৩৪-৩৫	৫৫,৪৪,৫৪৮	১৮,৬১,৫৮০	১৫,৩৩,৯৩৩	৮৩,৫৫১	৩,২৮,৫২,৭৪৩	১০১	১,৬৫,২৬,৩২২	২৭,৭২০ +	৫,৮৪,৩০,৪৯৮
১৯৩৫-৩৬	৫৪,৪৬,৮৪৫	১৯,৭৮,০৭৬	১৪,৯৯,২৮৬	১,০৫,৭৬৬	৩,২৩,৩৭,৩১৪	..	১,৭৭,২১,৪৭১	৩৫,৬৩৪	৫,৯১,২৪,৩৯২

উৎস : Niyogi, *op. cit.*, p.17.

+ সারণীতে ১৯৩৪-৩৫ সাল থেকে অন্যান্য তহবিল সংরক্ষিত তহবিল থেকে আলাদা করে দেখানো হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১,৩২,৯২৪ রুপি থেকে ১,৭৭,২১,৪৭১ রুপি হয়। অন্যদিকে সরকারের নিকট থেকে গৃহীত ঋণের পরিমাণ ধারাবাহিকভাবে না বেড়ে বরং ধারাবাহিকভাবে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে হ্রাস পেতে থাকে। যেমন ১৯১১-১২ সালে যেখানে সরকারের নিকট থেকে গৃহীত ঋণের পরিমাণ ছিল ১,৮২,৬৪২ রুপি, সেখানে ১৯৩৪-৩৫ সালে তা কমে হয় ১০১ রুপি মাত্র। শুধু তাই নয়, ১৯৩৬-১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪০-১৯৪১ সাল পর্যন্ত সরকারের নিকট থেকে গৃহীত ঋণের পরিমাণ যেমন শূন্যের কোটায় গিয়ে দাঁড়ায়, তেমনি অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত চলতি মূলধনের পরিমাণও ব্যাপকভাবে কমে যায়। এ সম্পর্কে বিস্তারিত চিত্র সারণী-৬ এ তুলে ধরা হল:

সারনী-৬

মূলধনের উৎস, ১৯৩৬-৪১

মূলধনের উৎস	১৯৩৬-৩৭ (লাখ রুপি)	১৯৩৯-৪০ (লাখ রুপি)	১৯৪০-৪১ (লাখ রুপি)
শেয়ার মূলধন	৫৩.৫৬	৫২.৫২	৫৩.৮৫
সদস্যদের জমা	১৯.৩১	১৭.৫৮	১৭.১১
অ-সদস্যদের জমা	১৪.৪৮	১২.১৮	১২.০৪
সমিতির জমা	.৮২	...	...
প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে গৃহীত ঋণ	৩১৮.৬০	৩০৯.৪১	২৯৯.৭২
সরকারের নিকট থেকে গৃহীত ঋণ	...	...	...
সংরক্ষিত তহবিল	১৮৬.৯১	২০১.৬০	২০৪.৪১
অন্যান্য তহবিল	.৪৭	.৭০	১.১৯

উৎস: *Annual Report on the Working of Co-operative Societies in the Presidency of Bengal, 1936-1937 to 1940-41*(Alipore: Bengal Government Press, 1938-1941).

Dhaka University Institutional Repository

সমবায় সমিতির চলতি মূলধন সম্পর্কে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, ১৯৪০-১৯৪১ সাল পর্যন্ত সংরক্ষিত তহবিল এবং অন্যান্য তহবিলের বৃদ্ধির গতি অব্যাহত থাকলেও অন্যান্য উৎস, যেমন- সদস্যদের জমা, অ-সদস্যদের জমা, কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে গৃহীত ঋণের পরিমান না বেড়ে বরং অনেকটা হ্রাস পায়। বিশেষ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে গৃহীত ঋণের পরিমান ১৯৩৬-৩৭ সালে যেখানে ছিল ৩১৮.৬০ লাখ রুপি, সেখানে ১৯৪০-৪১ সালে তা কমে হয় ২৯৯.৭২ লাখ রুপী (সারণী-৬)। এর ফলে এসময়ে বাংলায় সমবায় কৃষিঋণদান সমিতির অগ্রগতি স্তিমিত হয়ে পড়ে। ১৯১১-১২, ১৯২৫-২৬ এবং ১৯৩৪-৩৫ সালে কৃষিঋণদান সমিতির মোট চলতি মূলধন গঠনে কোন উৎসের ভূমিকা কতটুকু তার তুলনামূলক শতকরা হার সারণী-৭ এ উল্লেখ করা হলঃ

১৯১১-১২ সালে চলতি মূলধন গঠনে সদস্যদের জমার পরিমান যেখানে ছিল শতকরা ১৭.৭ ভাগ, সেখানে ১৯৩৪-৩৫ সালে তা কমে হয় শতকরা মাত্র ৩ ভাগ। এখানে আরও উল্লেখ্য যে, ১৯২৫-২৬ সালে চলতি মূলধন গঠনে অন্যান্য উৎসের পরিমান বাড়লেও সদস্যদের জমার পরিমান এই সময়ে বেশ কম ছিল, শতকরা ৪ ভাগ মাত্র (সারণী-৭)।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ৭

মূলধন গঠনে বিভিন্ন উৎসের অবদান

চলতি মূলধনের উৎস	মোট চলতি মূলধনের শতকরা হার		
	১৯১১-১২	১৯২৫-২৬	১৯৩৪-৩৫
১। শেয়ার মূলধন	১.৬	৮	৯
২। সদস্যদের জমা	১৭.৭	৪	৩
৩। অ-সদস্যদের জমা এবং নগর সমিতি, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও প্রাদেশিক ব্যাংক থেকে গৃহীত ঋণ	৫৮.৯	৭০	৫৮
৪। সংরক্ষিত তহবিল	৯	১৪	২৮

উৎস ঃNiyogi, *op. cit.*, p.23.

চলতি মূলধন গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে নগর সমিতি, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও প্রাদেশীক ব্যাংক থেকে গৃহীত ঋণ এবং অ-সদস্যদের জমা। এই উৎসের পরিমান ১৯১১-১২ সালে যেখানে শতকরা মাত্র ৫৮.৯ ভাগ ছিল, সেখানে ১৯২৫-২৬ সালে তা বেড়ে হয় শতকরা ৭০ ভাগ এবং ১৯৩৪-৩৫ সালে এটা আবার কমে হয় শতকরা ৫৮ ভাগ। তবে শেয়ার মূলধন এবং সংরক্ষিত তহবিল কার্যকারী মূলধন গঠনে বড় ধরনের ভূমিকা পালন না করলেও এদুটি উৎসের বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। যেমন- শেয়ার মূলধন ১৯১১-১২ সালে ছিল শতকরা ১.৭ ভাগ, ১৯২৫-২৬ সালে তা বেড়ে হয় শতকরা ৮ ভাগ এবং ১৯৩৪-৩৫ সালে আরও একধাপ বেড়ে হয় শতকরা ৯ ভাগ। তেমনিভাবে সংরক্ষিত তহবিল ১৯১১-

Dhaka University Institutional Repository

১২ সালে ছিল শতকরা ৯ ভাগ, ১৯২৫-২৬ সালে এটা বেড়ে হয় শতকরা ১৪ ভাগ এবং ১৯৩৪-৩৫ সালে তা দ্বিগুন হারে বেড়ে শতকরা ২৮ ভাগ হয়।

এভাবে বিভিন্ন উৎস্য থেকে চলতি মূলধন বৃদ্ধির যে গতি লক্ষ্য করা যায় তা থেকে দেখা যায় যে, ১৯২০ সাল থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত সমগ্র বাংলায় সদস্য প্রতি চলতি মূলধন বৃদ্ধির শতকরা হার ছিল ৬.৯ ভাগ।[১১] মূলতঃ ১৯৩৯ - ৪৪ সালে সদস্য প্রতি চলতি মূলধনের পরিমাণ ব্যাপক ভাবে কমে যায়। ১৯৪৪ সালে সদস্য প্রতি চলতি মূলধনের বৃদ্ধির পরিমাণ এতটাই কমে যায় যে, সেই সময় অর্থের অভাবে বাংলায় সমবায় আন্দোলনের ঋণদান কার্যক্রম প্রায় অচল হয়ে পড়ে।

শেয়ার মূলধন

শেয়ার মূলধন চলতি মূলধনের একটি গুরুত্বপূর্ন উৎস। কিন্তু সমবায় আন্দোলনের প্রথম দিকে শেয়ার মূলধনের বিষয়ে যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হয়নি। একটু গভীরভাবে পর্যবেক্ষন করলে দেখা যায় যে, গ্রামীণ ঋণদান সমিতির শেয়ার মূলধনের অগ্রগতির জন্য জটিল এবং ভুল পদ্ধতি অনুসরন করা হয়। তাই ১৯১১-১২ সাল পর্যন্ত বেশীর ভাগ সমিতির শেয়ার ছিলনা। এ জন্য ১৯১৮ সালে সব সমিতির ক্ষেত্রেই শেয়ার চালুকরার ব্যবস্থা করা হয়। শেয়ার মূলধন বার্ষিক ১০টি কিস্তিতে পরিশোধ করতে হত। আশা করা হয়েছিল সদস্যদের কিস্তির মাধ্যমে শেয়ার মূলধন পরিশোধ শুধুমাত্র তাদের মিতব্যয়ে উৎসাহিত করবে না, এটা সাথে সাথে সমিতির আর্থিক স্বচ্ছলতা অর্জনেও তাৎপর্যপূর্ন ভূমিকা পালন করবে। এছাড়া বাইরের মূলধনের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে সমিতির আর্থিক স্বাধীনতা বৃদ্ধি করবে।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথমদিকে এই প্রত্যাশা পূর্ন হয়েছিল। যেমন - এ সময় শেয়ার মূলধন সদস্যপদ বৃদ্ধির তুলনায় বেশ দ্রুত হারে বাড়তে থাকে। তবে এই বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা অব্যাহত ছিল না। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শেয়ার মূলধনের উন্নতির যে ধারা বা গতি দেখা যায় তা শুধুমাত্র প্রথম পনের বছর অব্যাহত থাকে। এর পর আবার শেয়ার মূলধন বৃদ্ধির পতন হয় এবং ১৯৩৯-৪৪ সালে এর দ্রুত পতন হয়।[১২] কারণ হিসেবে বলা যায় যে, সমবায় সমিতির সদস্যরা সমিতিতে যোগ দেয়ার সময় শেয়ার মূলধন পরিশোধে যেমন আগ্রহ দেখিয়েছিল, শেয়ার মূলধনের কিস্তি দেয়ার ব্যাপারে পরে আর তেমন উৎসাহী ছিল না। সারণী ৫-এ বর্ণিত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, পরিশোধিত শেয়ার মূলধন ১৯১১-১২ সালে যেখানে ছিল ২৪,৩১৯ রুপি, তা ক্রমাগতভাবে বেড়ে ১৯৩৩-৩৪ সালে হয় ৫৫,৮৮,৭৮৪ রুপি। কিন্তু ১৯৩৪-৩৫ সালে এই অর্থের পরিমাণ কমে হয় ৫৫,৪৪,৫৪৮ রুপি। এভাবে শেয়ার মূলধনের অগ্রগতি প্রথম দিকে কিছুটা বৃদ্ধি হলেও চলতি মূলধনের উৎস হিসেবে পর্যাপ্ত ছিল না। যেমন - ১৯৩৪-৩৫ সালে মোট চলতি মূলধনে শেয়ার মূলধনের সরবরাহ ছিল শতকরা ৯ ভাগ মাত্র।[১৩] এখানে আরও উল্লেখ্য যে, ১৯২০ সাল থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত সদস্য প্রতি বাংলায় বার্ষিক শেয়ার মূলধন বৃদ্ধির গড় হার ছিল শতকরা ১০.৬ ভাগ।[১৪] তবে এই বৃদ্ধির হার সন্তোষজণক ছিল না। কারণ ১৯৩৫ সাল থেকে শেয়ার মূলধনের পরিমাণ কমতে থাকে এবং ১৯৩৯-৪৪ পঞ্চবার্ষিকীকালে সদস্য প্রতি শেয়ার মূলধনের পরিমাণ অনেক কমে যায়।[১৫] যার ফলে বাংলায় সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতি দারুনভাবে ব্যাহত হয়। কিন্তু এ সত্বেও বলা যায়, শেয়ার মূলধন একদিকে যেমন সমিতির মূলধন গঠনে মূল্যবান ভূমিকা পালন করে, অন্যদিকে তেমনি সমিতির ঋণদান সেবার ক্ষেত্র বৃদ্ধি করে এবং সদস্যদেরকে মিতব্যয়ে উৎসাহিত করে। নিম্নে সারণীর সাহায্যে ১৯২০ সাল থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত অঞ্চল ভিত্তিক শেয়ার মূলধনের শতকরা বার্ষিক বৃদ্ধির হারের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হল ঃ

Dhaka University Institutional Repository

সারণী – ৮

শেয়ার মূলধন বৃদ্ধির হার, ১৯২০-৪৪

অঞ্চল	বৃদ্ধির হার
সমগ্র বাংলা	১০.৬
প্রেসিডেন্সি	১০.৯
বর্ধমান	১২.৪
রাজশাহী	৮.৭
ঢাকা	১১.১
চট্টগ্রাম	১১.২

উৎস ঃ Mufakharul Islam, *op. cit.*, p. 171.

সারণী-৮-এ বর্ণিত তথ্য মতে, শেয়ার মূলধন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভাল অবস্থানে ছিল বর্ধমান অঞ্চল এবং এখানে বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ১২.৪ ভাগ। অন্যদিকে সবচেয়ে খারাপ অবস্থানে ছিল রাজশাহী অঞ্চল এবং এখানে বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা মাত্র ৮.৭ ভাগ। শেয়ার মুলধন বৃদ্ধির হারের দিক দিয়ে ঢাকা এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলের অবস্থানও ভাল ছিল। ঢাকা অঞ্চলের বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ১১.১ ভাগ এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলে শতকরা ১১.২ ভাগ। প্রেসিডেন্সি অঞ্চলে বৃদ্ধির হার ছিল ১০.৯ শতাংশ। আর সমগ্র বাংলায় গড় বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ১০.৬ ভাগ।

Dhaka University Institutional Repository

সদস্য এবং অ-সদস্যদের জমা

গ্রামীণ ঋণদান সমবায় সমিতির তহবিলের প্রধান উৎস ছিল সদস্য এবং অ-সদস্যদের জমাকৃত অর্থ, যা দিয়ে সমিতি ঋণদান কার্যক্রম পরিচালনা করত। কিন্তু বাংলায় সমবায় আন্দোলনের প্রথম দিকে সদস্য এবং অ-সদস্যদের জমার হার যেরূপ গতিতে বেড়েছিল, পরবর্তীতে তা অনেক কমে যায়। যেমন- সারণী ৪ থেকে দেখা যায় যে, ১৯০৬-০৭ সাল থেকে ১৯০৯-১০ সাল পর্যন্ত সমবায় সমিতিতে সদস্য এবং অ-সদস্যদের জমার পরিমাণ বেশ দ্রুত গতিতে বেড়ে ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে সদস্য এবং অ-সদস্য আমানত কমতে থাকলে এক উৎসাহদায়ক ঘোষনার মাধ্যমে যতটা সম্ভব স্থানীয় মূলধন আকৃষ্ট করার জন্য ১৯১৩ সালে সমবায় বিভাগ এক সার্কুলার জারী করে ঋণদান সমিতির দৃষ্টি আকর্ষন করে। এতে বলা হয় যে, স্থানীয় ভাবে ঋণদান সমিতির উন্নয়নের জন্য যে মূলধনের প্রয়োজন হবে তা কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরাসরি সরবরাহ করবে। অর্থাৎ চাহিদানুযায়ী প্রয়োজনীয় মূলধন স্থানীয় সমিতিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরবরাহ করবে। এর ফলে গ্রামীন সমিতির একপর্যায়ে এমন উন্নয়ন হবে যে, ভবিষ্যতে এরা স্থানীয়ভাবে দাবীকৃত অর্থের প্রয়োজন নিজস্ব তহবিল থেকে মিটাতে সক্ষম হবে। কিন্তু এই আশা বাস্তবে পরিনত হয়নি। কারণ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুলধনের উপর এই নির্ভরশীলতার জন্য সদস্যরা সমিতির টাকা তাদের নিজস্ব এটা বিশ্বাস করত না। এর ফলে সদস্যদের জমার পরিমাণ কমে যায় এবং প্রাথমিক সমিতি কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে অধিক পরিমাণে ধার করতে বাধ্য হয়। যেমন- সারণী ৫-এ বর্ণিত চিত্র থেকে দেখা যায় যে, ১৯১১-১২ সালে সদস্য এবং অ-সদস্যদের জমার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২,৬১,৫৮৭ রুপি এবং ১,৬৫,১৫৪ রুপি, যার মধ্যে সদস্যদের জমার পরিমান ১৯৩০-৩১ সাল পর্যন্ত ক্রমাগতভাবে বেড়ে হয় ২১,৯৫,০৪২ রুপি এবং এরপর সদস্যদের জমার পরিমাণ কমে ১৯৩৪-৩৫ সালে হয় ১৮,৬১,৫৮০ রুপি। আর অ-সদস্যদের জমা ১৯২৮-

Dhaka University Institutional Repository

২৯ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বেড়ে হয় ১৫,২৫,১৩৯ রুপি এবং এরপর অ-সদস্যদের জমার পরিমাণ বেশ কয়েক বছর উত্থান-পতনের সম্মুখীন হয়ে ১৯৩৫-৩৬ সালে ১৪,৯৯,২৮৬ রুপি হয়। ১৯৪০-৪১ সালের দিকে সদস্য এবং অ-সদস্যদের জমার পরিমাণ আরও কমে হয় যথাক্রমে ১৭.১১ লাখ রুপি ও ১২.৪ লাখ রুপি (সারণী-৬)। সারণী-৯ এর মাধ্যমে ১৯২০ সাল থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত অঞ্চল ভিত্তিক সদস্যদের জমার শতকরা বার্ষিক বৃদ্ধির হারের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হল:

সমবায় সমিতির সদস্যদের জমা সম্পর্কিত তথ্যে দেখা যায় যে, ১৯২০ সাল থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত সদস্য আমানত বৃদ্ধির হারের দিক দিয়ে সবচেয়ে ভাল অবস্থানে ছিল ঢাকা অঞ্চল,এখানে আমানত বৃদ্ধির বার্ষিক হার ছিল শতকরা ৬.৮ ভাগ(সারণী-৯)।দ্বিতীয় অবস্থানে

সারণী – ৯

মূলধন গঠনে সদস্যদের অবদান

অঞ্চল	বৃদ্ধির হার
সমগ্র বাংলা	৪.২
প্রেসিডেন্সি	০.৮
বর্ধমান	২.৬
রাজশাহী	১.৯
ঢাকা	৬.৮
চট্টগ্রাম	৫.৭

উৎস ঃ Mufakharul Islam, *op. cit.*, p. 172.

Dhaka University Institutional Repository

ছিল চট্টগ্রাম অঞ্চল এবং এখানে বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা বার্ষিক ৫.৭ ভাগ। সমগ্র বাংলায় গড় বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৪.২ ভাগ। সবচেয়ে খারাপ অবস্থানে ছিল প্রেসিডেন্সি অঞ্চল, এখানে জমার বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা মাত্র ০.৮ ভাগ। রাজশাহী অঞ্চলের অবস্থানও তেমন ভাল ছিলনা এবং এখানে বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা মাত্র ১.৯ ভাগ। বর্ধমান অঞ্চলে বৃদ্ধির হার ছিল ২.৬ শাতংশ।

এখানে আরও একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ১৯২০ সাল থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত সদস্যপ্রতি আমানত যে হারে বাড়ে, পরবর্তীকালে সে হারে বাড়েনি। ১৯৩৫ সাল থেকে সদস্য আমানত বৃদ্ধির গড় হার কমতে থাকে এবং ১৯৩৯-৪৪ সালে এই আমানত বৃদ্ধির হার কমে হয় শতকরা মাত্র ২.৯ ভাগ।

এভাবে সদস্য এবং অ-সদস্যদের জমার হার তুলনামূলকভাবে দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি না হওয়ায় যৌথ মূলধন এবং সংরক্ষিত মূলধনের বৃদ্ধির গতিও স্তিমিত হয়ে পড়ে । ১৯১১-১২ সালে সদস্যদের জমাকৃত অর্থের পরিমাণ যেখানে চলতি মূলধনের শতকরা প্রায় ১৭ ভাগ ছিল, সেখানে ১৯৩৪-৩৫ সালে এর পরিমাণ হয় শতকরা মাত্র ৩ ভাগ।[১৬] জমার পরিমাণ কমার জন্য সরকার প্রতিশ্রুত সহায্যের বিষয়টিও বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল। ১৯১১-১২ সালে সরকার কর্তৃক দেয় মোট সাহায্যের পরিমাণ ছিল যেখানে ১,৮২,০০০ রুপি, সেখানে তা ক্রমাগতভাবে কমে ১৯৩৪ -৩৫ সালে হয় মাত্র ১০১ রুপি।[১৭]

Dhaka University Institutional Repository

সরকার প্রতিশ্রুত সাহায্যের পরিমাণ কমার উল্লেখযোগ্য কারণ হল ১৯০৪ সালের সমবায় আইন। ১৯০৪ সালের আইনে ভারত সরকার যে ঘোষনা দেয়, তাতে বলা হয় যে, সরকার প্রতিশ্রুত অর্থের পরিমাণ সদস্যদের জমা অথবা যৌথ মূলধনের পরিমাণকে অতিক্রম করবে না। যেহেতু পরবর্তীকালে অর্থনৈতিক মন্দা, অব্যবস্থাপনা প্রভৃতি কারণে সদস্যদের জমা ও যৌথমূলধনের পরিমাণ কমেছিল, সেহেতু আইনানুযায়ী সরকার প্রতিশ্রুত সাহায্যের পরিমাণও কমেছিল।

মূলধন গঠনে ঋণের অবদান

সমবায় সমিতির চলতি মূলধনের একটি গুরুত্বপূর্ন উৎস গৃহীত ঋণ ও কর্জিত মূলধন। এই গৃহীত ঋণ ও কর্জিত মূলধন সাধারনত সরকার, অন্যান্য সমিতি, সদস্য নয় এমন ব্যক্তি এবং প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে পাওয়া যেত। সমবায় আন্দোলনের প্রথমদিকে সমবায় সমিতিগুলি সরকার, বেসরকারি ব্যক্তি, এবং সদস্যদের নিকট থেকে প্রাপ্ত সুদসহ ঋণ ও সুদ ব্যতীত ঋণ দিয়ে পরিচালিত হত। ১৯০৫-০৬ সালে বেঙ্গল সমবায় সমিতি সরকারের নিকট থেকে সুদমুক্ত ঋণ ৩,২১০ রুপি গ্রহণ করে। এছাড়া সমিতি সরকারের নিকট থেকে ৫,৪৫৭ রুপি সুদসহ ঋণ এবং বেসরকারি ব্যক্তিদের নিকট থেকে ১৫,৮২৯ রুপি অগ্রিম গ্রহণ করেছিল।[১৮] ১৯০৯-১৯১০ সালে সরকারের নিকট থেকে গৃহীত ঋণের পরিমাণ হয় ৩৪,৭৪২ রুপি।[১৯] তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকেই চলতি মূলধনের সবচেয়ে বড় অংশ পাওয়া যেত। অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত চলতি মূলধনের পরিমান তুলনামূলকভাবে বেশ কম ছিল। যেমন- প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, সমবায় সমিতির চলতি মূলধনের শতকরা ৬০.৮ ভাগ

Dhaka University Institutional Repository

যেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দিয়েছিল, সেখানে সদস্য নয় এমন ব্যক্তিরা দিয়েছিল শতকরা মাত্র ৩.১ ভাগ। সারণী ৫-এ বর্ণিত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ১৯১১-১২ সালে সমিতি, প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে একত্রে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ ছিল ৭,০৪,৪২৮ রুপি এবং সরকারের নিকট থেকে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ ছিল ১,৮২,৬৪২ রুপি। এর মধ্যে শুধুমাত্র প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ ১৯৩০-৩১ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বেড়ে হয় ৩,৫১,৪৪,৩৩৭ রুপি এবং এরপর প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে কমে ১৯৩৫-৩৬ সালে হয় ৩,২৩,৩৭,৩১৪ রুপি। অন্যদিকে সমিতি থেকে প্রাপ্ত অর্থের পরিমান ১৯১১-১২ সালের পর কোন কোন সময় বাড়ে, আবার কোন কোন সময়ে কমে। এভাবে উত্থান পতনের সম্মুখীন হয়ে ১৯৩৬ সাল নাগাদ অর্থের পরিমান দাঁড়ায় ১,০৫,৭৬৬ রুপি এবং সরকারের নিকট থেকে গৃহীত ঋণের পরিমান ক্রমাগতভাবে হ্রাস পেয়ে ১৯৩৪-৩৫ সাল নাগাদ হয় ১০১ রুপি মাত্র। শুধু তাই নয় ১৯৩৬-৩৭ সাল নাগাদ সরকারের নিকট থেকে গৃহীত ঋণের পরিমাণ শূণ্যের কোটায় পৌঁছে।[২০] নিম্নের সারণীতে ১৯২০ সাল থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত অঞ্চল ভিত্তিক তুলনামূলক বিবরণের মাধ্যমে কর্জিত মূলধনের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে আরও স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হল ঃ

সারণী - ১০

মূলধন গঠনে ঋণের অবদান

অঞ্চল	বৃদ্ধির হার
সমগ্র বাংলা	৪.৭
প্রেসিডেন্সি	৫.৬
বর্ধমান	৫.৬
রাজশাহী	২.৬
ঢাকা	৫.৩
চট্টগ্রাম	৫.১

উৎস ঃ Mufakharul Islam, *op. cit.*, p. 174.

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ১০-এ বর্ণিত উপাত্ত থেকে দেখা যায় যে, কর্জিত মূলধন বৃদ্ধির হারের দিকদিয়ে প্রেসিডেন্সি এবং বর্ধমান অঞ্চল শীর্ষস্থান দখল করেছিল, এ অঞ্চল দুটিতে কর্জিত মূলধন বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা বার্ষিক ৫.৬ ভাগ। দ্বিতীয় অবস্থানে ছিল ঢাকা অঞ্চল এবং এ অঞ্চলে বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৫.৩ ভাগ। চট্টগ্রাম অঞ্চলের অবস্থান ও খারাপ ছিল না, এখানে বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৫.১ ভাগ। কর্জিত মূলধন বৃদ্ধির হারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে নিম্নতম স্থানটি দখল করেছিল রাজশাহী অঞ্চল, যেখানে বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা মাত্র ২.৬ ভাগ। সমগ্র বাংলায় গড় বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৪.৭ ভাগ।

কর্জিত মূলধন সমবায় সমিতির চলতি মূলধনের একটি তাৎপর্যপূর্ন উৎস হওয়া সত্বেও এর আশানুরূপ যেমন অগ্রগতি হয়নি, তেমনি এর কোন বিকল্প ব্যবস্থা বের করাও সম্ভব হয়নি।

সংরক্ষিত তহবিল

প্রাথমিক কৃষিঋণদান সমিতির চলতি মূলধন গঠনের একটি বড় অংগ সংরক্ষিত তহবিল। আর এই সংরক্ষিত তহবিল সমবায় সমিতির বার্ষিক লাভ এবং সদস্যদের প্রবেশ ফির একটি নির্দিষ্ট অংশ সংগ্রহ করে সৃষ্টি করা হয়েছিল। এভাবে ১৯০৬-০৭ সালে সংরক্ষিত তহবিলের পরিমাণ হয় যেখানে ৪,৬৫২ রুপি, সেখানে ১৯০৯-১০ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৩২,৩৫৫ রুপি।[২১] আর ১৯১১-১২ সালে মোট চলতি মূলধনের শতকরা ৯ ভাগ এই তহবিল দিয়ে গঠিত হয়েছিল। সারণী-১১এর সাহায্যে ১৯১১ সাল থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত বাংলায় কৃষিঋণদান সমিতির সংরক্ষিত তহবিলের অন্যতম উৎস সমবায় সমিতির লাভের অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করা হলঃ

প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমিতির সংরক্ষিত তহবিল গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান- লাভ ১৯১১-১২ সাল থেকেই বাড়তে থাকে এবং এই লাভ বৃদ্ধির গতি ১৯৩১-৩২ সাল পর্যন্ত অব্যাহত

Dhaka University Institutional Repository

থাকে। ১৯১১-১২ সালে যেখানে মোট লাভ হয় ৮৯,৭৭৩ রুপি, সেখানে ১৯৩১-৩২ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৮,৪২,৯০৭ রুপি (সারণী ১১)। তবে ১৯৩২-৩৩ সালে মুনাফা

সারণী – ১১

লাভ এবং লোকসানের হিসাব, ১৯১১-৩৬

বৎসর	লাভ এবং লোকসান রুপি
১৯১১-১২	+৮৯,৭৭৩
১৯১২-১৩	+১,১৪,৬০৬
১৯১৩-১৪	+১,৫৪,৩৬৩
১৯১৪-১৫	+২,০৮,৪৪১
১৯১৫-১৬	+১,৯২,৪২৮
১৯১৬-১৭	+১,৯৬,৯৯৬
১৯১৭-১৮	+২,২৫,৯৫৪
১৯১৮-১৯	+২,৩১,৬১৯
১৯১৯-২০	+২,৬৩,৫৩৪
১৯২০-২১	+৩,৩৪,০৩৪
১৯২১-২২	+৩,৬৩,৩৭৬
১৯২২-২৩	+৪,৩৬,৩২৪
১৯২৩-২৪	+৪,৯০,২২৮
১৯২৪-২৫	+৬,১২,৮৪৪
১৯২৫-২৬	+৬,৪৩,০৯৮
১৯২৬-২৭	+৯,৭২,৪৮০
১৯২৭-২৮	+১২,৩৭,৯৬০
১৯২৮-২৯	+১৫,০৪,০৭২
১৯২৯-৩০	+১৭,২৬,১৬০
১৯৩০-৩১	+১৯,৭১,৩৬৫
১৯৩১-৩২	+১৮,৪২,৯০৭
১৯৩২-৩৩	+১৬,৯৩,৭২৮
১৯৩৩-৩৪	+১৫,৮৬,৬৩৮
১৯৩৪-৩৫	+১২,৪৮,৬১৫
১৯৩৫-৩৬	+ ৯,৬৯,৭৮৫

উৎস : Niyogi, *op. cit.*, p.11

Dhaka University Institutional Repository

বৃদ্ধির গতি কমতে থাকে এবং ১৯৩৫-৩৬ সালে এটা কমে হয় ৯,৬৯,৭৮৫ রুপি। এ সময়ে মুনাফা বৃদ্ধির গতি কমার একটি বিশেষ কারণ ছিল কৃষিতে মন্দাভাব। কৃষিপণ্যের মূল্য হঠাৎ পড়ে গেলে সমিতির সদস্যরা সুদসহ আসল পরিশোধ করতে পারছিলনা। ফলে সমবায় সমিতির লাভের বৃদ্ধির হার এসময়ে বেশ কমে আসে। সংরক্ষিত তহবিলের অন্যতম উৎস লাভ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উত্থান-পতন পরিলক্ষিত হলেও সারণী ৫-এ বর্ণিত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, সংরক্ষিত তহবিলের অর্থের পরিমান ১৯১১-১২ সাল থেকে ১৯৩৫-৩৬ সাল পর্যন্ত কোনরূপ উত্থান-পতনের সম্মুখীন না হয়ে ক্রমাগতভাবে বাড়তে থাকে।। যেমন ১৯১১-১২ সালে সংরক্ষিত তহবিলের পরিমান যেখানে ১,৩২,৯২৪ রুপি ছিল, সেখানে তা ১৯৩৫-৩৬ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বেড়ে হয় ১,৭৭,২১,৪৭১ রুপি।

তবে ১৯১১-১২ সাল থেকে মুনফা ও সংরক্ষিত তহবিল বৃদ্ধির যে বিবরণ দেয়া হয়েছে তা যে সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য তা বলা যায়না। এই তথ্যের মধ্যে ভ্রম থাকা অস্বাভাবিক নয়। কারণ এই সময়ে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণের অভিযোগের সংখ্যা অনেক। নিরীক্ষকগন অনেক সময় সম্পদের এবং লভ্যাংশ যোবনার ক্ষেত্রে অসংগতভাবে কাল্পনিক মতামত দিয়েছেন। তাই এই মতামতের উপর ভিত্তিকরে মুনাফা ও সংরক্ষিত তহবিলের যে চিত্র প্রকাশ করা হয়েছে তা ভ্রমাত্বক হওয়া অস্বাভাবিক নয়। নিরীক্ষকরা সংরক্ষিত তহবিল সম্পর্কে যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন তা কাল্পনিক ও ভ্রমাত্বক বলা হচ্ছে এই অর্থে যে, তারা মেয়াদ উত্তীর্ণ বা খারাপ ঋণ সম্পর্কে তাদের রিপোর্টে কোন সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা না দিয়ে বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন। তার পরও এ বিষয়ে বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার যে, সমবায় সম্পর্কিত তথ্যগত সীমাবদ্ধতার মধ্যে এই তালিকা আমাদের সমবায়ের অগ্রগতি সম্পর্কে যে ধারনা দেয় তার মূল্য নেহাত কম নয়। এটা সমবায়ের অগ্রগতি মূল্যায়নে আমাদের যথেষ্ট সহায়তা

Dhaka University Institutional Repository

করে। বিভাগ ওয়ারী ১৯২০ সাল থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত বাংলার কৃষিঋণদান সমিতির সংরক্ষিত তহবিল বৃদ্ধির হার সম্পর্কে তুলনামূলক চিত্র সারণী- ১২ এর মাধ্যমে তুলে ধরা হল ঃ

সংরক্ষিত তহবিল বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশী ছিল চট্টগ্রাম অঞ্চলে, শতকরা ১৬.১ ভাগ। দ্বিতীয় স্থানে ছিল বর্ধমান অঞ্চল, শতকরা ১৪.০ ভাগ। বৃদ্ধির হার সবচেয়ে কম ছিল রাজশাহী অঞ্চলে, শতকরা ১০.২ ভাগ মাত্র।সমগ্র বাংলায় এবং ঢাকা অঞ্চলেও গড় বৃদ্ধির হার ছিল একই ধরনের শতকরা ১২.৯ ভাগ (সারণী-১২)।

সারণী - ১২

সংরক্ষিত তহবিলের বৃদ্ধির হার, ১৯২০-৪৪

অঞ্চল	বৃদ্ধির হার
সমগ্র বাংলা	১২.৯
প্রেসিডেন্সি	১৩.৬
বর্ধমান	১৪.০
রাজশাহী	১০.২
ঢাকা	১২.৯
চট্টগ্রাম	১৬.১

উৎস ঃ Mufakharul Islam, *op. cit.*, p. 170.

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে সংরক্ষিত তহবিল বৃদ্ধি পেয়ে ১৯২০-২১ সালে হয় ১৫.৭ লাখ রুপি এবং ১৯৪৩-৪৪ সাল নাগাদ এটা আরও বেড়ে হয় ২০৪.৯ লাখ রুপি। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে ১৯৪৩ -৪৪ সালে সংরক্ষিত তহবিলের মোট পরিমান বাড়লেও, এই সময় সদস্যপ্রতি সংরক্ষিত তহবিলের পরিমান বর্ধমান ব্যতীত সব অঞ্চলেই কমে যায়। এখানে যে বিষয়টি লক্ষ্যনীয়, তা হল পঞ্চবার্ষিকীকালে ১৯২০-২৪ সাল থেকে ১৯৩৫-৩৮ সাল পর্যন্ত সদস্য প্রতি সংরক্ষিত তহবিল অব্যাহত গতিতে বাড়তে থাকে, কিন্তু ১৯৩৯-৪৪ সালে বৃদ্ধির গতি ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। মাথাপিছু সংরক্ষিত তহবিলের পরিমান হ্রাসের অন্যতম কারণ হল এই সময়ে সদস্য বৃদ্ধির হারের তুলনায় সংরক্ষিত তহবিলের অগ্রগতি হয়নি।

এরূপে বাংলায় বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত সমবায় সমিতির চলতি মূলধনের পরিমাণ না বেড়ে বরং পঞ্চাশের দশকের শেষ নাগাদ ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। যেমন- ১৯৪৮ সালে সমবায় সমিতির মোট চলতি মূলধন হয় ৩৬৭.৬১ লাখ রুপি।[২২]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

1. *Report of the Bengal Provincial Banking Enquiry Committee 1929-30* (Calcutta, 1930), Vol.1, p.131.

2. *Ibid*, p. 133.

3. *Proceedings of the Eleventh Provincial Conference of Co-operative Societies in Bengal held at Calcutta on 26th and 28th February and 1st March 1921*(Calcutta, 1921), p.35.

4. B.G. Bhatnagar, *The Co-Operative Organization in British India* (Allahabad, 1927), pp.68-70.

5. *Bengal Provincial Banking Enquiry Committee 1929-30, op. cit,* p. 51.

6. M.Mufakharul Islam, *Bengal Agriculture 1920-1946: A Quantitative Study* (Cambridge University Press, 1978), p.164.

7. *Ibid*, p. 163.

8. *Office Of the Economic Adviser Ministry Of Economic Affairs, Economy Of Pakistan, 1950*, (Karachi, 1951), p. 363.

9. Maniruddin Ahmed: *Co-Operatives in Bangladesh: An Overview* (Dhaka, 1989), p. 12.

Dhaka University Institutional Repository

10. J.P. Niyogi, *The Co-Operative Movement in Bengal* (London, 1940), p.18.

11. Mufakharul Islam, *op. cit.,* p. 168.

12. *Ibid*, p.171.

13. Niyogi, *op. cit.* p. 23.

14. Mufakharul Islam, *op. cit.,* p. 171.

15. *Ibid.*

16. Niyogi, *op. cit.* p. 19.

17. *Ibid*, p.20.

18. *Ibid*, p.16.

19. *Report on the Working of the Co-operative Credit Societies in Bengal, 1909-1910* (Calcutta, 1910), p.19.

20. *Annual Report on the Working of Co-operative Societies in the Presidency of Bengal,*), *1937* (Alipore, 1938), Appendix,p.27.

21. *Report on the Working of the Co-operative Credit Societies in Bengal, 1909-1910, op.cit.*,p.19.

22. *Office Of the Economic Adviser Ministry Of Economic Affairs, Economy Of Pakistan, 1950, op.cit.*, p. 363.

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

সমবায় সমিতির ঋণদান কার্যক্রম

এই অধ্যায়ের প্রধান আলোচ্য বিষয় হল বাংলায় সমবায় সমিতির ঋণদান কার্যক্রম পরিচালনা পদ্ধতি, ঋণদানের পরিমাণ এবং ঋণ পরিশোধের অগ্রগতির সার্বিক পর্যালোচনা। এর সাথে ঋণকারী কৃষক পরিবারের হার, সুদের হার, মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের হার এবং মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ থেকে কৃষককে মুক্তি দেয়ার জন্য গৃহীত অগ্রীম ঋণদান ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনার প্রয়াস পেয়েছি।

বাংলার দরিদ্র কৃষকের কৃষিঋণ সমস্যা সামাধানের জন্য সমবায় সমিতি কর্তৃক গৃহীত কৃষি ঋণ দান ব্যবস্থা সুষ্ঠু ও সুশৃংখলভাবে পরিচালনার জন্য বেশ কিছু বিধি -বিধান ছিল। সমবায় সমিতি থেকে ঋণ গ্রহন করার জন্য আবেদনকারীকে এই সকল বিধি বিধান-মেনে আবেদন করতে হত।

ঋণ গ্রহনকারীকে প্রথমে ঋণের জন্য লিখিতভাবে অথবা মৌখিকভাবে ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে আবেদন করতে হত। প্রত্যেক আবেদনকারী কি উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহন করছে তার বিবরন আবেদন পত্রে যথার্থ ও পরিস্কারভাবে অবশ্যই উল্লেখ করতে হত। শুধু তাই নয়, আবেদনকারীকে ঋণের আবেদনপত্রে সুপারিশকারী হিসাবে সহোদর সদস্যের নামও উল্লেখ করতে হত।[১] এর কারন হল ঋণকারী যদি ঋণ পরিশোধ না করত বা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হত তা হলে জামিনদার ব্যক্তি এই ঋণের জন্য দায়ী হত। অনেক সময় ঋণ

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহনকারী ঋনে জর্জরিত হয়ে পলায়ন করত। এরূপ অবস্থা থেকে মুক্ত থাকার জন্যও এই জামিনদারী ব্যবস্থা রাখা হয়। সাধারনত প্রতিটি ঋণের ক্ষেত্রে জামিনদার বিষয়ে দুটি শর্ত পূরন বাধ্যতামূলক ছিল। প্রথমত: জামিনদার ব্যক্তিকে পঞ্চায়েত কর্তৃক অনুমোদিত হতে হত এবং দ্বিতীয়ত: তাকে সর্বদা সমিতির সদস্য হতে হত।[২] এছাড়া ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তনুযায়ী সদস্য কর্তৃক জমাকৃত মোট টাকার একটি বড় অংশ জামিন ব্যতীত ঋণ দেয়ার ব্যবস্থা ছিল। তবে সমিতির সদস্য নয় এমন ব্যক্তিদের ঋণ গ্রহনের ক্ষেত্রে তাদের সম্পত্তি বন্ধক রাখতে হত।[৩]

সদস্যদের নিকট থেকে ঋন গ্রহনের আবেদনপত্র পাওয়ার পর ব্যবস্থাপনা কমিটি এ বিষয়ে বিস্তারিত তদন্তের জন্য রেজিষ্ট্রারকে দায়িত্ব দিত এবং রেজিষ্ট্রার ঋণ গ্রহনকারী কি উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহন করছে সেটা ভালোভাবে খতিয়ে দেখে ঋণ গ্রহণকারীর ঋন পরিশোধের যোগ্যাতা বিবেচনা করে ঋণের জন্য সুপারিশ করত ও ঋণ পরিশোধের নির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারন করত। এর পর সংশ্লিষ্ট বছরের সাধারণ সভায় আবেদনকারীদের প্রায় সকলকেই ঋণের অনুমতি দেয়া হত। সমিতির সদস্য নয় এমন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে তাদের আবেদন পত্রে বর্ণিত বিবরণে যদি ব্যবস্থাপনা কমিটি সন্তুষ্ট হয়ে সমর্থন করত, তাহলে তাদের ঋণ বরাদ্দ দেয়া হত।

গ্রামীন সমিতিগুলি প্রধানতঃ উৎপাদন খাতের যে সকল বিষয়ে ঋণ দান করত তা হলঃ-(১) চাষাবাদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয়, (২) বীজ ক্রয়, (৩) গবাদি পশু ক্রয়, (৪) বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার, (৫) পুরাতন ঋণ পরিশোধ এবং (৬) কাঁচামাল ক্রয় (উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উপাদান ক্রয়)।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া আরও কিছু প্রয়োজনীয় কিন্তু ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয় এমন বিষয়ে ঋণ প্রদানের উল্লেখ করা যায়। যেমন- (১) ভূমি রাজস্ব পরিশোধ, (২) মেলা উপলক্ষ্যে উৎপন্ন শস্য এবং প্রস্তুতকৃত পণ্য বিক্রয়, (৩) গবাদি পশুর শুষ্ক খাদ্য ক্রয়, (৪) ব্যক্তিগত ভরন-পোষন, (৫) উৎসব-পার্বন ব্যয়, (৬) মোকদ্দমা খরচ এবং (৭) শিক্ষাও অনুরূপ অন্যান্য ব্যয়।[৪]

এই ঋণ গুলি সাধারনত নির্দিষ্ট মেয়াদে দেয়া হত এবং নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে পরিশোধ করতে হত। যেমন- কৃষকরা তাদের উৎপাদিত শস্য ন্যায্য মূল্যে বিক্রীকরার জন্য শস্য কিছু দিন যাতে সংগ্রহ করে রাখতে পারে, সেজন্য তাদের তিন মাস মেয়াদী শস্য সংগ্রহ ঋণ দেয়া হত এবং নির্দিষ্ট সময়ের শেষে শস্য বিক্রি করে এই ঋণ পরিশোধ করতে হত। দুই চাকার গরুর বা ঘোড়ার গাড়ি ক্রয় এবং গৃহ ঋণ বাবদ দুই বছর মেয়াদী ঋণ দেয়া হত। ভূমি ক্রয় বা ভূমি বন্ধকীমুক্ত করন অথবা ভূমি উন্নয়নের জন্য ব্যয় বাবদ তিন থেকে পাঁচ বছর মেয়াদী ঋণ দেয়া হত। অনুৎপাদন খাতে যেমন- উৎসব-পার্বন প্রভৃতি বিষয়ে দুই বছর মেয়াদী ঋণ দেয়া হত।[৫] স্বল্প মেয়াদী এবং মধ্যম মেয়াদী ঋণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত নিশ্চয়তায় এবং অস্থায়ী কৃষি সম্পদের জামিনে দেয়া হত। অন্যদিকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ স্থায়ী কৃষি সম্পদ ভূমির জামিনে দেয়া হত।[৬]

সাধারনত সমিতির বেতনভুক্ত কর্মচারিদের ঋণ বার মাসের কিস্তিতে পরিশোধ যোগ্য ছিল। কিন্তু কমিটি ইচ্ছা করলে সময় বৃদ্ধি করতে পারত। কর্মচারীদের ধার নেয়া মোট টাকার এক দশমাংশ হারে প্রতি মাসে পরিশোধ করতে হত। যে উদ্দেশ্যে ঋণ বরাদ্দ করা

Dhaka University Institutional Repository

হত আবেদনকারী যদি সেই অনুযায়ী ঋণ ব্যবহার না করত তাহলে যে কোন সময় কর্তৃপক্ষ ঋণের অনুমোদন বাতিল করতে পারত।

বাংলায় সমবায় কৃষি ঋণদানের অগ্রগতির হার ঃ

বাংলার কৃষকের কৃষিঋণ সমস্যা সমাধানের জন্য সমবায়ের মাধ্যমে গৃহীত কৃষি ঋণদান ব্যবস্থা কতটা সুবিস্তৃত হয়েছিল এবং ঋণ গ্রহীতার অনুপাত কিরূপ ছিল, সে সম্পর্কে যে সকল তথ্য প্রামাণ পাওয়া যায় তা দিয়ে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট চিত্র তুলেধরা বেশ কঠিন। কারণ বাংলায় ১৯০৪ সালে সমবায় আন্দোলন শুরু হয় সত্যি, কিন্তু কৃষককে দেয় কৃষি ঋণের তেমন কোন যথার্থ তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। বিভিন্ন জরিপ এবং নিরীক্ষা থেকে কৃষককে দেয় কৃষিঋণের যে চিত্র পাওয়া যায় তাতে যথেষ্ট অসংগতি লক্ষ্য করা যায়। তবে তথ্যগত সীমাবদ্ধতা সত্বেও বিভিন্ন উৎস থেকে বাংলায় কৃষিঋণদান সমিতির ঋণের অগ্রগতির যে চিত্র পাওয়া যায় তা থেকে দেখা যায় যে, বাংলায় সমবায় আন্দোলনের প্রথমদিকে ঋণদানের অগ্রগতি যেভাবে হয়েছিল, পরবর্তীতে তা হয়নি। যেমন-১৯০৪-১৯০৫ সালে দেয় ঋনের পরিমান যেখানে ছিল ৯৬৭ রুপি, সেখানে তা মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে খুব দ্রুতগতিতে বেড়ে ১৯০৮-০৯ সালে হয় ২,৪৮,০৭১ রুপি।[৭] ১৯০৮-০৯ সালে বিভিন্ন খাতে দেয় ২,৪৮,০৭১ রুপি ঋনের মধ্যে মহাজনী ঋণ পরিশোধের জন্য ১,৩৩,৪০১ রুপি, কৃষি কাজের জন্য ৩২,০১৪ রুপি, গবাদি পশু ক্রয়ের জন্য ৩৮,৭২২ রুপি, মেয়াদ উত্তীর্ন ঋণ পরিশোধের জন্য ৯,১৯৮ রুপি, ভুমি

Dhaka University Institutional Repository

ক্রয়ের জন্য ২,২১৬ রুপি, ভূমি উন্নয়নের জন্য ৫৭৫ রুপি, গৃহ নির্মানের জন্য ৬৮২ রুপি, নৌকা ক্রয় বাবদ ৫৯৫ রুপি, দুই চাকার গরুর গাড়ী ক্রয়ের জন্য ৬০ রুপি, জলাধার খননের জন্য ১০৭ রুপি এবং পারিবারিক ব্যয় বাবদ ১৫,৮০২ রুপি দেয়া হয়।[৮] এভাবে বিভিন্ন খাতে দেয় ঋনের পরিমান ১৯৪১ সাল নাগাদ হয় ৪৭.৩৬ লাখ রুপি।[৯] যদিও ১৯৪১ সালে দেয় এই ঋনের পরিমান প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত ছিল না, তবে একথা সত্যি যে, বাংলায় মোট দেয় ঋণের পরিমান সমবায় আন্দোলনের প্রথম দিকের তুলনায় যথেষ্ট পরিমান বৃদ্ধি না হলেও সদস্য প্রতি গড় ঋনের পরিমান কিছুটা বৃদ্ধি হয়েছিল। যেমন- ১৯০৭-০৮ সালে গড় ঋনের পরিমান ছিল যেখানে ১৮ রুপি, সেখানে তা ১৯১৯ সালে বেড়ে হয় ১২০ রুপি এবং ১৯২৯ সাল নাগাদ এটা বেড়ে দাঁড়ায় ১৪৭ রুপিতে।[১০] বাংলায় গ্রামীণ ঋণদান সমিতিরমাধ্যমে দেয় এই ঋণের জেলাওয়ারী বিস্তারিত চিত্র সারণী - ১৩ এর মাধ্যমে তুলে ধরা হল:

১৯২৯ সালের ৩০জুন পর্যন্ত বাংলায় গ্রামীণ ঋণদান সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ৩,৭৬,৬৯৮ জন এবং গ্রামীণ সমবায় ঋণদান সমিতি থেকে মোট ঋণ গ্রহনের পরিমাণ ছিল ৩,২৩,৩৪,৪৬৩ রুপি (সারণী -১৩)। অন্যদিকে তখন বাংলায় মহাজনি এবং অন্যান্য অর্থ সংস্থানকারী প্রতিষ্ঠানের দেয় ঋণের পরিমাণ ছিল ২,৩০,৮৬,৪৬৯ রুপি, যা সমবায় ঋণের তুলনায়

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-১৩

সমবায় সমিতি ও মহাজন কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ (১৯২৯ সাল পর্যন্ত)

জেলার নাম	গ্রামীন সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা	১৯২৯ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত অনাদায়ী ঋণসহ মোট ঋণের পরিমান		মোট ঋণ রুপি	গ্রামীন সমিতির সদস্যদের গড় ঋণ রুপি
		গ্রামীন ঋন দান সমিতি রুপি	মহাজন এবং অন্যান্য অর্থ সংস্থানকারী রুপি		
বর্ধমান বিভাগ (হাওড়া ব্যতীত)	৫৭,০৯৬	৩১,৫৯,১২৮	২৭,৭৫,০০২	৫৯,৩৪,১৩০	১০৪
বর্ধমান	১৫,৮২১	৯,৭৯,১২৮	১০,১১,০১৯	১৯,৯০,১৪৭	১২৬
বীরভূম	২০,৭৩৯	১০,১১,৩০৮	১০,৪০,৪২৬	২০,৫১,৭৬৪	৯৯
বাঁকুড়া	১৪৭	৬,২০০	৪,৫১০	১০,৭১০	৭৩
মেদিনীপুর	১৪,৩৮৮	৮,৫৬,০১৭	৬,৭২,১১২	১৫,২৮,১২৯	১০৬
হুগলি	৬,০০১	৩,০৬,৪৭৫	৪৬,৯০৫	৩,৫৩,৩৮০	৫৯
প্রেসিডেন্সি বিভাগ (কলিকাতা ব্যতীত)	৮৮,৬৭৩	৫৬, ৮২,১৫০	৩৪,৭৪,১৬৭	৯১,৫৬,৩১৭	১০৩
চব্বিশ পরগনা	১৬,০৭২	৭,৬২,৭৮৬	৬,৪৬,৮৫৫	১৪,০৯,৬৪১	৮৮
নদীয়া	২৮,৭৮৮	১৭,৬৩,৩৩৮	১০,৫৭,৭৬৫	২৮,২১,১০৩	৯৮
মুর্শিদাবাদ	১৩,৫০৪	৮,৮৮,২৩৭	৫,১২,৫০৬	১৫,০০,৭৪৩	১১১
যশোর	১৪,০৬১	১১,০২,২৯৯	৩,৬৫,২২৪	১৪,৬৭,৫২৩	১০৪
খুলনা	১৬,২৪৮	১১,৬৫,৪৯০	৭,৯১,৭৮৭	১৯,৫৭,২৭৭	১২০
রাজশাহী বিভাগ	৭১,৭৫০	৬৪,৬৬,৫৯৩	৪০,২৬,৮৬৬	১,০৪,৯৩,৪৫৯	১৩২
রাজশাহী	১৪,৪৮৯	১১,৭৭,৯২৬	৬,৭৮,০৮৫	১৮,৫৬,০১১	১২৮
দিনাজপুর	৬,৮৪৬	৫,০৬,০৭৯	৫,২৬,৮৯০	১০,৩২,৯৬৯	১৫১
জলপাইগুড়ি	২,৩৭৭	১,৩৪,১৫৫	১,৬১,৬৮১	২,৯৫,৮৩৬	১২৪
রংপুর	৭,৬৫৯	৮,৫৪,৮২৩	৫,৯৩,২৮৮	১৪,৪৮,১১১	১৮৯
বগুড়া	১২,২০৩	১১,৩৪,৩২৩	৮,৯৭,৪৭২	২০,৩১,৭৯৫	১৬৭
পাবনা	১৮,৬৪০	১৭,১৭,৩৯০	৮,২৪,৪৭৩	২৫,৪১,৮৬৩	১৩৬
মালদা	৫,৭৩২	৪,৮৬,১৯০	১,৪৬,৭৫৫	৬,৩২,৯৪৫	১১০
দার্জিলিং	৩,৮০৪	৪,৫৫,৭০৭	১,৯৮,২২২	৬,৫৩,৯২৯	১৭২
ঢাকা বিভাগ	১,০২,৬২৬	১,১৪,২৮,৮৭৮	৮৯,৮৫,২২১	২০৪,১৪,০৯৯	১৯৯
ঢাকা	২৪,১৪৩	৩২,০২,১০২	২২,৯৫,২১০	৫৪,৯৭,৩১২	২২৮
ময়মনসিংহ	৩৯,৭৮৩	৫০,০৩,১৭৩	৫০,১১,১৯৯	১০০,১৪,৩৭২	২৫২
ফরিদপুর	১৮,৮৪৭	১২,২৭,২৯৪	২,৭৬,৬৯৪	১৫,০৩,৯৮৮	৮০
বাকেরগঞ্জ	১৯,৮৫৩	১৯,৯৬,৩০৯	১৪,০২,১১৮	৩৩,৯৮,৪২৭	১৭১
চট্টগ্রাম বিভাগ (চট্টগ্রামের হিলট্রাক্টস ব্যতীত)	৫৬,৫৫৩	৫৫,৯৭,৭১৪	৩৮,২৫,২১৩	৯৪,২২,৯২৭	১৬৭
চট্টগ্রাম	৮,৭১৭	৬,৭৩,৩০২	২,৪০,৪৬০	৯,১৩,৭৬২	১০৫
নোয়াখালী	১৭,৪৩৩	১৫,২৬,০৩৪	৬,৩১,৯৯০	২১,৫৮,০২৪	১২৪
ত্রিপুরা	৩০,৪০৩	৩৩,৯৮,৩৭৮	২৯,৫২,৭৬৩	৬৩,৫১,১৪১	২০৯
মোট	৩,৭৬,৬৯৮	৩,২৩,৩৪,৪৬৩	২,৩০,৮৬,৪৬৯	৫,৫৪,২০,৯৩২	১৪৭

উৎস: *Report of the Bengal Provincial Banking Enquiry Committee 1929-30* (Calcutta, 1930), Vol.1, pp. 67-68.

খুব একটা কম ছিল না। মহাজনি এবং সমবায়ী ঋণের অনুপাত ছিল ২৭:৩০ অথবা ৯:১০ রুপি। শুধু তাই নয় বাংলার বিভিন্ন বিভাগ ও জেলায় সমবায় সমিতির সদস্য সংখ্যা এবং সদস্য প্রতি দেয় গড় ঋণের পরিমানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ১৯২৯ সালে সদস্য প্রতি গড় ঋণের ক্ষেত্রে

Dhaka University Institutional Repository

ময়মনসিংহ অঞ্চল ছিল সবার উর্ধ্বে, এই অঞ্চলে সদস্য প্রতি গড় ঋণের পরিমাণ ছিল ২৫২ রুপি এবং সদস্য প্রতি সবচেয়ে কম গড় ঋণ ছিল হুগলি জেলায় ৫৯ রুপি মাত্র। সমবায় সমিতির অগ্রগতির চিত্র সকল জেলায় একই রকমের না হওয়ার ক্ষেত্রে যে কারণটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তা হল শিক্ষা। শিক্ষার অগ্রগতি যে সকল জেলায় ভাল ছিল সে সকল জেলায় সমবায়ের অগ্রগতিও ভাল হয়েছিল। তবে জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং আরও বেশকিছু বিষয় সমবায়ের অগ্রগতির তারতম্যের জন্য দায়ী ছিল।[১১]

অগ্রীম ঋণঃ

সমবায় ঋণদান সমিতির অগ্রীম ঋণদান পদ্ধতি সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতির জন্য একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ। তবে কৃষকের দুর্দিনে অগ্রীম ঋণ দিয়ে তাকে সহযোগীতার উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও এটা তেমন আশানুরূপ হয়নি। সমবায়ের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করলে সমবায় অগ্রীম ঋণ দান পদ্ধতির এ ব্যর্থতা আমাদের কাছে অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, সমবায় সমিতির এবং সদস্যপদের সংখ্যা যখন বেড়েছিল তখন সদস্যদের মোট অগ্রীম ঋণ গ্রহণের হার কমে যায়। নিম্নে সারণী-১৪ এর সাহায্যে বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হলঃ

বাংলায় ১৯২০ সাল থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত পঞ্চবার্ষিকীকালে ঋণহ্রাসের হার সবচেয়ে বেশী ছিল চট্টগ্রাম অঞ্চলে, ৮.৮ শতাংশ এবং সবচেয়ে কম হারে ঋণ হ্রাস পেয়েছিল বর্ধমান অঞ্চল, ৪.০ শতাংশ। সমগ্র বাংলায় ঋণ হ্রাসের গড় হার ছিল, ৫.৪ শতাংশ (সারণী-১৪)।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ১৪

মাথাপিছু শতকরা বার্ষিক ঋণ হ্রাসের হার

অঞ্চল	হ্রাসের হার	১৯২০-২৪	১৯২৫-২৯	১৯৩০-৩৪	১৯৩৫-৩৮	১৯৩৯-৪৪
সমগ্র বাংলা	৫.৪	৯৮	১২৮	৩৩	১৫	১৬
প্রেসিডেন্সি	৫.০	১১৭	১৬০	৫৮	২১	২৪
বর্ধমান	৪.০	১০৮	১২৪	৩৯	২৩	২১
রাজশাহী	৪.৮	৮৭	১১০	৩২	১২	১৯
ঢাকা	৬.৯	৯২	১৩২	২১	০৯	১৩
চট্টগ্রাম	৮.৮	১১০	১৩০	৩৫	১৮	১১

উৎস ঃ Mufakharul Islam, *op. cit.*, p. 166.

অন্যদিকে ১৯২০-২৪সালে মাথা পিছু ঋণ গ্রহণের যে পরিমাণ ছিল ১৯২৫-২৯ সালে তার অগ্রগতি হয়। কিন্ত ১৯৩০-৩৪ সাল থেকে মাথাপিছু ঋণ হ্রাসের যে ধারা শুরু হয় তা ১৯৩৯-৪৪ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে এবং এই সময় সদস্য প্রতি ঋণ গ্রহণের পরিমাণ এতটাই কমে যায় যে, সমবায় ঋণদান কার্যক্রম প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। কারণ এই সময়ে অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাবে কৃষিপন্যের মূল্য ব্যাপকভাবে কমে যায়। এর ফলে কৃষকের পক্ষে পুরাতন ঋণ পরিশোধ যেমন অসম্ভব হয়ে পড়ে, তেমনি নতুন করে ঋণ গ্রহণ করার ক্ষমতাও তারা হারিয়ে ফেলে। এ জন্য ১৯৩৬ সালের ১৫ মার্চ, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ এর ১৮ তম ও ১৯ তম বার্ষিক সাধারন সভায় সরকারের নিকট বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয় যে, যেহেতু ঋণ গ্রহণকারীরা তাদের পূর্বের পুঞ্জীভূত ঋণ পরিশোধ করতে পারবে না, সেহেতু তাদের সুদ ব্যতীত বা নামমাত্র সুদে চলতি মূলধনের

Dhaka University Institutional Repository

কমপক্ষে ৫০ শতাংশ অগ্রিম ঋণ প্রদান করা হোক।[১২] সদস্যদের বড় ধরনের ঋণমুক্তির জন্য পুঞ্জীভূত সুদ মার্জনা করার জন্যও বিশেষভাবে সুপারিশ করা হয়।

তাই এই সময়ে প্রাদেশিক সরকার ঋনদান আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য অগ্রিম আর্থিক সাহায্য দেয়। কিন্তু তার পরও মাথাপিছু গড়ে অগ্রিম ঋণ প্রাপ্তির হারের খুবই সামান্য অগ্রগতি হয়। ফলে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণ বৃদ্ধির গতি অব্যাহত থাকে। সদস্য প্রতি ঋণ গ্রহন সম্পর্কে সমিতির বার্ষিক প্রতিবেদনে কোন পর্যাপ্ত তথ্য না থাকায় ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক গৃহীত ঋণের সঠিক হিসাব নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব। তবে ব্যাংকিং অনুসন্ধান কমিটির মূল্যায়ন প্রতিবেদন থেকে ধারনা করা যায় যে, বরাদ্দকৃত মোট স্বল্প মেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী অগ্রিম ঋণ গ্রহনের অনুপাত অনুযায়ী কৃষক পরিবারগুলি উপকৃত হয়েছিল। ব্যাংকিং কমিটির প্রতিবেদন মতে ১৯২৮-২৯ সালে সমাপ্ত পঞ্চবার্ষিকীকালে বরাদ্দকৃত মোট গড় ঋণের পরিমান ছিল ৫৯.২ মিলিয়ন রুপি। বাস্তবে কৃষি ঋণদান সমিতি কর্তৃক এই সময় পরিশোধিত ঋণের পরিমাণ ছিল শতকরা মাত্র ২৪ ভাগ। অন্য কথায় কৃষি বিভাগের প্রয়োজনীয় ঋণের মধ্যে প্রতিষ্ঠানিক ঋণের পরিমান ছিল শতকরা ১.৩ ভাগ মাত্র।[১৩] তাই দেখা যায় বাংলায় সমবায় সমিতি থেকে কৃষিঋণ গ্রহনকারী পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধির হার সন্তোষজনক ছিল না। সারণী-১৫ এর সাহায্যে ১৯২০-১৯৪৪ সাল পর্যন্ত প্রতি পাঁচ বছরে বাংলায় সমবায় সমিতি থেকে ঋণকারী পরিবারের শতকরা হার তুলে ধরা হল:

প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ১৯২০-২৪ সাল থেকে ১৯৩০-৩৪ সাল পর্যন্ত সব অঞ্চলেই ঋনকারী পরিবারে সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পায় এবং ১৯৩৫-৩৮ সালে ঋনকারী পরিবারের সংখ্যা হ্রাস পেলেও ১৯৩৯-৪৪ সলে আবারও বৃদ্ধি পায় (সারণী ১৫)।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী – ১৫

প্রতি পাঁচ বছরে ঋণ গ্রহণকারী পরিবারের শতকরা হার

অঞ্চল	১৯২০-২৪	১৯২৫-২৯	১৯৩০-৩৪	১৯৩৫-৩৮	১৯৩৯-৪৪
সমগ্র বাংলা	৩.০	৫.৫	৬.৬	৬.৩	১০.৬
প্রেসিডেন্সি	৩.০	৫.৭	৬.২	৫.৭	৮.৬
বর্ধমান	২.৮	৬.০	৭.৭	৭.৩	৮.৫
রাজশাহী	৩.২	৫.০	৫.৮	৬.০	১১.২
ঢাকা	৩.০	৫.৩	৬.৫	৬.৩	১১.১
চট্টগ্রাম	২.৮	৫.৬	৭.১	৬.৬	১০.৮

উৎস ঃ Mufakharul Islam, *op.cit.*, p. 165.

ঋণকারী পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধির হারের দিক থেকে ঢাকা এবং রাজশাহী অঞ্চলের অবস্থান সবচেয়ে ভাল ছিল। ১৯২০-২৪ সালে ঢাকা এবং রাজশাহী অঞ্চলে বৃদ্ধির হার ছিল যেখানে যথাক্রমে ৩.০ এবং ৩.২ শতাংশ, সেখানে ১৯৩৯-৪৪ সালে বৃদ্ধির হার হয় যথাক্রমে- ১১.১ ও ১১.২ শতাংশ। আর সবচেয়ে খারাপ অবস্থানে ছিল প্রেসিডেন্সী অঞ্চল, এখানে ১৯২০-২৪ সালে বৃদ্ধির হার ছিল যেখানে ৩.০ শতাংশ, সেখানে ১৯৩৯-৪৪ সালে তা বেড়ে হয় মাত্র ৮.৬ শতাংশ। তবে গড় বৃদ্ধির হারের দিক থেকে অঞ্চলগুলির মধ্যে ১৯৩৫-৩৮ সাল পর্যন্ত বড় ধরনের তেমন কোন ব্যবধান পরিলক্ষিত হয় না। প্রাপ্ত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, ১৯৩৯-৪৪ সালে বাংলার সমবায় আন্দোলনের চার দশক পূর্ণ হলেও ঋণগ্রহীতার অনুপাতে বাস্তবিকই তেমন কোন বড় ধরনের অগ্রগতি হয়নি। ঋণগ্রহীতার একটি বড় অংশ তখনও সমবায় ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল। কৃষক পরিবারের যে সংখ্যা ছিল, ঋণগ্রহীতার পরিমাণও তার তুলনায় অনেক কম ছিল। রাজকীয় কৃষি কমিশনের প্রধান লর্ড

Dhaka University Institutional Repository

লিনলিগ থ্রোর ১৯২৮ সালের সমবায়ের এক প্রতিবেদন থেকেও জানা যায় যে, সমবায় বিভাগ বাংলায় মোট পরিবারের শতকরা ৪ ভাগের ও কম সমবায়ের আওতায় আনতে সক্ষম হয়েছিল।[১৪] এর কারণ হল বাংলার কৃষকদের মধ্যে যাদের অবস্থা অনেকটা ভাল ছিল তারা অসীম দায়বিশিষ্ট সমিতির সদস্য হিসাবে নিজেদের অর্ন্তভুক্ত করতে ইচ্ছুক ছিল না। অন্যদিকে যারা অত্যন্ত দরিদ্র ছিল তারাও সমিতির সদস্য পদ গ্রহনে অস্বীকৃতি জানায়। একমাত্র মাঝারি ধরনের অবস্থা সম্পন্ন কৃষকরা গ্রামীণ সমবায় সমিতির সদস্য পদ গ্রহন করে।[১৫] এভাবে গ্রমীণ কৃষকদের একটি বড় অংশ সমবায় আন্দোলনে অংশগ্রহণ না করায় সমবায় আন্দোলনের যথার্থ অগ্রগতি ব্যহত হয়।

ঋণের সুদের হার

যেহেতু সমবায় ঋণ দান কার্যক্রম কৃষককে মহাজনি ঋণের শোষন থেকে রক্ষা করার জন্য গৃহীত হয়েছিল, সে জন্য কৃষকের কল্যানের কথা বিবেচনা করে সুদের হার পূর্ব থেকেই নির্ধারন করা হয়েছিল। তাই মহাজনি ঋণের কম সুদের হারের প্রলোভন থেকে কৃষককে রক্ষা করার জন্য ইচ্ছা করলেই সমবায়ের নির্ধারিত সুদের হার অপেক্ষা কম সুদে স্থানীয়ভাবে কৃষককে ঋণ দেয়া সম্ভব ছিল না। কারণ সমবায়ী ঋণের সুদের হার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সম্মিলিত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে নির্ধারণ করতেন। এজন্য অনেক সময় কৃষক প্রলোভনে পড়ে সমবায় অপেক্ষা কম সুদে সহজলভ্য শোষনমূলক মহাজনী ঋণ গ্রহন করে নিঃশেষ হয়ে যেত। সমবায় কর্তৃপক্ষের কম সুদে ঋণ না দেয়ার পক্ষে যুক্তি ছিল যে, অনেক লোক অপ্রয়োজনে ও ঋণ গ্রহন করতে উৎসাহী হবে। এর ফলে যার ঋণ প্রয়োজন সে ঋণ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হবে। তবে সমিতির ঋণের সুদের হার পূর্ব নির্ধারিত হলেও সব অঞ্চলের সুদের হার একই রকম ছিল না। স্থানীয় অবস্থা বিবেচনা করে প্রতি বছর ব্যবস্থাপনা কমিটি আঞ্চলিকভাবে সমিতির সুদের হার নির্ধারন করত।[১৬] সরণী- ১৬ এর মাধ্যমে বাংলার বিভিন্ন

Dhaka University Institutional Repository

অঞ্চলে ১৯০৭-০৮ সালে ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত সমবায় সমিতির সুদের হার এবং মহাজনী ঋণের সুদের হারের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হল:

সরণী- ১৬ থেকে দেখা যায় যে, ১৯০৭-০৮ সালে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে সমবায় সমিতির সুদের হার মহাজনি ঋণের সুদের হারের তুলনায় কম ছিল। বাংলায় সমবায় সমিতির এই সুদের হার ১৯২৯ সাল পর্যন্ত প্রায় একই রকম ছিল। যেমন- ৩০জুন, ১৯২৯ সালে বাংলায় সমবায় সমিতি কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে শতকরা ৯ ভাগ থেকে ১০$^{১৫}/_{১৬}$ ভাগ সুদে অর্থ পেত এবং সমিতির ব্যক্তিগত সদস্যরা ১২$^{১}/_{২}$ ভাগ থেকে ১৮$^{৩}/_{৪}$ ভাগ সুদে তাদের ঋণগ্রহণ করতে পারত।[১৭]

সারণী -১৬

সুদের হার, ১৯০৭-০৮

বিভাগ	জেলা	মহাজন কর্তৃক কৃষকদের দেয় সাধারণ ঋণের গড় সুদের হার %	সমিতি কর্তৃক ব্যাংক থেকে গৃহীত ঋণের সুদের হার %	সমিতি কর্তৃক সদস্যদের দেয় ঋণের সুদের হার %
পাটনা	সারান	১২ থেকে ১৮	৬$^{১}/_{৪}$	১২$^{১}/_{২}$
	চম্পারান	২৫	৬$^{১}/_{৪}$	১২$^{১}/_{২}$
	দারভাঙ্গা	২৪ থেকে ৩৭$^{১}/_{২}$	৯$^{৩}/_{৮}$	১৫$^{৩}/_{৮}$
ভাগলপুর	মঙ্গির	২৪ থেকে ৩৭$^{১}/_{২}$	৬$^{১}/_{৪}$	১২$^{১}/_{২}$
	ভাগলপুর	২৫	৬$^{১}/_{৪}$	১২$^{১}/_{২}$
	ছোনখাল পরগনা	২৪	৯$^{১}/_{৮}$	১৮$^{৩}/_{৪}$
	পূর্ণিয়া	৩০ থেকে ৩৭$^{১}/_{২}$	১২$^{১}/_{২}$	১৮$^{৩}/_{৪}$ এবং ১৮
	দার্জিলিং	২৪	৬$^{১}/_{৪}$	১২$^{১}/_{২}$
বর্ধমান	বর্ধমান	২৪	৬$^{১}/_{৪}$	১২$^{১}/_{২}$
	বিরভূম	২৪ থেকে ৩৭$^{১}/_{২}$	৬$^{১}/_{৪}$	১২$^{১}/_{২}$
	বাংকুরা	৩৭$^{১}/_{২}$	৬$^{১}/_{৪}$	১২$^{১}/_{২}$
	মেদিনীপুর	৩০	৬$^{১}/_{৪}$থেকে ৯	১২$^{১}/_{২}$
	চব্বিশ পরগনা	৩৪	৬$^{১}/_{৪}$ থেকে ৯$^{৩}/_{৮}$	১২
প্রেসিডেন্সি	নদীয়া	৩৭$^{১}/_{২}$	১২$^{১}/_{২}$	১৮$^{৩}/_{৪}$
	মুর্শিদাবাদ	২৪ থেকে ৩৭$^{১}/_{২}$	৯ থেকে ১২	১৫ এবং ১৮$^{৩}/_{৪}$
	যুলনা	৩৫	১২$^{১}/_{২}$	১৮$^{৩}/_{৪}$
	যশোর	৩৭$^{১}/_{২}$	৬$^{১}/_{৪}$	১৮$^{৩}/_{৪}$
উড়িষ্যা	মালাদোয়	৩৭$^{১}/_{২}$	৬$^{১}/_{৪}$	১২$^{১}/_{২}$
	কোটাক	৩৭$^{১}/_{২}$	৬$^{১}/_{৪}$	১২$^{১}/_{২}$
	পুরি	৩৭$^{১}/_{২}$	৬$^{১}/_{৪}$	১২$^{১}/_{২}$
ছোট নাগপুর	মানাট	৩৭$^{১}/_{২}$ থেকে ৭৫	১২$^{১}/_{২}$	১৮$^{৩}/_{৪}$
	হাজারিবাগ	৭৫	১২$^{১}/_{২}$	১৮$^{৩}/_{৪}$
	মানভূম	১৮ থেকে ৩৭$^{১}/_{২}$	৬ থেকে ১০	১২$^{১}/_{২}$

উৎস: *Report on the Working of the Co-operative Credit Societies in Bengal, 1907-1908* (Calcutta, 1908), p.10.

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু দরিদ্র কৃষকদের নিকট এই সুদের হারও যে কম বোঝা ছিল না, তা আমরা পরবর্তীতে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণের বিস্তৃতি দেখেই স্পষ্টভাবে উপলব্দি করতে পারি। তবে একথা সত্যি যে, সমবায় বিভাগ প্রয়োজনে কৃষকের কল্যাণে সুদের হার হ্রাস করত, যার বলিষ্ঠ প্রমান পাওয়া যায় অর্থনৈতিক মন্দার পর ১৯৩৫ সালে বেঙ্গল সমবায় সমিতির রেজিষ্ট্রারের পরিদর্শন বিবরণ থেকে। তিনি তাঁর পরিদর্শন বিবরনে উল্লেখ করেন যে, কালিমপং সেন্ট্রাল কো- অপারেটিভ ব্যাংক লিঃ এর সম্মেলনে সমিতির সুদের হার শতকরা ১০ ভাগ থেকে কমিয়ে ৯৩/৮ ভাগ এবং প্রাথমিক সমিতির সদস্যদের ব্যক্তিগত ঋণের সুদের হার শতকরা ১২১/২ ভাগ থেকে কমিয়ে ১০১৫/১৬ ভাগ করার সিদ্ধান্ত হয়। এছাড়া বকেয়া সুদ ৫ টি কিস্তিতে পরিশোধ করার প্রস্তাব করা হয়।[১৮] আশা করা হয়েছিল যে, সুদের হার হ্রাস করার ফলে সমবায়ের চলতি সুদ ও ঋণ আদায়ের অগ্রগতি হবে। কিন্তু সমীক্ষায় দেখা যায় যে, চলতি সুদ ও ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে বড় ধরনের কোন অগ্রগতি হয়নি।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র সুদের হার কম হওয়ার মধ্যেই সমবায় সেবার আসল সুবিধা নিহিত ছিলনা, বরং ঋণ পরিশোধের মেয়াদের ব্যাপারে ঋণ গ্রহীতাকে যতটা সম্ভব সুবিধা দেয়া যায় তার মধ্যেই সমবায়ের সেবার মূল সুযোগ নিহিত ছিল। তবে সুদখোর মহাজনের হাত থেকে কৃষককে রক্ষা করার জন্য ঋণের সুদের হার হ্রাসের প্রয়োজন ছিল বলে বিভিন্ন সময় সুদের হার যথাসম্ভব হ্রাস করা হয়েছিল। কারণ মুনাফা বৃদ্ধিই সমবায় কৃষিঋণদান সমিতির মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল না; বরং সদস্যদের জন্য সর্বাধিক আর্থিক সুযোগ সুবিধা ও সেবার বন্দোবস্ত করাই এর মূল উদ্দেশ্য ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

ঋণ পরিশোধের হিসাব

বাংলায় সমবায় কৃষি ঋণদান সমিতি কর্তৃক দেয় ঋণ পরিশোধের গতি সন্তোষজনক ছিলনা। দেয় ঋণের মধ্যে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ ক্রমাগতভাবে বেড়েছিল। মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণের এই বিস্তৃতি থেকেই সদস্যদের ঋণ পরিশোধের গতি এবং ক্ষমতা উপলব্দি করা যায়। তবে এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, অনাদায়ী মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণের পরিমান নির্ধারণ করার সময় এক বছরের অধিক সময়ের জন্য দেয় ঋণের হিসাব করলে হিসাব যথার্থ হবে না। কারণ এই ঋণ এক বছরের চেয়েও বেশী সময়ের জন্য অনুমোদিত হয়েছিল বলে বছর শেষে নির্দিষ্ট সময়ে পরিশোধ করার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তারপরও যেহেতু বাইরে দেয় মেয়াদ উত্তীর্ণ মোট ঋণের হার ক্রমাগতভাবে বেড়ে ছিল, সেহেতু ধারণা করা হয় যে, ঋণকারীদের ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা কমে গিয়েছিল। নিম্নে সারণীর মাধ্যমে প্রতি পাঁচ বছরে মেয়াদ উত্তীণ ঋণের শতকরা বৃদ্ধির হার এবং অনাদায়ী মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণের শতকরা হার চিত্রিত করা হল ঃ

১৯২০ সাল থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত বাংলায় বার্ষিক মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণের বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশী ছিল চট্টগ্রাম অঞ্চলে, ১৫.৯ শতাংশ (সারণী- ১৭)। অথচ চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রথম এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকীকালে অনাদায়ী মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণ আদায়ের হার অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে ভাল ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-১৭

ঋণ পরিশোধের হিসাব

অঞ্চল	বৃদ্ধির হার	১৯২০-২৪	১৯২৫-২৯	১৯৩০-৩৪	১৯৩৫-৩৮	১৯৩৯-৪৪
সমগ্র বাংলা	১২.০	৩৩.১	৩০.৭	৭২.০	৮৭.০	৯০.৫
প্রেসিডেন্সী	১২.৪	৪৩.১	৩৮.৬	৭৭.১	৯০.১	৯৩.২
বর্ধমান	১১.৬	৩৫.৬	৩৫.৪	৭৩.৫	৮৬.৪	৮৬.৬
রাজশাহী	৯.৬	৩৫.২	৩৬.৭	৭৩.৭	৯১.৭	৮৮.৭
ঢাকা	১২.৭	৩৪.৩	২৭.৪	৭০.৬	৮৫.৯	৯২.৩
চট্টগ্রাম	১৫.৯	১৮.১	১৯.২	৬৭.৫	৮১.১	৮৫.১

উৎস ঃ Mufakharul Islam, *op.cit.*, p. 167.

আবার রাজশাহী অঞ্চলে অনাদায়ী মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণ আদায়ের হার যেমন কম ছিল, তেমনিভাবে এখানে বার্ষিক মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণ বৃদ্ধির হারও কম ছিল, ৯.৬ শতাংশ। এভাবে ১৯২০ সাল থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত সমগ্র বাংলায় মেয়াদ উত্তীর্ণ অনাদায়ী ঋণের বার্ষিক গড় বৃদ্ধির হার হয় ১২.০ শতাংশ। এখানে যে বিষয়টি বিশেষ ভাবে লক্ষ্যনীয় তা হল ১৯২০-২৪ সাল থেকে ১৯৩৯-৪৪ সাল পর্যন্ত পঞ্চবার্ষিকীকালে বার্ষিক মেয়াদ উত্তীর্ণ অনাদায়ী ঋণের হার অব্যাহতভাবে বাড়তে থাকে, তবে ১৯২০ সাল থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত মেয়াদ উত্তীর্ণ অনাদায়ী ঋণের বৃদ্ধির যে হার ছিল, ১৯৩০ সাল থেকে তা অত্যধিক হারে বাড়তে থাকে এবং ১৯৩৯-৪৪ সালে সমগ্র বাংলায় মেয়াদ উত্তীর্ণ অনাদায়ী ঋণের বৃদ্ধির গড় হার শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ হয় । যার ফলে এই সময়ে সমবায় আন্দোলন একেবারে নিস্প্রান হয়ে পড়ে । পর্যবেক্ষণের মধ্যমে চিহ্নিত বার্ষিক মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণের বৃদ্ধির সাথে সম্পৃক্ত কয়েকটি বিষয় এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হল ঃ

Dhaka University Institutional Repository

বার্ষিক মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়, তা হল ঃ প্রথমত ঃ ১৯২০ সাল সমবায় সমিতির অগ্রগতির সাথে সম্পৃক্ত হলেও এই বছর চট্টগ্রাম ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চলে বার্ষিক মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণের আদায়ের অগ্রগতি খুব একটা সফল হয়নি। সমবায় সমিতির অগ্রগতির বছরেও মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণের আদায় সন্তোষজনক না হওয়ায় খুব স্বাভাবিক ভাবেই বার্ষিক মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণের হার ক্রমাগতভাবে বেড়েছিল।

দ্বিতীয়ত ঃ ১৯৩০ সালের পর অর্থনৈতিক মন্দা এমনভাবে প্রসারিত হয়েছিল যে, সুদের হার পর্যন্ত হ্রাস করতে হয়। শুধু তাই নয়, এই সময় সমস্ত প্রশাসনিক যন্ত্র ব্যবহার করেও মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণ আদায়ের অবনতিমূলক অবস্থা প্রতিরোধ করা যায়নি। কারণ অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাবে কৃষক তার কৃষিঋণ পরিশোধের ক্ষমতা হারিয়েছিল। এভাবে অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাবে বার্ষিক মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণের পরিমান ক্রমান্বয়ে বেড়েছিল।

তৃতীয়ত ঃ প্রাদেশিক সরকার আশা করেছিলেন যে, কৃষকদের প্রদত্ত অগ্রিম শস্যঋণ, মেয়াদ উত্তীর্ন ঋণ পুন: প্রাপ্তিতে সহায়তা করবে। কিন্তু এই আশাও পূর্ণ হয়নি। শস্য সংগ্রহের পরও যখন শস্যঋণ পরিশোধ করা হয়নি, তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে এ ঋণ আদায় করার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এসত্বেও মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণের হার বেড়েছিল।

বার্ষিক মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণের বৃদ্ধির সাথে সম্পৃক্ত এই যে বিষয়গুলি চিহ্নিত করা হয়েছে তার সাথে প্রাথমিক সমিতি গঠনের দুর্বলতা এবং বেশ কিছু পারিপার্শ্বিক প্রাসংগিক বিষয়ও জড়িত ছিল। যার ফলে সমবায় সমিতির বার্ষিক মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণ আদায়ের পরিমান না বেড়ে বরং ধারাবাহিকভাবে হ্রাস পেয়েছিল। যেমন- ১৯০৯ সাল পর্যন্ত দেয় ২,৪৮,০৭১ রুপি ঋণের মধ্যে আদায় হয় মাত্র ১৩,৩৯৭ রুপি।[১৯] এভাবে অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকলে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণের পরিমান ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। তবে ১৯২১ সালে

Dhaka University Institutional Repository

মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণের হার ৩২ শতাংশ থেকে কমে ২৫ শতাংশ হয়। কিন্তু ১৯২২-২৩ সাল থেকে আবার মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণের হার বাড়তে থাকে। সারণী-১৮ এর মাধ্যমে ১৯২২ সাল থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত কৃষি ঋনদান সমিতির সদস্যদের নিকট থেকে প্রাপ্ত এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণের চিত্র তুলে ধরা হল ঃ

১৯২২-২৩ সাল থেকে ১৯২৮-২৯ সাল পর্যন্ত বাংলায় কৃষিঋণদান সমিতির দেয় ঋণ আদায়ের হার হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। অর্থাৎ কোন বছর দেয় ঋণ আদায়ের হার বৃদ্ধি হয়, আবার কোন বছর হ্রাস পায়।যেমনঃ ১৯২২-২৩ সালে দেয় ঋণ আদায়ের শতকরা হার ছিল ৩৩.৯ রুপি, ১৯২৫-২৬ সালে এই শতকরা হার বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৪৫.৫ রুপি এবং ১৯২৮-২৯ সালে এই শতকরা হার আবার হ্রাস পেয়ে হয় ৩৬.৭ রুপি (সারণী-১৮) ।

সারণী-১৮

ঋণ পরিশোধের বছরওয়ারী হিসাব

বৎসর	সংশ্লিষ্ট বছরের শুরুতে দেয় ঋণের পরিমাণ (হাজার রুপি)	মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণ (হাজার রুপি)	সংশ্লিষ্ট বছরে পুনঃ পরিশোধিত ঋণের পরিমান (হাজার রুপি)	আদায়%	মেয়াদ উত্তীর্ণ%
১৯২২-২৩	১,০৬,৫২	৪০,০৪	৩৬,১২	৩৩.৯	৩৭.৫
১৯২৩-২৪	১,২১,৩১	৪৪,৭৩	৩৮,৫১	৩১.৪	৩৬.৩
১৯২৪-২৫	১,৪৮,৩৫	৫১,৭৮	৬২,৭১	৪১.৮	৩৪.৪
১৯২৫-২৬	১,৭৩,৪৪	৪৯,২৬	৭৯,৯৫	৪৫.৫	২৮.৩
১৯২৬-২৭	২,১১,১৭	৫০,১০	৭৯,৯৩	৩৭.৮	২৩.৭
১৯২৭-২৮	২,৬৪,৫১	৬৭,৪৫	৯৩,৪৯	৩৫.৫	২৫.৪
১৯২৮-২৯	৩,১২,৬৫	৯২,১২	১,১৪,৭৭	৩৬.৭	২৯.৪
১৯২৯-৩০	৩,৪৩,১৭	১,১৮,২৯	১,০০,৫০	২৯.২	৩৪.৪
১৯৩০-৩১	৪,০১,৮০	১,৬০,০৪	৫৬,৭৯	১৪.১	৩৯.৮
১৯৩১-৩২	৪,৩২,৪৪	২,৪৩,৮৮	৪৬,৮৭	১০.৮	৫৬.৩
১৯৩২-৩৩	৪,৩৩,০৮	২,৯৫,৮০	৩৬,৫৫	৮.৪	৬৮.৩
১৯৩৩-৩৪	৪,২৮,৪২	৩,৪৬,৫৯	৩৬,৩৬	৮.৫	৮০.৯
১৯৩৪-৩৫	৪,২৫,০১	৩,৪০,০০	২৯,৭৯	৭.০	৭৯.৯

উৎস ঃ Niyogi, *op.cit.*, p. 27.

Dhaka University Institutional Repository

এর পর ঋণ আদায়ের হার ক্রমাগত ভাবে কমে ১৯৩৪-৩৫ সালে হয় শতকরা ৭.০ রুপি মাত্র। অন্যদিকে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণের শতকরা বৃদ্ধির হারও ১৯২২-২৩ সাল থেকে ১৯৩৪-৩৫ সাল পর্যন্ত অব্যাহত ভাবে না বেড়ে কোন বছর কমে আবার কোন বছর বাড়ে। তবে মাঝে মাঝে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণের হার হ্রাস-বৃদ্ধি হলেও ১৯২২-২৩ সালে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণের বৃদ্ধির হার শতকরা যেখানে ৩৭.৫ রুপি ছিল, সেখানে ১৯৩৪-৩৫ সালে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণের হার দ্বিগুনেরও বেশী বেড়ে দাঁড়ায় শতকরা ৭৯.৯ রুপি। আর ১৯৪০-৪১ সাল নাগাদ বাংলায় মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণের হার বেড়ে দাঁড়ায় ৯১.৩ শতাংশ।[২০] এরপর ১৯৪৩ সালে বাংলায় মেয়াদপূর্ণ ৩২,৫৪০ হাজার রুপি ঋণের মধ্যে পরিশোধিত হয় মাত্র ৪,৭৩৯ হাজার রুপি এবং মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ হয় ২৯,০৩৩ হাজার রুপি। মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণের হার এভাবে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বাড়তে থাকলে ১৯৪৭ সালের দিকে গ্রামীণ সমবায় ঋণদান কার্যক্রম প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।

অগ্রগতির ভিত্তিতে সমবায় সমিতির শ্রেনী বিভাগ

নিরীক্ষার মাধ্যমে কৃবিঋণ দান সমিতির অগ্রগতির যে চিত্র পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে প্রাথমিক কৃবিঋণদান সমিতিকে পাঁচটি শ্রেনীতে বিভক্ত করা হয়েছে। সমবায় সমিতির এই শ্রেনী করনের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল এবং তা হল কিভাবে সমবায় আন্দোলনকে সকল অঞ্চলে সুবিস্তৃত ও সুশৃংখলভাবে পরিচালিত করে এর উন্নয়ন বিধান করা যায়।

সমবায় সমিতি গুলির মধ্যে যে সমিতিগুলি সবচেয়ে ভালভাবে পরিচালিত হয় সে সমিতিগুলিকে প্রথম শ্রেনী বা 'A' শ্রেনী ভুক্ত করা হয়। কোন সমবায় সমিতিকে নীরিক্ষার মাধ্যমে 'A' শ্রেনী ভুক্ত করার সময় যে বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয় তা হল -

Dhaka University Institutional Repository

সমিতিটির সদস্য সমবায়ের মূল নিয়ম কতটুকু সঠিক ভাবে পালন করছে, তারা এর কাজ কর্ম কতটা সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করেছে, নিয়মিত ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় কিনা এবং কোন বিশেষ গোষ্ঠী বা দলের প্রাধান্য না দিয়ে কতটা নিরপেক্ষভাবে সমিতি পরিচালনা করছে এবং এর দায় বহন করছে, এসব শর্ত পূরনকারী সমিতি 'A' শ্রেনী ভুক্ত হত।[২১] এই সমিতির সদস্যরা নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করত এবং আমানতের একটি ভাল অংশ তারা লাভ করত। অর্থনৈতিক দিক থেকে এই সমিতি গুলি সমবায় আন্দোলনের সর্বোত্তম প্রতিনিধি ছিল।

দ্বিতীয় শ্রেনীর সমিতিকে 'B' শ্রেনী ভুক্ত করা হয়। একটি ভাল ভাবে পরিচালিত সমিতির মধ্যে প্রয়োজনীয় যে গুনাবলী থাকা দরকার 'B' শ্রেনী ভুক্ত সমিতির মধ্যে তার সবগুলো অপরিহার্য গুনাবলী না থাকলেও বেশ কিছু ভাল গুনাবলী এই শ্রেনী ভুক্ত সমিতির ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হত।[২২] অর্থাৎ কোন সমিতিকে 'B' শ্রেনী ভুক্ত সমিতির অন্তর্ভুক্ত করার সময় একটি ভাল সমিতির প্রয়োজনীয় কিছু শর্ত সংশ্লিষ্ট সমিতি কতটুকু পালন করছে তা বিবেচনা করা হত।

তৃতীয় শ্রেনীর সমিতিগুলিকে 'C' শ্রেনী ভুক্ত করা হয়েছে। 'C' শ্রেনী ভুক্ত সমিতিগুলি আবার গড় সমিতি হিসাবেও পরিচিত।[২৩] 'C' শ্রেনী ভুক্ত সমিতির মধ্যে সেই সমিতিগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যে সমিতিগুলি ভালভাবে পরিচালিত না হলেও সমিতির সাধারন অবস্থার উন্নতির জন্য বিশেষভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এই সমিতির বকেয়া ঋণ আছে। তবে এই অনাদায়ী ঋণ আদায়ের জন্য বিশেষ গুরুত্বও দেয়া হয়েছে।

যে সমিতিগুলি সমবায়ের নিয়ম-কানুন যথার্থভাবে পালন করতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং সমিতির অগ্রগতি সাধন করতে পারেনি, সে সমিতিগুলিকে যথাক্রমে 'D' এবং 'E' শ্রেনী ভুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

করা হয়েছে। অর্থাৎ সবচেয়ে খারাপ এবং আশাহীন সমিতিগুলিকে 'D' এবং 'E' শ্রেনী ভুক্ত করা হয়েছে।[২৪]

এছাড়া নিজেরদের দ্বারা গঠিত 'A' শ্রেনী ভুক্ত সমিতি, যার বয়স এক বছরেরও কম সে সমিতিগুলিকে শিক্ষানবিশ বা U.P. (Under Probation) শ্রেনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[২৫]

১৯১৭ সাল থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত নীরিক্ষার মাধ্যমে সমবায় সমিতির অগ্রগতি অনুযায়ী সমবায়ের শ্রেনীকরনের চিত্র সারণী-১৯ এর মাধ্যমে তুলে ধরা হল ঃ

সারনী – ১৯

কৃষি ঋণদান সমিতির নিরীক্ষিত শ্রেনী

বৎসর	সমিতির সংখ্যা	A	B	C	D	E	UP
১৯১৭-১৮	৩,০৬০	১৬	২৭৯	১,৭৪৫	২১০	১৯৫	৬১৫
১৯১৮-১৯	৩,৪৪০	২৭	২৯৫	২,২২৭	২৭৪	২০৫	৪১২
১৯১৯-২০	৪,৫২৯	৩৬	৩৭৭	২,৪৬৮	২৯০	২৬১	১,০৯৭
১৯২০-২১	৫,২৭৭	৪৯	৩৯২	৩,০৬৬	৩৯১	৩১৮	১,০৬১
১৯২১-২২	৫,৬৯৪	৪৯	৩৮০	৩,৭৬৮	৪৮৬	৩৩৩	৬৭৮
১৯২২-২৩	৬,১৫৯	৬৩	৪৩২	৪,১৮৯	৬০৫	৩২০	৫৫০
১৯২৩-২৪	৬,৭২৬	৬৮	৪৫৬	৪,২৩২	৬৩৪	৩৭১	৯৬৫
১৯২৪-২৫	৯,৮১১	১১০	৬৩০	৫,৪০১	৬৫৬	৪৮৭	২,৫২৭
১৯২৫-২৬	১১,১৩৬	১৩২	৭৯৭	৬,৫৩১	৭২৬	৪৯২	২,৪৫৮
১৯২৬-২৭	১৩,৩৬৬	১৫০	৭৮৭	৭,৩৮৪	৮৬৩	৫৭৫	৩,৬০৭
১৯২৭- ২৮	১৫,৬৫৭	১৫২	৮৫০	৮,৪৫৮	১,১০৮	৬৮৭	৪,৪০২
১৯২৮-২৯	১৬,৮৮৯	১৬৬	৮৫৫	১০,১৭৭	১,৪২৭	৮০৭	৩,৪৫৭
১৯২৯-৩০	১৯,১৫৬	১৭৮	৯২৮	১১,৬১৪	১,৮৮৪	৯০১	৩,৬৫১
১৯৩০-৩১	২০,১২৯	১৩৬	৭২১	১২,৪৯১	২,৩১৯	১,০৫৪	৩,৪০৮
১৯৩১-৩২	২০,১৫৯	৯৫	৪৭৫	১৩,৮১৬	২,৮৮৯	১,৪৪০	১,৪৪৪
১৯৩২-৩৩	১৯,৯৭৬	৬২	৩৮৯	১৪,৪০৬	২,৭০৮	১,৫২১	৮৯০
১৯৩৩-৩৪	১৯,৪৬৯	৬২	৫০৩	১৪,১৭৯	২,৭৫৭	১,৬৭৬	৬৮২
১৯৩৪-৩৫	১৯,৩৫৯	৪৬	৩৯৭	১৩,৯১০	২,৭৮৭	১,৮৫৯	৭৭০

উৎস ঃ Niyogi, *op.cit.*, p. 37.

সারণী ১৯ -এ নিরীক্ষিত শ্রেনী করণ থেকে দেখা যায় যে, ১৯১৭-১৮ সাল থেকে ১৯৩১-৩২ সাল পর্যন্ত সমবায় সমিতির সংখ্যা অব্যাহতভাবে বাড়তে থাকে এবং ১৯৩২-৩৩ সাল থেকে সমবায় সমিতির সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। তেমনিভাবে A এবং B শ্রেনী ভুক্ত সমিতিও

Dhaka University Institutional Repository

১৯১৭-১৮ সাল থেকে ১৯৩০-৩১ সাল পর্যন্ত বাড়তে থাকে এবং ১৯৩১-৩২ সাল থেকে হ্রাস পেতে থাকে। C, E, এবং UP শ্রেনী ভুক্ত সমিতির সংখ্যা ১৯১৭-১৮ সাল থেকে ১৯৩২-৩৩ সাল পর্যন্ত বাড়তে থাকে এবং এর পর আবার হ্রাস পায়। একমাত্র D শ্রেনী ভুক্ত সমিতির সাংখ্যা ১৯৩১-৩২ সাল পর্যন্ত বাড়ে এবং ১৯৩২-৩৩ সাল থেকে হ্রাস পেতে থাকে। এখানে যে বিষয়টি লক্ষ্যনিয় তা হল ১৯১৭-১৮ সাল থেকে কৃষি ঋণদান সমিতি ১৯৩১-৩২ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বাড়লেও বৃদ্ধির হার আশানুরূপ ছিল না। বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়ে সমবায় সমিতির যথার্থ অগ্রগতি হয়নি। ১৯১৭ সাল থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত A, B এবং C শ্রেনী ভুক্ত সমিতির শতকরা হার নিম্নের সারণীতে তুলে ধরা হল ঃ

সরণী -২০

বিভিন্ন শ্রেনীর সমিতির শতকরা হার

বৎসর	A এবং B শ্রেনী ভুক্ত সমিতির শতকরা হার	C শ্রেনী ভুক্ত সমিতির শতকরা হার
১৯১৭-১৮	৯.৬	৫৭.০
১৯১৮-১৯	৯.৩	৬৪.৭
১৯১৯-২০	৯.১	৫৪.৪
১৯২০-২১	৮.৩	৫৮.১
১৯২১-২২	৭.৫	৬৬.১
১৯২২-২৩	৮.০	৬৮.০
১৯২৩-২৪	৭.৭	৬২.৯
১৯২৪-২৫	৭.৫	৫৫.০
১৯২৫-২৬	৮.৩	৫৮.৬
১৯২৬-২৭	৭.০	৫৫.২
১৯২৭- ২৮	৬.৩	৫৪.০
১৯২৮-২৯	৬.০	৬০.২
১৯২৯-৩০	৫.৭	৬০.৬
১৯৩০-৩১	৪.২	৬২.০
১৯৩১-৩২	২.৮	৬৮.৫
১৯৩২-৩৩	২.২	৭২.১
১৯৩৩-৩৪	২.৩	৭১.৩
১৯৩৪-৩৫	২.২	৭০.৩

উৎস ঃ Niyogi, *op.cit.*, p. 38.

সরণী ২০-এ বিভিন্ন শ্রেনীভুক্ত সমবায় সমিতির যে শতকরা হার উল্লেখ করা হয়েছে তা ১৯১৭ সাল থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত সমবায় সমিতির বিভিন্ন শ্রেনী ভুক্ত মোট

Dhaka University Institutional Repository

সমিতির উপর ভিত্তি করে চিত্রায়িত করা হয়েছে এবং এর মধ্যে শিক্ষানবিশ সমিতিগুলিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অর্থাৎ সারণী ১৯-এ বিভিন্ন শ্রেনী ভুক্ত সমিতির যে তালিকা দেয়া হয়েছে তার উপর ভিত্তি করেই এই সারণীতে শতকরা হার উল্লেখ করা হয়েছে।

১৯১৭-১৮ সাল থেকে ১৯২৬-২৭ সাল পর্যন্ত A এবং B শ্রেনীভুক্ত সমিতির শতকরা হার কিছুটা স্থিতিশীল থাকলেও, এর পর A এবং B শ্রেনীভুক্ত সমিতির শতকরা হার দ্রুত কমতে থাকে। অর্থাৎ ১৯১৭-১৮ সালে A এবং B শ্রেনীভুক্ত সমিতির হার যেখানে শতকরা ৯.৬ ভাগ ছিল, ১৯৩৪-৩৫ সালে তা কমে হয় শতকরা ২.২ ভাগ মাত্র। তবে শুরুথেকেই A এবং B শ্রেনীভুক্ত সমিতির শতকরা হার সন্তোষজনক ছিল না। অন্য দিকে ১৯১৭-১৮ সাল থেকে ১৯৩৪-৩৫ সাল পর্যন্ত C শ্রেনীভুক্ত সমিতির হার তুলনামূলকভাবে বেশী ছিল। C শ্রেনীভুক্ত সমিতিগুলি অতিদ্রুত বাড়তে থাকে, যা সারণী ২০-এ স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন- ১৯১৭-১৮ সালে C শ্রেনীভুক্ত সমিতি যেখানে ছিল শতকরা ৫৭.০ ভাগ, সেখানে ১৯২৫-২৬ সালে তা বেড়ে হয় ৫৮.৬ ভাগ, ১৯২৯-৩০ সালে এই সংখ্যা আরও বেড়ে হয় শতকরা ৬০.৬ ভাগ এবং ১৯৩৪-৩৫ সালে এই C শ্রেনীভুক্ত সমিতির সংখ্যা এতটাই বৃদ্ধি পায় যে, তা এই সময় শতকরা ৭০.৩ ভাগ হয়। এভাবে সমবায় সমিতির সদস্যদের উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে সমিতির হিসাব যথার্থভাবে লিপিবদ্ধ করতে না পারায় এবং সমবায় মূল তত্ত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারনা না থাকায় ক্রমান্বয়ে ভাল সমিতির সংখ্যা হ্রাস পেয়ে অদক্ষ সমিতির সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকে।[২৬] যার ফলে সমবায় আন্দোলন তার আসল উদ্দেশ্য পূরনে ব্যর্থ হয়।

বাংলায় ১৯৪১ সাল পর্যন্ত কৃষিঋণদান সমিতির জেলাওয়ারী অগ্রগতির চিত্র সারণী-২১ এর মাধ্যমে তুলে ধরা হল:

১৯৪১ সালে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক কৃষি ঋণদান সমিতি ছিল ত্রিপুরা জেলায়, ২,৫৩৬টি, এরপরই স্থান ছিল ঢাকা জেলার, ২,৩২৭টি এবং সবচেয়ে কম ছিল হাওড়া

Dhaka University Institutional Repository

জেলায়, ১৮২টি। সবচেয়ে ভাল সমিতি হিসাবে পরিচিত "A" শ্রেনীভুক্ত সমিতির সংখ্যা ১৯৪১ সাল নাগাদ বাংলার বেশীরভাগ জেলায়ই ছিল না, তবে যে জেলাগুলোয় ছিল, তার সংখ্যাও ছিল খুবই কম। যেমন- সবচেয়ে বেশি ছিল চট্টগ্রাম এবং খুলনা জেলায় ৬টি করে মাত্র। "B" শ্রেনীভুক্ত কৃষিঋণদান সমিতির অগ্রগতির চিত্রও বাংলার জেলাগুলোতে ভাল ছিল না (সারণী ২১)।

সারণী -২১

কৃষিঋণদান সমিতির জেলাওয়ারী হিসাব

জেলা	সমিতির সংখ্যা			"A" শ্রেনীভুক্ত সমিতি	"B" শ্রেনীভুক্ত সমিতি	"C" শ্রেনীভুক্ত সমিতি	"D" শ্রেনীভুক্ত সমিতি	"E" শ্রেনীভুক্ত সমিতি	"UP" শ্রেনীভুক্ত সমিতি
	গত বছর	বর্তমান বছর	হ্রাস অথবা বৃদ্ধি						
বর্ধমান	১,২৮৫	১,৪৩২	+১৪৭	...	৩	৫৬৬	২২৬	১৭৩	৪৬৪
বিরভূম	১,০৮২	১,১০২	+২০	...	৬	৫৯৭	১৫৪	২০৫	১৪০
হাওড়া	১৭৪	১৮২	+৮	...	১	৬৮	৯	২৮	৭৬
মেদিনীপুর	১,৪৪৯	১,৫৩৫	+৮৬	২	২৯	৮১৩	২৭৪	২২৭	১৯০
হুগলি	৩৮৮	৪০৩	+১৫	...	৩	১৪২	২৮	১১৩	১১৭
বাঁকুড়া	৬১৯	৬১৮	-১	...	১	২৮২	৫০	৫৯	২২৬
বর্দ্ধমান	৪৯৬	৫৭৭	+৮১	৬	১০	১৩৭	৫০	৬৯	৩০৫
মেদিনীপুর	১,৪৯৪	১,৬৬৫	+১৭১	১	১৫	৬৫০	৮৬	১৯১	৭২২
নদিয়া	২,৪৬০	২,৫৩৬	+৭৬	...	৩২	১,৫৩৭	৩৩৩	২১৯	৪১৫
ঢাকা	২,৩০০	২,৩২৭	+২৭	১	৮৬	১,৫১৬	১৭০	১২৬	৪২৮
ময়মনসিংহ	৩,৭০৯	৪,১২২	+৪১৩	৫	১৭	২,১১৪	৩৬১	১৯৯	১,৪২৬
বাকেরগঞ্জ	১,৭৫১	১,৮৪৪	+৯৩	...	২২	১,০৪৫	১৯৫	১৩১	৪৫১
ফরিদপুর	১,৮৩৪	১,৯১১	+৭৭	...	৬	৪৪৬	২০৯	৫৮২	৬৬৮
চব্বিশ পরগনা	১,০৯৯	১,২৭২	+১৭৩	২	৫	৪৫৭	১৪৭	১৫৪	৫০৭
নদীয়া	১,২০৭	১,২৩৭	+৩০	...	৮	৬২৬	১৮৯	২৩০	১৮৪
মুর্শিদাবাদ	৮২০	৮৫৩	+৩৩	...	২	৩৮৮	১৪২	১৬৭	১৫৪
যশোর	১,২৮৭	১,৫৬৭	+২৮০	...	২	৪৫৬	১৪৩	১২১	৮৪৫
খুলনা	১,২১৫	১,২৯৬	+৮১	৬	১৬	৪০৫	১৫৬	১৪১	৫৮৫
রাজশাহী	৯৯২	১,০২৬	+৩৪	...	১২	৪৭৯	২৬৫	১৪২	২৩৭
বগুড়া	১,০৫৬	১,০৫৭	+১	...	৭	৫৭৪	৬৭	১১৯	৯২
দিনাজপুর	৬৮৭	৭৮৭	+১০০	...	১	৩২৪	১৩৬	৭৬	৩১৯
রংপুর	১,৭০৮	১,৮৮১	+১৭৩	...	৯	৬৪৫	২২৮	১৩৪	৯৫৭
পাবনা	১,১৫৯	১,১৬০	+১	...	...	৬৪৫	১০০	২১৭	৭০
দিনাজপুর	১,৮৯৩	২,৩৬১	+৪৬৮	...	১	৮১২	১৪	৮৮	১,৩৬০
জলপাইগুড়ি	২৬৫	২৬৩	-২	...	১০	১০৫	৫৬	১৫	১১৯
দার্জিলিং	২৩৯	২৪৭	+৮	...	২	৩৮	...	২১	১৩০
মোট	৩২,৬৬৮	৩৫,২৬১	+২,৫৯৬ -৩	২৩	৩০৬	১৫,৮৬৭	৩,৯৩১	৩,৯৪৭	১১,১৮৭

উৎসঃ *Annual Report on the Working of Co-operative Societies in the Presidency of Bengal, 1941*(Alipore, 1942), p. 22.

"B" শ্রেনীভুক্ত সবচেয়ে বেশী সমিতি ছিল ঢাকা জেলায়, তাও আবার মাত্র ৮৬টি। তবে এই সময়ে বাংলায় "C" শ্রেনীভুক্ত সমিতি সবচেয়ে বেশী ছিল এবং এর মোট সংখ্যা ছিল

Dhaka University Institutional Repository

১৫,৮৬৭টি, আর সবচেয়ে বেশী "C" শ্রেনীভুক্ত সমিতি ছিল ময়মনসিংহ জেলায় ২,১১৪টি। অন্যদিকে বাংলার মোট সংখ্যার দিক দিয়ে "D" এবং "E" শ্রেনীভুক্ত কৃষিঋণদান সমিতির সংখ্যা প্রায় সমান ছিল। যেমন- "D" শ্রেনীভুক্ত সমিতি ৩,৯৩১টি এবং "E" শ্রেনীভুক্ত সমিতি ৩,৯৪৭টি ছিল এবং ১৯৪১ সালে বাংলায় "UP" বা শিক্ষানবিশ সমিতির মোট সংখ্যা ছিল ১১,১৮৭টি। বাংলায় কৃষিঋণদান সমিতির সাধারণ অগ্রগতির এই চিত্র থেকে এটা স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায় যে, ১৯৪১ সাল নাগাদ বাংলায় কৃষিঋণদান সমিতির চরম অবনতি ঘটেছিল। আর বাংলায় সমবায় আন্দোলনের প্রান সমবায় কৃষিঋণদান সমিতির চরম অবনতির ফলেই বাংলায় সমবায় আন্দোলন সফল হতে পারেনি।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, বাংলায় সমবায় আন্দোলনের সবচেয়ে বড় শাখা কৃষিঋণদান সমিতির অগ্রগতি, সংখ্যা এবং মানের দিক দিয়ে সব অঞ্চলে সমান হারে হয়নি। রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক অবস্থার তারতম্য, উপযুক্ত শিক্ষার অভাব এবং প্রশাসন যন্ত্রের সুশৃঙ্খল নিয়ম-কানুনের অভাবে সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতি বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের হয়েছিল। যেসব অঞ্চলে শিক্ষা, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং প্রশাসন যন্ত্রের অবস্থান ভাল ছিল, পর্যবেক্ষনে দেখা যায় যে, সে সব অঞ্চলেই তুলনামূলকভাবে সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতি সুবিস্তৃত হয়েছিল।[২৭] কিন্তু বাংলায় সমবায় আন্দোলনের এই অগ্রগতিও সন্তোষজনক ছিল না।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

1. *Report on the Working of Co-operative Credit Societies in Eastern Bengal and Assam for the Year Ending on the 30th June, 1909*(Shillong,1909),p.10.
2. B. G. Bhatnagar, *The Co-Operative Organization in British India* (Allahabad, 1927), pp. 90-91.
3. *Report of the Bengal Provincial Banking Enquiry Committee, 1929-30* (Calcutta, 1930), Vol.1, p. 69.
4. Bhatnagar, *op. cit.* pp. 88-89.
5. *Ibid*, pp.95-96.
6. *Report on the Indian Central Banking Enquiry Committee, 1931* (Calcutta, 1931), Vol.1 (Majority Report), p.116.
7. *Report on the Working of Co-operative Credit Societies in Eastern Bengal and Assam for the Year Ending on the 30th June, 1910*(Shillong,1910),p.7.

Dhaka University Institutional Repository

8. *Report on the Working of Co-operative Credit Societies in Eastern Bengal and Assam, 1909, op.cit.*,p.10.

9. *Annual Report on the Working of Co-operative Societies in the Presidency of Bengal, 1941* (Alipore, 1942), p. 21.

10. *Bengal Provincial Banking Enquiry Committee, 1929-30, op. cit.*, pp. 67-68.

11. *Ibid*, p. 69.

12. Bangladesh National Archives, *Government of Bengal, Department-Co-Operative, Branch-Co-operative, Proceedings-A, Vol-01, Bundle - 01, List No- 37,1933-1936.*

13. M. Mufakharul Islam, *Bengal Agriculture 1920-1946: A Quantitative Study* (Cambridge University Press, 1978), p. 166.

14. ডঃ আজিজুর রহমান খান, *পল্লী অর্থ ব্যবস্থা ও ব্যাংকিং* (ঢাকা, ১৯৮৯), পৃষ্ঠা - ৮৬।

15. *Bengal Provincial Banking Enquiry Committee 1929-30, op. cit*, p. 69.

Dhaka University Institutional Repository

16. *Report on the Working of Co-operative Credit Societies in Eastern Bengal and Assam, 1909 , op.cit.*, p.11.

17. *Bengal Provincial Banking Enquiry Committee 1929-30, op. cit,* p. 52.

18. Bangladesh National Archives, *Government of Bengal, Department-Co-Operative, Branch-Co-operative, Proceedings-A, Vol-01, Bundle - 01, List No- 37,1933-1936.*

19. *Report on the Working of Co-operative Credit Societies in Eastern Bengal and Assam, 1909, op.cit.*, p.11.

20. *Annual Report on the Working of Co-operative Societies in the Presidency of Bengal, 1941, op.cit.*,p.21.

21. J. P. Niyogi, *The Co-Operative Movement in Bengal* (London, 1940), p. 36-37.

22. *Ibid*, p.38.

23. *Ibid.*

24. *Ibid.*

Dhaka University Institutional Repository

25. *Ibid.*

26. *Bengal Provincial Banking Enquiry Committee, 1929-30, op. cit,* p. 135.

27. *Report of the Royal Commission on Agriculture in India (Abridged Report),* (Bombay, 1928), Vol. IV (Evidence taken in Bengal), p.51.

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

সমবায় আন্দোলনের মূল্যায়ন

বিশ্বব্যাপী সাধারণ শ্রমজীবীদের কল্যানে সমবায়ের উদ্ভব নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ ছিল এবং বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে এটা সফলও হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশের দরিদ্র কৃষকদের ঋণ সমস্যার সমাধান করে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য বৃটিশ সরকার ১৯০৪ সালে সমবায় অইন পাশ করে সরকারী উদ্যোগে যে সমবায় আন্দোলনের শুভ সূচনা করেন ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর বাংলায় সেই আন্দোলন প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল এই অন্দোলন সরকারী উদ্যোগে বাংলায় পরিচালিত হলেও এর মাধ্যমে কৃষকদের ঋণ সমস্যার সমাধানে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জিত হয়নি। তবে শুরুতে বাংলায় সমবায় আন্দোলন কৃষকের ঋণ সমস্যার কিছুটা সমাধান করে অগ্রগতি অর্জন করেছিল সত্যি, কিন্তু ১৯৩১ -৩২ সালের পর ক্রমান্বয়ে এই আন্দোলনের অগ্রগতি না হয়ে বরং অবনতি হতে থাকে। যেমন- বাংলায় সমবায়ের প্রাথমিক অগ্রগতি সম্পর্কে যে সব তথ্য পাওয়া যায় তা থেকে দেখা যায় যে, বাংলায় সমবায় আন্দোলনের শুরুতে কৃষি ঋণদান সমিতির অগ্রগতি খুব দ্রুত না হলেও একেবারে কম নয়। ১৯০৫-০৬ সালে বাংলায় যেখানে সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল ৩০টি, সেখানে ১৯০৬-০৭ সালে তা বেড়ে হয় ৬৭টি। ১৯০৭-০৮ সালে সমবায় সমিতির এই সংখ্যা প্রায় চারগুন বেড়ে হয় ২০৪টি এবং সদাস্য পদ হয় ৫,০৪২টি ও মূলধন হয় ১,৮০,৯০৪ রুপি।[১]

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে সমবায় সমিতির সংখ্যা, সদস্য পদ ও মূলধন বৃদ্ধি পেয়ে ১৯১১-১২ সাল নাগাদ হয় যেখানে যথাক্রমে ৮৬৯টি, ৩০,৬৫৮ টি এবং ১৪,৭১,৬৭০ রুপি, সেখানে ১৯৩১ - ৩২ সাল নাগাদ এটা আরও বেড়ে হয় যথাক্রমে সমিতির সংখ্যা ২০,১৫৯টি, সদস্য সংখ্যা ৪,৬৯,৫৯৭টি এবং মূলধন ৫,৫৬,২৫,৪৫৪ রুপি। কিন্তু বাংলায় সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠার সময় পর্যাপ্ত অনুসন্ধান করা হয়নি বলে সমবায় সমিতির এই অগ্রগতির ধারাবাহিকতাও সন্তোষজনক হয়নি।[২] তাই সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতি পরবর্তীতে শুধুমাত্র ধীরগতি সম্পন্ন হয়েই পড়ে না, ১৯৩১-৩২ সালের পর থেকে অর্জিত অগ্রগতি হ্রাস পেতে থাকে। ১৯৩৫-৩৬ সালে সমবায় সমিতির সংখ্যা, সদস্য সংখ্যা হ্রাস পেয়ে হয় যথাক্রমে ১৯,৭৯০টি ও ৪,৪৭,৪৫১টি।[৩]

এরপর ১৯৪০ সাল নাগাদ বাংলার সমবায় সমিতির অগ্রগতি আরও স্তিমিত হয়ে পড়ে। ১৯৪৫ সালের রাওল্যান্ড কমিটি সমবায়ের অগ্রগতিকে অত্যন্ত ধীরগতি সম্পন্ন বলে মন্তব্য করেন। এভাবে ধীরগতিতে সমবায়ের বিস্তৃতি হয়ে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির সময় সমবায় ২৬,৬৬৪ টি কৃষি ঋণদান সমিতিসহ মাত্র ৩২,৪১৮টি সংগঠনে পরিনত হয়।[৪] যদিও এর মধ্যে প্রায় ১৫৩টি প্রাথমিক সমিতি এবং ২৪টি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক "A"এবং "B" শ্রেনীভুক্ত ছিল।

সমবায়ের এই ধীরগতি এবং উত্থান পতনের সাথে সমবায়ের চলতি মূলধন, শেয়ার মূলধন, সংরক্ষিত মূলধন, নিজস্ব মূলধন, সদস্যদের জমা এবং সরকারী সাহায্যের হ্রাস - বৃদ্ধির বিষয়গুলিও বিশেষভাবে জড়িত ছিল। প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, প্রতি পাঁচ বছরে

Dhaka University Institutional Repository

১৯২০ সাল থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত সদস্য প্রতি বাংলার প্রতিটি অঞ্চলে চলতি মূলধনের পরিমাণ যে হারে বাড়ে, ১৯৩৫ -৩৮ সালে চলতি মূলধন সেই হারে না বেড়ে অত্যন্ত ধীরগতি সম্পন্ন হয়ে পড়ে। যেমন - ১৯১১-১২ সালে সদস্যদের জমাকৃত অর্থের পরিমান যেখানে চলতি মূলধনের শতকরা প্রায় ১৭ ভাগ ছিল, সেখানে ১৯৩৪-৩৫ সালে এর পরিমাণ হয় শতকরা মাত্র ৩ ভাগ।[৫] অন্যদিকে শেয়ার মূলধন ক্রমাগতভাবে বেড়ে ১৯৩৩-৩৪ সালে হয় যেখানে ৫৫,৮৮,৭৮৪ রুপি, সেখানে ১৯৩৪-৩৫ সালে শেয়ার মূলধনের পরিমাণ কমে হয় ৫৫,৪৪,৫৪৮ রুপি, যা মোট চলতি মূলধনের শতকরা ৯ ভাগ ছিল মাত্র।[৬] সংরক্ষিত তহবিলের পরিমাণ ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি পেলেও ১৯৩৯-৪৪ সালে বৃদ্ধির গতি ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। আবার মাথাপিছু নিজস্ব মূলধন ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত অব্যাহতভাবে বাড়তে থাকলেও ১৯৩৯ - ৪৪ সালে মাথাপিছু নিজস্ব মূলধন অনেক কমে যায়।[৭] অন্যদিকে সমবায় আন্দোলন পরিচালনার অর্থের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন উৎস সরকারী সাহায্যের পরিমাণও একটি পর্যায়ে ব্যাপকভাবে কমে যায়। ১৯১১ সালে সরকার কর্তৃক দেয় মোট সহায্যের পরিমাণ ছিল যেখানে ১,৮২,৬৪২ রুপি, সেখানে তা ক্রমাগতভাবে কমে ১৯৩৪-৩৫ সালে হয় মাত্র ১০১ রুপি।[৮]

এভাবে বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত সমবায়ের চলতি মূলধনের পরিমাণ ক্রমাগতভাবে হ্রাস পেতে থাকলে ১৯৪৪ সালের শেষদিকে বাংলায় সমবায় ঋণদান কার্যক্রম প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। এজন্য ১৯৪৫ সালের রাউল্যান্ড কমিটি (Rowland Committee) প্রথমে বাংলায় সমবায় আন্দোলনকে প্রাণহীন দেহ বলে উল্লেখ করেন।[৯] এখানে আরও উল্লেখ্য যে, এই সময় বাংলায় সমবায় আন্দোলনের চারদশক পূর্ণ হলেও ঋণগ্রহীতার অনুপাতে তেমন কোন বড় ধরনের অগ্রগতি হয়নি। ঋণগ্রহীতার একটি বড় অংশ তখনও

Dhaka University Institutional Repository

সমবায় ঋণপ্রাপ্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল। কৃষক পরিবারের যে সংখ্যা ছিল, ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা তার তুলনায় অনেক কম ছিল।[১০] ব্যাংকিং কমিটির প্রতিবেদন মতে, ১৯২৮-২৯ সালে সমাপ্ত পঞ্চবার্ষিকীকালে বরাদ্দকৃত মোট গড় ঋণের পরিমান ছিল ৫৯.২ মিলিয়ন রুপি। বাস্তবে কৃষি ঋণদান সমিতি কর্তৃক এই সময় পরিশোধিত ঋণের পরিমাণ ছিল শতকরা মাত্র ২৪ ভাগ। অন্যকথায় কৃষি বিভাগের প্রয়োজনীয় ঋণের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের পরিমান ছিল শতকরা ১.৩ ভাগ মাত্র।[১১]

প্রাপ্ত পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, বাংলায় সমবায় কৃষিঋণদান সমিতি কর্তৃক দেয় মোট ঋণের পরিমান একদিকে যেমন প্রয়োজনের তুলনায় বেশ কম ছিল অন্যদিকে তেমনি সমবায় কৃষিঋণদান সমিতি কর্তৃক দেয় ঋণ আদায়ের হার সন্তোষজনক ছিল না। দেয় ঋণের মধ্যে মেয়াদ উত্তীর্ন ঋণের পরিমাণ ক্রমাগতভাবে বেড়েছিল। মেয়াদ উত্তীর্ন ঋণের এই বিস্তৃতি থেকেই সদস্যদের ঋণ পরিশোধের গতি এবং ক্ষমতা মূল্যায়ন করা যায়। ১৯২০-২৪ সাল থেকে ১৯৩৯-৪৪ সাল পর্যন্ত বার্ষিক মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণের হার অব্যাহতভাবে বাড়তে থাকে। তবে ১৯২০ সাল থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণের বৃদ্ধির যে হার ছিল, ১৯৩০ সাল থেকে তা অত্যধিক হারে বাড়তে থাকে এবং ১৯৪৪ সালে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণের বৃদ্ধির হার শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ হয়। [১২]

মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণ এভাবে বৃদ্ধির সাথে সাথে দুর্বল এবং অদক্ষ সমিতির সংখ্যাও বিপজ্জনক ভাবে বেড়েছিল। যেমন ১৯১৭- ১৮ সালে ভাল সমিতি হিসেবে পরিচিত A এবং

Dhaka University Institutional Repository

B শ্রেনী ভূক্ত সমিতির হার যেখানে শতকরা ৯.৬ ভাগ ছিল, ১৯৩৪-৩৫ সালে তা কমে হয় শতকরা ২.২ ভাগ মাত্র। অন্যদিকে অদক্ষ সমিতি হিসেবে পরিচিত C শ্রেনীভূক্ত সমিতি ১৯৩৪-৩৫ সালে এতটাই বৃদ্ধি পায় যে, তা এই সময়ে শতকরা ৭০.৩ ভাগ হয় এবং D ও E শ্রেনী ভূক্ত সমিতি হয় শতকরা ২৩.৫ ভাগ।[১৩]

সুতরাং দেখা যায় যে, বাংলায় সমবায় সমিতি কর্তৃক কৃষকদের দেয় ঋণের পরিমাণ যেমন প্রয়োজনের তুলনায় বেশ কম ছিল, তেমনি এই দেয় ঋণ আদায়ের হারও সন্তোষজনক না হওয়ায় খারাপ সমিতির সংখ্যা ক্রমাগতভাবে বেড়ে সমবায় আন্দোলনের গতি স্তিমিত হয়ে পড়ে। বাংলায় সমবায় আন্দোলনের এই ধীরগতি এবং মন্দাভাব দূর করে কিভাবে আন্দোলনকে সুবিস্তৃত এবং সুসংগঠিত করা যায় এজন্য পূর্বেই " Bengal Co-operative Organization Society " প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।[১৪] এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সমবায় আন্দোলনকে সম্প্রসারিত এবং সমবায়ের কেন্দ্র হিসেবে সমবায়ের কাজে সাহায্য করা। "Bengal Co-operative Organization Society " সমবায় আন্দোলনকে বিস্তৃত করার জন্য যথাসম্ভব নতুন সমিতি গঠনে সাহায্য করে, সমবায়ের আদর্শ এবং সহযোগিতার অভিজ্ঞতালব্দ জ্ঞান বঙ্গ প্রদেশে প্রচার করে। ইহা সমবায় মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করে, ইংরেজী সমবায় সাহিত্য বাংলায় অনুবাদ করে, গ্রামীণ সমাজকল্যাণ মূলক প্রকল্প পরিচালনা করে, জনগণকে সমবায় সম্পর্কিত শিক্ষা দেয়ার জন্য এর সাথে সম্পৃক্ত সাহিত্য প্রকাশ ও বিতরণ করে এবং সমবায় অন্দোলনের অগ্রগতির জন্য ইহা সমবায় সম্মেলনের আয়োজন করে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এছাড়া সমবায় বিভাগের প্রশিক্ষণের জন্য ১৯৩৬ সালে কলকাতার নিকটবর্তী দমদম নামক স্থানে "সমবায় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান" স্থাপন করা হয়। এখানে সমবায়ের সাথে জড়িতদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ

Dhaka University Institutional Repository

জনশক্তির মাধ্যমে সমবায় আন্দোলনকে সুসংগঠিত ও সুবিস্তৃত করার চেষ্টা করা হয়। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন সময়ে গঠিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ কমিটি যেমন [১৫] - *Committee on Co-operation in India 1915, Royal Commission on Agriculture 1928, Townsend Committee on Co-operation 1927-28, Floud Commission Report 1940* এবং *Co-operative Planning Committee 1946* সমবায় আন্দোলনের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলো তুলেধরে এবং তা সমাধানের অত্যন্ত প্ররোজনীয় পরামর্শ দেয়। এভাবে শুরু থেকেই সরকারি উদ্যোগে বাংলায় সমবায় আন্দোলন শুরু হয় এবং এই আন্দোলনকে বিস্তৃত করার জন্য প্রথম থেকেই গ্রেট বৃটেন থেকে আগত কিছু অভিজ্ঞ কর্মকর্তা রেজিষ্ট্রার হিসেবে দায়িত্ব পালন করে সমবায় আন্দোলনকে উন্নত করার চেষ্টা করেন।[১৬] বেসরকারি ভাবেও বাংলায় সমবায় আন্দোলনের গতিকে তরান্বিত করার জন্য কিছু ব্যক্তিত্ববান মেধাবী লোক তাদের মেধা, বুদ্ধি ও কৌশলের মাধ্যমে বিশেষ অবদান রাখেন। যেমন- কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় সমবায় বীমা সমিতির উদ্যোক্তা ছিলেন। শুধু তাই নয় তিনি সমবায় সহযোগিতার উপর অনেক প্রবন্ধ রচনা করেন এবং সমবায়ের বিভিন্ন বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন। এছাড়া অনেক রায় বাহাদুর, খান বাহাদুর এবং শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের মত ব্যক্তিত্ব সমবায়ের অগ্রগতিতে অবদান রাখেন। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ১৯০৮-১০ সালে সমবায় সমিতির রেজিষ্ট্রার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামও ১৯৩০ সালে সমবায়ের উপর জনপ্রিয় বাংলা গান রচনা করেন।[১৭]

এরূপে বাংলায় সমবায় আন্দোলনের গতিকে সুবিস্তৃত করার জন্য বিভিন্ন সময়ে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়, তার ফলে বাংলায় সমবায় আন্দোলনের প্রথম দিকে কিছুটা অগ্রগতি হয় সত্যি, কিন্তু ব্যাপক কোন অগ্রগতি অর্জিত না হওয়ায় ১৯৪৭ সাল নাগাদ এই

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলন স্তিমিত হয়ে ব্যার্থতায় পর্যবসিত হয়। এজন্য ১৯৫০ সালের অনুসন্ধান কমিশন বাংলায় সমবায় আন্দোলনকে প্রানহীন দেহ বলে আখ্যায়িত করেন।[১৮]

সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতা:

উপমহাদেশে সমবায় আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল দরিদ্র কৃষকের ঋণ সমস্যার সমাধান করা। কিন্তু উপমহাদেশের একটি অংশ হিসেবে বাংলায় এই আন্দোলন মহাজণি ঋণের বিকল্প উৎস হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে ব্যর্থ হয়। বাংলায় সমবায় আন্দোলনের এই ব্যর্থতার জন্য সমবায় ঋণদান আন্দোলনের সাথে জড়িত বিভিন্ন অনুসন্ধান কমিটি, সরকারী নথিপত্রে, স্বতন্ত্র লেখক, গবেষক বিভিন্ন সময়ে তাদের প্রতিবেদনে যে বিষয়গুলিকে চিহ্নিত করেছেন তার ভিত্তিতে এবং অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উপর নির্ভর করে বাংলায় সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতার বিষয়টি মূল্যায়ন করা যায়। যেমন- সমবায়ী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাব, সমবায়মূলক মানসিকতার অভাব, সুদের হারের বৈষম্য, উৎপাদন খাতে ঋণদান ব্যবস্থার উপর গুরুত্বারোপ, তত্ত্বাবধানের অপর্যাপ্ততা, দীর্ঘমেয়াদী ঋণদান ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততা, মাথাপিছু আয়ের স্বল্পতা, তহবিলের স্বল্পতা, মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের বিস্তৃতি, ব্যবস্থাপনার দূর্বলতা, সততার অভাব, অর্থনৈতিক মহামন্দার প্রভাব প্রভৃতি। কিন্তু প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এই বিষয়গুলির সাথে সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতার সম্পর্ক থাকলেও বাংলায় সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতার প্রকৃত কারণ ছিল সমবায় সমিতির তহবিলের স্বল্পতা। তহবিলের স্বল্পতার জন্যই মূলত দরিদ্র কৃষকের প্রয়োজনীয় ঋণের উল্লেখযোগ্য অংশ পূরণ করা সম্ভব হয়নি।

আর বাংলায় সমবায় সমিতির এই তহবিল সংকটের প্রধান কারণ ছিল দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকের দারিদ্রতা, যাদের মাথাপিছু আয় এতটাই কম ছিল যে, জীবন ধারনের

Dhaka University Institutional Repository

পর তাদের নিকট তেমন কিছু উদ্বৃত্ত থাকত না। তাই তাদের পক্ষে ভর্তি ফি দিয়ে এবং শেয়ার ক্রয় করে সমিতির সদস্য হওয়া কঠিন ছিল। আবার অনেক দরিদ্র কৃষক ভর্তি ফি দিয়ে ভর্তি হওয়ার পর শেয়ারের কয়েকটি কিস্তি দিয়ে অর্থের অভাবে কিস্তি দেয়া বন্ধ করে দেয়। বিশেষ করে তারা যখন কৃষির প্রয়োজনে মহাজণি ঋণের উপর নির্ভরশীল হয়ে প্রায় নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিল, সে সময় তারা সঞ্চয়ের মাধ্যমে টাকা জমিয়ে সমবায়ের সদস্য হয়ে অত্মনির্ভরশীল হবে এমনটি ভাবা উচিত হয়নি। তখন দরিদ্র কৃষকের পক্ষে কোন রকমে খেয়ে পড়ে দিন অতিবাহিত করাই কষ্ট ছিল। আবার যাদের টাকা ছিল তারা তাদের পূর্ব পুরুষদের দীর্ঘদিনের লাভজনক সুদের ব্যবসা চালিয়ে যেতেই বেশি আগ্রহী ছিল। এজন্যই সমবায় ঋণদান আন্দোলনে গ্রামীণ পরিবারগুলির অংশগ্রহণ আশানুরূপ ছিল না। ১৯২৯-৩০ সাল পর্যন্ত বাংলায় মোট জনসংখ্যার শতকরা মাত্র ৭.১ ভাগ লোক সমবায় আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে।[১৯] এর ফলে সমবায় সমিতিগুলিতে পর্যাপ্ত তহবিল সংকট দেখা দেয়। সমবায় বিভাগের অর্থের এই সংকট মোকাবেলা করার জন্য প্রাথমিক সমিতিকে প্রধানত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণী তহবিলের উপর নির্ভরশীল হতে হয়েছিল।[২০] কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণও পর্যাপ্ত ছিল না। অন্যদিকে ১৯৩৫ সালে রিজার্ভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হলেও, এই ব্যাংক গ্রামীণ ঋণ সমস্যার সামাধানে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য সাড়া দেয়নি। সমবায় আন্দোলন পরিচালনার অর্থের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎস সরকারী সাহায্যের পরিমাণও ১৯৩৫-৩৬ সালে শূন্যের কোটায় পৌঁছে।[২১] এভাবে সমবায় সমিতির তহবিলে অর্থের যে প্রকট সমস্যা দেখা দেয় তার ফলে বাংলায় সমবায় সমিতির কৃষিঋণদানের পরিমাণ ব্যপকভাবে হ্রাস পায়। অথচ বাংলায় তখন মোট কৃষিঋণের পরিমাণ হ্রাস না পেয়ে বরং বৃদ্ধি পেয়ে ছিল। যেমন ১৯২৮-২৯ সালে বাংলায় মোট কৃষি ঋণের পরিমাণ যেখানে ১০০ কোটি রুপি ছিল, সেখানে তা ১৯৪৫ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১৫০ কোটি রুপি।[২২] এ সময় সমবায় সমিতির পর্যাপ্ত তহবিল সংকটের কারণে এই কৃষিঋণের বেশিরভাগই পূরণ করে উচ্চ সুদের মহাজণি ঋণ। বোম্বে ব্যাংকিং অনুসন্ধান কমিটির মতে, সমবায় সমিতিগুলি

Dhaka University Institutional Repository

কৃষিক্ষেত্রে যে পরিমাণ ঋণ দিতে সক্ষম হয়েছিল, তা মহাজণি ঋণের তুলনায় অনেক কম ছিল। বেসরকারি তথ্যনুযায়ী কৃষিঋণদান সমিতিগুলি কৃষকের প্রয়োজনীয় ঋণের শতকরা মাত্র ৭ থেকে ১০ ভাগ ঋণ প্রদান করতে সক্ষম হয়েছিল।[২৩]

তাই লক্ষ্য করা যায় যে, বাংলার সাধারণ কৃষকের বেশিরভাগ একদিকে যেমন মাথাপিছু আয়ের স্বল্পতার জন্য সমবায় আন্দোলনে যোগদান করতে পারেনি, অন্যদিকে আবার যারা যোগদান করেছিল পর্যাপ্ত তহবিলের অভাবে তাদেরও প্রয়োজনীয় ঋণদান করা সম্ভব হয়নি। এজন্য পরবর্তীতে অন্যান্য কৃষকরাও সমবায় আন্দোলনে যোগদানে উৎসাহী না হলে পঞ্চাশের দশকের শেষদিকে বাংলার বেশিরভাগ কৃষক মহাজণী ঋণের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং এর ফলে বাংলায় সমবায় কৃষিঋণদান কার্যক্রম প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।

সুতরাং কৃষিঋণ সমস্যার সমধানের যে উচ্চাশা নিয়ে উপমহাদেশে সমবায় আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল, প্রায় চার দশক শেষে দেখা যায় যে, বাংলায় সমবায় আন্দোলনের সেই উচ্চাশা প্রধানত পর্যাপ্ত তহবিল সংকটের কারনে অপূর্ণ থেকে যায়। আর এভাবে বাংলায় সমবায় আন্দোলন তার মূল উদ্দেশ্য কৃষকের ঋণ সমস্যা সমাধানে অক্ষম হলে ১৯৪৭ সাল নাগাদ বাংলায় এই আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

1. J. P. Niyogi, *The Co-operative Movement in Bengal* (London, 1940), p.09.
2. *Report of the Land Revenue Commission Bengal* (Alipore:Bengal Government Press,1940), Vol.1, p. 158.
3. Niyogi, *op.cit.*, p. 11.
4. Maniruddin Ahmed: *Co-operatives in Bangladesh: An Overview* (Dhaka, 1989), p. 12.
5. Niyogi, *op. cit.*, p. 19.
6. *Ibid*, pp.17-18.
7. M. Mufakharul Islam, *Bengal Agriculture - 1920-1946: A Quantitative Study* (Cambridge University Press, 1978), p. 169.
8. Niyogi, *op. cit.*, p. 20.
9. Maniruddin Ahmed, *op. cit.*, p. 12.
10. Mufakharul Islam, *op. cit.*, p. 165.
11. *Ibid*, p. 166.
12. *Ibid*, p. 167.
13. Niyogi, *op. cit.*, pp. 38-39.
14. J. L. Raina, *The Co-operative Movement in India: A Comparative Study* (Bombay, 1928), p. 97.

Dhaka University Institutional Repository

15. Maniruddin Ahmed, *op. cit.*, p. 11.
16. *Ibid.*
17. *Ibid*, pp. 11-12.
18. *Ibid*, p. 12.
19. Eleanor M. Hough, *The Co-Operative Movement in India* (London, 1960), p. 202.
20. Mufakharul Islam, *op. cit.*, p. 179.
21. *Annual Report on the Working of Co-operative Societies in the Presidency of Bengal, 1936* (Alipore, 1937), Appendix,p.26.
22. Mufakharul Islam, *op. cit.*, p. 182.
23. Hough, *op. cit.*, p. 243.

428194

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

উপসংহার

১৯০৪ সালে বাংলায় যে সমবায় আন্দোলন শুরু হয় তা কোন সুপরিকল্পিত ও সুসংগঠিত আন্দোলন ছিলনা। এটি ছিল বাংলার সাধারণ কৃষকের ঋণ সমস্যার সমাধানের জন্য একটি অদূরদর্শী, অদক্ষ ও অপরিকল্পিত আন্দোলন। সমবায় আন্দোলনের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থ-সামাজিক আন্দোলন পরিচালনার জন্য যে পূর্ব প্রস্তুতি নেয়া দরকার ছিল সরকার সে রকম তেমন কোন পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। এমন কি সে সময় মহাজনি ঋণের অত্যধিক শোষণের হাত থেকে কৃষককে রক্ষা করার জন্য সরকার সমবায় সমিতি সমূহকে তেমন কোন পর্যাপ্ত আর্থিক সহায্য সহযোগিতা করতেও সচেষ্ট হয়নি।

শুধু তাই নয়, বাংলার সাধারণ জনগণের পশ্চাৎপদ কৃষি অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার জন্যও সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। যার ফলে সাধারণ ক্ষুদ্র কৃষকের পক্ষে সঞ্চয় করে সমবায় সমিতির সদস্য হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। কারণ ক্ষুদ্র কৃষকদের জীবন যাপনের পর তাদের নিকট তেমন কোন উদ্বৃত্ত সম্পদ থাকত না। আর এজন্যই সমবায় ঋণদান আন্দোলনের সাথে বেশীর ভাগ সাধারণ কৃষক সম্পৃক্ত হতে পারেনি। আবার যারা সদস্য হয়েছিল তাদের মধ্যেও অনেকে অর্থের অভাবে শেয়ারের কয়েকটি কিস্তি পরিশোধ করেই কিস্তি দেয়া বন্ধ করে দেয়। তাই কৃষকদের মধ্যে আর্থিক ভাবে যারা কিছুটা ভাল অবস্থানে ছিল তারাই বেশীর ভাগ সমবায় সমিতির নিয়মিত সদস্য হয়। এভাবে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বাংলায় সমবায় আন্দোলন চলার পর দেখা যায় যে, বাংলায় ধনীলোকেরা সমবায় প্রতিষ্ঠানটি দখল করে বসল এবং গরীবকে বঞ্চিত করল। ধনীরা সমবায় আন্দোলনকে গরীবের আন্দোলন হতে দিল না। তারা সমবায়ের তহবিলে টাকা পয়সা যা জমা হল তার

Dhaka University Institutional Repository

বেশীর ভাগই নিজেদের মধ্যে বিলি করল এবং এর পর কর্জখেলাপী করে সাধারণ জনগণের আন্দোলন হিসেবে পরিচিত এই সমবায় আন্দোলনকে নষ্ট করে দিল।

তবে একথা সত্যি যে, সমবায় আন্দোলন সাধারণ জনগণের আন্দোলন হলেও ভারতীয় উপমহাদেশের সমবায় আন্দোলন প্রধানত সরকারী উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয় এবং সাধারণ জনগণ এ আন্দোলনের বিষয়ে তেমন একটা আগ্রহী ছিল না। জনগণ অবচেতন মনে এ আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হয়। এ আন্দোলনের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও সুদুর প্রসারী কল্যাণ ও সুফল সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সুযোগ তাদের ঘটেনি। তাদেরকে এ ব্যাপারে যথাযথ উদ্বুদ্ধ ও প্রশিক্ষিত না করে তুলেই তাদের উপর সমবায়ের কার্যক্রম চাপিয়ে দেয়া হয়। ফলে তা তাদের অন্তরে যথাযথ আসন গেড়ে বসেনি। অথচ দারিদ্র বিমোচন এবং সাধারণ মানুষের ক্ষমতায়নে সমবায় আন্দোলনের ভূমিকা সুপ্রমানিত ও সর্বজন স্বীকৃত। কেননা পুঁজিবাদি মুনাফা ভিত্তিক ব্যক্তি উদ্যোগের প্রতিযোগিতা থেকে ক্ষুদে মালিক, উৎপাদকদের অস্তিত্ব রক্ষার অন্যতম পন্থা হল সমবায়। সঞ্চয়, আত্মনির্ভরতা ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে জীবন ও জীবিকার উন্নয়ন হল সমবায়ের আসল উদ্দেশ্য। তাই দীর্ঘদিনের মহাজনি ঋণের শোষণ থেকে কৃষককে রক্ষার জন্য মূলতঃ বাংলায় সমবায় আন্দোলন গড়ে উঠলেও যর্থাথ প্রশাসনিক ও আর্থিক সহযোগিতার অভাবে ১৯৪৭ সাল নাগাদ এই আন্দোলন গতি শূন্য হয়ে পড়ে।

সুতরাং দেখা যায় যে, তাত্ত্বিক বিবেচনায় নীতি নির্ধারণ করা যত সহজ, স্থানিক বাস্তব সমস্যার উপর বসে নীতি বাস্তবায়ন করা তত সহজ নয়। তবে বাংলার সাধারণ কৃষকের ঋণ সমস্যার সমাধানের জন্য সমবায় আন্দোলন যে, একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল এতে কোন সন্দেহ নেই। সমবায় সমিতিগুলির অধিকাংশের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল যে, এগুলি গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হত। সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ সাধারণ সভায় মিলিত হয়ে এর সদস্যদের

Dhaka University Institutional Repository

সাথে আলাপ-আলোচনা করতেন। সাধারণ সভায় চেয়ারম্যান, ম্যানেজমেন্ট কমিটি অথবা পঞ্চায়েত নির্বাচন করা হত। বাৎসরিক সভায় সমবায়ের সার্বিক কাজকর্ম মূল্যায়ন করা হত এবং টাকার পরিমাণ, ঋণের পরিমাণ, জমার পরিমাণ, সম্পর্কে আলোচনা করা হত। প্রত্যেক সদস্যের ব্যক্তিগত টাকার অংক নির্ধরণ করা হত এবং তারা কে কত টাকা ঋণ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক তার বিস্তারিত আলোচনা করা হত। কিন্তু তা সত্বেও সমবায় আন্দোলন এ অঞ্চলে বাস্তবায়ন করার পদ্ধতিগত ত্রুটির কারণে একদিকে যেমন বেশীর ভাগ ক্ষুদ্র কৃষকরা সমবায় সমিতির সদস্য হতে পারেনি, অন্য দিকে তেমনি সাধারণ কৃষকদের মধ্যে কষ্ট করে যারা সদস্য হয়েছিল তারাও একপর্যায়ে সমবায় কৃষি ঋণ গ্রহণ করে তা সময় মত পরিশোধে ব্যর্থ হলে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণে জর্জরিত হয়ে আরো বেশী দেনাদার হয়ে পড়ে। এছাড়া সাধারণ কৃষকদের একটি বড় অংশ সমবায়ী ঋণের অভাবে তখনও শোষণ মূলক মহাজনি ঋণের উপর নির্ভরশীল ছিল। বস্তুতঃ বাংলায় সমবায় কৃষি ঋণদান সমিতি গুলির সেবার মান সন্তোষজণক না হওয়ায় বেশীর ভাগ সাধারণ কৃষককে এ আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি বলেই, সাধারণ জনগণের আন্দোলন হিসাবে পরিচিত এই আন্দোলন তার প্রধান উদ্দেশ্য কৃষিঋণ সমস্যার সমাধানেও তেমন কোন উল্লেখ যোগ্য সাফল্য অর্জনে ব্যর্থ হয়।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট: বাংলায় গ্রামীণ সমবায় সমিতির সাধারণ অগ্রগতির চিত্র।

Statement I-A
General Progress of Rural Co-operative Credit Societies in 1906-1907 .

Division	District	Kinds of society	Number of societies		Number of the members		Remarks
			At the beginning of the year	At the end of the year	At the beginning of the year	At the end of the year	
Burdwan	Birbhum	Cash unlimited	2	2	170	242	
	Bankura	Ditto	2	2	33	43	
	Midnapore	Ditto	4	11	273	807	
Presidency	24-Parganas	Ditto	7	7	71	129	
	Nadia	Ditto	1	3	1113	175	
	Jessore	Ditto	...	1	.....	55	
	Khulna	Ditto	3	10	57	229	
Patna	Gaya	Ditto	1	2	11	97	
	Saran	Ditto	1	3	54	212	
	Champaran	Ditto	3	19	51	412	
	Darbhanga	Ditto	....	7	....	520	
Bhagalpur	Monghyr	Ditto	....	7	...	78	
	Purnea	Ditto	3	4	105	162	
	Darjeeling	Ditto	...	4	.....	105	
	Sonthal Parganas	Ditto	6	6	821	821	
Orissa	Cuttack	Ditto	3	6	73	431	
	Balasore	Ditto	....	1	.....	151	
	Puri	Ditto	....	3	.....	337	
Chota Nagpur	Hazaribagh	Ditto	13	62	.....	1528	
	Ranchi	Ditto	1	2	65	96	
	Palamau	Ditto	...	1	....	12	
	Manbhum	Ditto	3	2	220	259	
Total			53	165	2,117	6,903	

Source: *Report on the Working of the Co-operative Credit Societies in Bengal for the year 1906-07*(Calcutta,1907), Appendices, P. i.

Dhaka University Institutional Repository

Statement I-C
General Progress of Rural Co-operative Credit Societies in 1907-1908 ,

Division	District	Kinds of societies	Number of societies		Number of the members		Working capital	
			At the beginning of the year	At the end of the year	At the beginning of the year	At the end of the year	At the beginning of the year Rs.	At the end of the year Rs.
Burdwan	Burdwan	Cash Unlimited	...	1	...	41	...	650
	Birbhum	Ditto	2	2	242	267	1,605	2,200
	Bankura	Ditto	2	2	43	41	545	565
	Midnapore	Ditto	11	33	807	1,490	11,605	25,160
Presidency	24-Parganas	Ditto	7	9	129	160	2,665	3,995
	Nadia	Ditto	3	3	175	197	3,000	3,250
	Murshidabad	Ditto	...	19	...	234	...	10,600
	Jessore	Ditto	1	11	55	527	500	4,205
	Khulna	Ditto	10	45	229	588	6,750	11,625
Patna	Gaya	Ditto	2	2	97	129	1,480	1,615
	Saran	Ditto	3	3	212	558	2,955	3,070
	Champaran	Ditto	19	19	412	432	4,515	4,960
	Darbhanga	Ditto	7	16	520	826	18,835	26,215
Bhagalpur	Monghyr	Ditto	7	6	78	43	780	825
	Bhagalpur	Ditto	...	1	...	20	...	240
	Purnea	Ditto	4	4	162	103	5,060	5,100
	Darjeeling	Ditto	4	4	107	129	1,285	1,580
	Sonthal Parganas	Ditto	6	9	821	927	4,045	4,325
Orissa	Cuttack	Ditto	6	7	431	435	3,275	3,820
	Balasore	Ditto	1	1	151	168	735	650
	Puri	Ditto	3	3	337	352	1,815	1,915
Chota Nagpur	Hazaribagh	Ditto	62	115	1,528	3,009	16,940	59,075
	Panchi	Ditto	2	8	96	119	300	2,080
	Palamau	Ditto	1	1	12	18	215	515
	Manbhum	Ditto	2	2	259	263	5,015	6,655
Total			165	326	6,903	11,076	93,920	1,84,890

Source: *Report on the Working of the Co-operative Credit Societies in Bengal for the year 1907-08*(Calcutta,1908), . Appendices, P. VIII.

Dhaka University Institutional Repository

Statement I-C

General Progress of Rural Co-operative Credit Societies in 1908-1909

Division	District	Kinds of societies	Number of societies		Number of the members		Working capital	
			At the beginning of the year	At the end of the year	At the beginning of the year	At the end of the year	At the beginning of the year Rs.	At the end of the year Rs.
Burdwan	**Burdwan**	Cash Unlimited	1	1	41	43	650	475
	Birbhum	Ditto	2	3	267	302	2,200	2,585
	Bankura	Ditto	2	2	41	41	565	550
	Midnapore	Ditto	33	36	1,490	1,901	25,160	30,896
Presidency	**24-Parganas**	Ditto	9	11	160	206	3,995	4,580
	Nadia	Ditto	3	4	197	154	3,250	3,417
	Murshidabad	Ditto	19	19	234	247	10,600	11,842
	Jessore	Ditto	11	11	527	550	4,205	5,703
	Khulna	Ditto	45	43	547	792	10,705	24,517
Patna	**Gaya**	Ditto	2	2	129	126	1,627	1,629
Tirhoot	**Saran**	Ditto	3	3	207	193	3,070	2,745
	Champaran	Ditto	19	18	432	436	4,960	8,748
	Darbhanga	Ditto	16	28	826	1,559	26,215	58,271
Bhagalpur	**Monghyr**	Ditto	6	10	43	141	825	8,252
	Bhagalpur	Ditto	1	4	20	72	240	1,879
	Purnea	Ditto	4	3	103	103	5,100	5,115
	Darjeeling	Ditto	4	6	129	163	1,580	3,860
	Sonthal Parganas	Ditto	9	9	927	944	4,325	4,217
Orissa	**Cuttack**	Ditto	7	7	435	421	3,820	4,087
	Balasore	Ditto	1	1	168	170	650	647
	Puri	Ditto	3	3	352	372	1,915	1,958
Chota Nagpur	**Hazaribagh**	Ditto	115	118	2,891	3,058	57,420	61,762
	Ranchi	Ditto	8	14	200	356	2,850	4,565
	Palamau	Ditto	1	1	18	18	515	546
	Manbhum	Ditto	2	2	263	261	6,655	7,378
Total			326	359	10,647	12,629	1,83,197	2,60,224

Source: *Report on the Working of the Co-operative Credit Societies in Bengal for the year 1908-09*(Calcutta,1909), Appendices, P. ix.

Dhaka University Institutional Repository

Statement I-C

General Progress of Rural Co-operative Credit Societies in 1909-1910 .

District	Kind of society	Number of societies		Number of the members		Working capital		Remarks
		At the beginning of the year	At the end of the year	At the beginning of the year	At the end of the year	At the beginning of the year Rs.	At the end of the year Rs.	
Dacca	Cash Unlimited	12	33	224	676	12,162	23,116	
Mymensingh		52	77	936	1,383	1,71,999	2,13,837	
Faridpur		62	91	2,552	3,734	68,780	1,22,710	
Chittagong		1	1	276	306	2,067	2,804	
Tippera		3	14	100	430	3,000	14,921	
Chittagong Hill Tracts		4	4	73	162	916	3,371	
Dinagpur		1	1	33	42	1,544	1,492	
Jalpaiguri		1	1	27	27	1,080	1,451	
Rangpur		1	4	53	131	562	3,090	
Pabna		6	15	308	848	4,531	25,012	
Malda		1	3	321	352	1,277	1,980	
Cachar		1	1	23	27	498	923	
Sylhet		27	39	617	909	26,209	47,601	
Kasi and Jaintia Hills		...	1	...	21	...	439	
Gaalpara		1	5	97	200	1,572	3,154	
Kamrup		5	11	274	533	8,761	17,513	
Nowgong		5	5	301	322	7,608	7,819	
Sibsagar		17	20	1,722	2,164	32,752	40,282	
Lakhipur		4	4	505	658	8,257	10,183	
Total of the Province		204	330	8,442	12,925	3,53,575	5,41,598	

Source: *Report on the Working of the Co-operative Credit Societies in Bengal for the year 1909-10*(Calcutta,1910), P-23.

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

1. UNPUBLISHED SOURCES

A. BANGLADESH NATIONAL ARCHIVES, DHAKA.

GOVERNMENT OF BENGAL: A- PROCEEDINGS & B- PROCEEDINGS.

Department Co-operative Credit and Rural Indebtedness.

a. Co-operative Societies, 1904-1947.
b. Rural Indebtedness, 1935-1944

2. PUBLISHED SOURCES

OFFICIAL PUBLICATIONS

GOVERNMENT OF BENGAL

Annual Report on the Working of Co-operative Societies in the Presidency of Bengal,), 1937 (Alipore, 1938).

Annual Report on the Working of Co-operative Societies in the Presidency of Bengal, 1941 (Alipore, 1942).

Annual Report on the Working of Co-operative Societies in the Presidency of Bengal, 1936 (Alipore, 1937).

Proceedings of the Eleventh Provincial Conference of Co-operative Societies in Bengal held at Calcutta on 26th and 28th February and 1st March 1921(Calcutta, 1921).

Dhaka University Institutional Repository

Report on the Working of the Co-operative Credit Societies in Bengal for the Year 1907-1908 (Calcutta, 1908).

Report on the Working of Co-operative Credit Societies in Eastern Bengal and Assam for the Year Ending on the 30th June,1909(Shillong,1909).

Report on the Working of Co-operative Credit Societies in Eastern Bengal and Assam for the Year Ending on the 30th June,1910(Shillong,1910).

Report of the Bengal Provincial Banking Enquiry Committee 1929-30 (Calcutta, 1930), Vol.1.

Report of the Land Revenue Commission Bengal (Alipore:Bengal Government Press,1940).

Report on the Working of the Co-operative Credit Societies in Bengal, 1909-1910 (Calcutta, 1910).

Report on the working of Tenancy Act 1894(Bengal,1894).

Report of the Dhaka Riots Enquiry Committee (Alipore,1942)

GOVERNMENT OF INDIA

Report on the Indian Central Banking Enquiry Committee, 1931 (Calcutta, 1931), Vol.1 (Majority Report).

Dhaka University Institutional Repository

Report of the Indian Famine Commission1898 (Calcutta, 1898).

Report of the Indian Famine Commission, 1901(Calcutta, 1908).

Report of the Royal Commission on Agriculture in India (Bombay, 1927), Vol. IV (Evidence taken in Bengal).

Report of the Indian Irrigation Commission, 1901-1903 (Calcutta, 1903), Part- II.

Report of the Royal Commission on Agriculture in India (Abridged Report), (Bombay, 1928), Vol. IV.

Report of the Committee on Co-operation in India(Calcutta,1915*).*

Report of the Co-operative Planning Committee (Bombay,1946).

Report of the Agricultural Finance Sub-Committee (Delhi,1945).

Report of The Indian Economic Enquiry Committee 1925,Vol.II(Calcutta,1926).

3. SECOUNDARY WORKS: BOOKS AND ARTICLES.

Abhyankar, A. G., *Provincial Debt Legislation in Relation to Rural Credit* (New Delhi, 1940).

Dhaka University Institutional Repository

Ahmed, Maniruddin, *Co-operatives in Bangladesh: An Overview* (Dhaka, 1989).

Ali Khan, *Lord Curzon's Administration of India*(Bombay,1905).

Anstey, V., *The Economic Development of India*(London,1957).

Ata Ullah, *The Co-operative Movement in the Punjab(*London,1937).

Baran,P., *The Political Economy of Growth*(New York,1967).

Bhatnagar, B.G., *The Co-Operative Organization in British India* (Allahabad, 1927).

Bhutani,V.C., *The Apotheosis of Imperialism* (New Delhi, 1976).

Borkar,V.V.,and Ambewadikar, R.M., *Co-operative Movement and The Weaker Section* (Delhi, 1989).

Calvert, Hubert, *The Law and Principles of Co-operation*(Calcutta and Simla,1926).

Catanach,I.J., *Rural Credit in Western India, 1875-1930*(Berkeley,1970).

Chakraborty,Dr. Ratan Lal., *Rural Indebtedness in Bengal-1928-1947* (Calcutta, 1997).

Chakraborti, P.K.,*Problems of Co-operative Development in India With Special Reference to West Bengal*(New Delhi,1983).

Chaudhuri, K.C., *The History and Economics of Land System In Bengal* (Calcutta,1927).

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Socio-Economic Survey Board, *Report on the Survey of Rural Credit and Rural Unemployment in East Pakistan, 1956(*Dhaka,1958*)*.

Hough, Eleanor M., *The Co-operative Movement In India* (London, 1960).

International Labour Office, *Co-operation, A Workers' Education Manual* (Geneva, 1956).

Ishaque, H.S.M., *ABC of Rural Reconstruction*(Dhaka,1959).

Ishikawa,S., *Economic Development in Asian Perspective*(Tokyo,1967).

Islam,M. M., *Bengal Agriculture 1920-1946: A Quantitative Study* (Cambridge University press, 1978).

Jack, J.C., *The Economics Life of Bengal District: A study* (Oxford,1916).

Mukherji, Panchanandas, *The Co-operative Movement in India* (Calcutta and Simla, 1923), pp. 237-38.

Naidu, V.T.,*Farm Credit and Co-operation in India* (Bombay,1968).

Niyogi, J.P., *The Co-operative Movement in Bengal* (London, 1940)

Office Of the Economic Adviser Ministry Of Economic Affairs, *Economy Of Pakistan, 1950*, (Karachi, 1951).

Qureshi,Anwar Iqbal, *The Future of the Co-operative Movement in India*(Bombay,1947).

Dhaka University Institutional Repository

Raina,J.L., *The Co-operative Movement in India: A Comparative Study* (Bombay, 1928).

Ray.P., *Agricultural Economics of Bengal, Part 1*(Calcutta,1947).

'Relief of Rural Debt', *Indian Co-operative Review*, Vol.1(1935).

Rural Indebtedness in India, All India Congress Committee (Allahabad,1935).

Saha,K.B., *The Economics of Rural Bengal* (Calcutta,1930).

Shukla,T.,*Capital Formation in Indian Agriculture* (Bombay,1965).

Singh,T.,*Poverty and Social Change : A Study in the Economic Reorganisation of Indian Rural Society*(London,1945).

Singh,V.B.(ed), *Economic History of India (Bombay,1965).*

Sinha,N.K., *The Economic History of Bengal,Vol.1*(Calcutta1961).

'The British and Money- lenders in Nineteenth Century India',*Journal of Modern History*, Vol.xxxiv(1962).

Thorner, D.,*The Agrarian Prospect In India* (Delhi,1956).

Uppal, J.N., *Bengal Famine of 1943: A Man Made Tragedy*(Delhi,1984).

Wolff, H.W., *Co-operation in India* (London,1919).

Dhaka University Institutional Repository

Bengali Books- বাংলাগ্রন্থ

ডঃ আখতার হামিদ খানের বক্তৃতা সংকলন, *পল্লীউন্নয়ন ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা* (কুমিল্লা, ১৯৭৭), পৃষ্ঠা ৩৮-৩৯।

ডঃ আজিজুর রহমান খান, *পল্লী অর্থব্যবস্থা ও ব্যাংকিং* (ঢাকা, ১৯৮৯)।

অধ্যাপক মফিজুর রহমান, *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন* (ঢাকা, ১৯৭৩)।

এম,এম, আলী, *সমবায় সমিতি সমূহ অধ্যাদেশ ১৯৮৪* (ঢাকা, ১৯৯৫)।

রামকান্ত সিংহ, *সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা* (ঢাকা-২০০১)।

4. ACTS AND MANUALS

The Bengal Money-lenders Act, 1933

The Bengal Agricultural Debtors Act, 1935.

The Bengal Co-operative Society Act, 1940.

The Bengal Money-lenders' Act, 1940.

The Bengal Debt Settlement Manual,1941.